# কোজাগরী

শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত

পাঁচ সিকা

প্রকাশক
শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়
প্রবাসী কার্য্যালয়
১২০।২, আপার সার্কুলার রোড,
কলিকাতা

প্রবাসী প্রেস
১২০।২, আপার সার্কুলার রোড,
কলিকাতা
শ্রীমাণিকচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত

# উৎসর্গ

পিতৃতুল্য পূজনীয়

৺নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

ও

শ্রীযুক্ত কুমুদবান্ধব মুখোপাধ্যায়

শ্রীচরণেষু

•

স্নেহে প্রেমে আর করুণা-ধারায় রিক্ত চিত্তে মম
করিলে সরস, করিলে সবল ; দেখাইলে অনুপম
মানব-জীবন-লক্ষ্য আমারে,—আজি তোমাদেরি করে
তোমাদেরি গড়া জীবনের ফুল নিবেদি ভকতি-ভরে।

প্রণত

শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত

# নিবেদন

কাব্য-রচনা কবির নিকট আনন্দ-বিলাস। কোজাগরী পূর্ণিমার অমল স্নিগ্ধ আলোক যেমন বিশ্বভুবনকে স্বপ্নসুখে বিভোর করিয়া তুলে, কাব্যলোকের বিমল শীতল জ্যোতি তেমনি কবিচিত্তকে আনন্দময় স্বপ্নের নিবিড়তায় আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। কাব্যসৃষ্টি কবির নিকট উজ্জ্বল স্বপ্নলোকে বিচরণ। সেইজন্য কাব্যগ্রন্থের নাম রাখিলাম "কোজাগরী"।

আমার প্রথম কাব্যগ্রন্থ "অরুণিমা" ১৩২৯ সালে প্রকাশিত হয়। তাহার পর ১৩৩০ হইতে ১৩৩৮ অবধি নয় বৎসরে রচিত আমার যে-সব কবিতা বিভিন্ন মাসিক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, সেইগুলিরই অধিকাংশ লইয়া এই গ্রন্থ গ্রথিত করিলাম। নানা সাংসারিক কারণে এই দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ প্রকাশে এত বিলম্ব ঘটিয়া গেল। সেজন্য অনুরাগী পাঠকগণের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

যে-সমস্ত মাসিক পত্রে এই গ্রন্থের কবিতাগুলি প্রকাশিত হইয়াছিল সূচীপত্রে তাহাদের উল্লেখ করিলাম।

বিখ্যাত চিত্রশিল্পী বন্ধু শ্রীযুক্ত রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী প্রচ্ছদপটের পরিকল্পনা করিয়াছেন। তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ রহিলাম।

স্নেহভাজন শ্রীমান্ জিতেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীমান্ সন্তোষকুমার সেন, শ্রীমান্ অনিলকুমার সরকার, শ্রীমান্ গণেশচন্দ্র দত্ত ও শ্রীমান্ মহিমারঞ্জন রায় প্রেস-কাপি রচনায় আমাকে সহায়তা করিয়া সুখী করিয়াছেন।

গোপীনাথপুর
দ্বারহাট্টা, হুগলী
ফাল্গুন, ১৩৩৯

শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত

# সূচী

# কোজাগরী

## কোজাগরী

কো জাগর ?—কে জাগ রে ?—কে জাগে আজ এই নিশিতে ?
যে জাগে সে সত্য কবি, সে-ই জানে প্রাণ মিশিয়ে দিতে
বিশ্বপ্রাণের লীলার সাথে ; সে-ই জেনেছে পিইতে মধু ;
সে-ই জেনেছে দেখ্‌তে কিরূপ রূপ-গরবা বিশ্ববধূ।
রাত তো এ নয়,—এ যেন রে শুদ্ধ শোভার মূর্ত্তিখানি ;
আকাশ-রাজার স্বপ্নে-দেখা স্বপ্নময়ী এ এক রাণী।
ফুলের হাসি, নারীর শোভা, প্রভাত-বিভা, সাঁঝের মায়া—
টুক্‌রো শোভা ছড়িয়ে যা' রয় সে এই রাতির ক্ষুদ্র ছায়া।
সব শোভারি পূর্ণ-মিলন পূর্ণ-বিকাশ কোজাগরী ;
বিশ্বহিয়ার রূপের তৃষা কি রূপ ধরে—মরি মরি !
বর্ষা-শ্যামল বিশ্ব-দেহে লাগ্‌ল জোয়ার যৌবনেরি ;
তাই এল আজ নিশার রূপে প্রিয়া তাহার, ঘেরি' ঘেরি'
সবটা তারি প্রীতি দিয়ে শুভ্র উজল প্রীতির সুধায়,—
পিয়ে পিয়ে বিশ্ব বিবশ, সুখ ছাপে তার হিয়ার কানায়।
বর্ষা স্নেহ বিলিয়ে গেল, জাগিয়ে গেল প্রাণের সাড়া,
সে-প্রাণ পেল পরিণতি তৃপ্তি ধৃতি প্রীতির ধারা।

## কোজাগরী

শোভার সেরা শরৎ-শোভা, সেই শরতের হৃদয়-রাণী
জুড়িয়ে দিল সকল হৃদয়, মুছিয়ে দিল সকল গ্লানি।

এই ধরাতে হিংসা আছে, লোভ আছে দ্বেষ, মারামারি—
সব ভুলে যাই যতই হেরি কোজাগরীর সাগর-বারি।
রৌদ্র আছে, ঝঞ্ঝা আছে, আছে কাঁটা, দুঃখ শত—
সব ভুলে যাই, সব ভুলে যাই, চিত্ত অগাধ-তৃপ্তি-রত।

কোজাগরীর রূপ-সাগরের জোয়ারে আজ ভাস্‌ছি একা,
যাক নিয়ে যাক, যাক রে নিয়ে, ধরার সাথে আর না দেখা;
আর না আসা দুঃখ-শোকের ঘূর্ণিপাকে বিষম খেতে;
আর না আসা কোলাহলের আঘাত নিতে বক্ষ পেতে;
আর না আসা চোখের জলে করতে বরণ ভাগ্য রূঢ়;
আর চাহি না জান্‌তে দুখের অন্তরেরি তত্ত্ব গূঢ়।
দে রে ছুটি দে রে ছুটি আজকে রাতের সঙ্গে ছুটি;
দু'পায়ে আজ দুঃখে দ'লে সুখ লুটি রে সুখ সে লুটি।
দীর্ঘা রহ দীর্ঘতমা, হে পূর্ণিমা কোজাগরী,
দিবসে আর জাগিও নাকো, তোমার বুকেই যাই গো মরি'।
কিম্বা নিয়ে চলো আমায় যেথায় তুমি চিরন্তনী,
অমর ক'রে রেখো সেথায় পিইয়ে সুধা সঞ্জীবনী।
রূপের নেশায় করলে পাগল, এ নেশা মোর ভেঙো নাকো,
এই নেশাতেই নিবুক জীবন, এই স্বপনেই রাখো ঢাকো।

# কোজাগরী

কোজাগরী লো শর্ব্বরী, চিত্তক্ষুধার পরম সুধা,
পিয়ে পিয়ে তোমার সুধা কাঙাল হিয়ার জুড়ায় ক্ষুধা।
যাই ভেসে আর পান ক'রে যাই, একলা আমি, নাই রে কেহ;
কোজাগরী শয়ন আমার বিলাস স্বপন পেয় গেহ।
ভেসে ভেসে চল্‌ছি আমি রূপ-সাগরে ভেসে ভেসে,—
রূপের সে ঢেউ আছ্‌ড়ে গায়ে যাচ্ছে ভেঙে শুভ্র হেসে।
চল্‌ছি ভেসে অবাধ সুখে—ধরার ছেলে নই রে আমি,
রূপ-সাগরের ফেনা আমি, তার গতিরই অনুগামী;—
কখন্‌ ভুলে উঠেছিনু ধরার কূলে—কে তা জানে?
দূর আবাসের আভাস পেয়ে আজ ছুটেছি তাহার টানে।
দোল দে রে ঢেউ, দে রে দোলা, নয়ন মুদে আজকে বুঝি—
এলাম ভেসে যেখান হ'তে চল্‌ছি সেথা সোজাসুজি;—
কোথা সে ঠাঁই জানি নাকো, জানি আমি হাসির ছেলে,
সুন্দরেরি ছেলে আমি, তার বুকে যাই বক্ষ মেলে।

* *

কো জাগর?—কে জাগে রে?—কে জাগে আজ এই নিশিতে?-
কবি জাগে, কবি জাগে; সে জাগে প্রাণ মিশিয়ে দিতে।

# পাতার দোলা

অদূরে ধীর বায়ে উজল রোদ মেখে
অশথ-পাতাগুলি দুলিছে থেকে থেকে।
সবুজ পাতাগুলি
করিছে কোলাকুলি—
চপল ভাইগুলি যেন রে নেচে নেচে
এ ওরে ভালবাসে কত না যেচে যেচে।
পাতার দোলাদুলি
দিল রে প্রাণে তুলি'
গোপন কোন্ বাণী প্রকৃতি-প্রাণ হ'তে,
কি যেন দূর কথা এল রে ভাব-স্রোতে।
এই যে আমি চলি,
হাসি ও খেলি, বলি,
এই যে মোর মাঝে প্রাণের মাতামাতি—
এই এ ছোট প্রাণ
মহতো মহীয়ান্
সবার পিছে রহে তৃণে ও ধূলাসাথী।

# পাতার দোলা

ফুল যে হাসে, ফোটে,
তরু যে ঠেলে ওঠে,
তৃণ যে দোলে, নাচে, পাতারা করে খেলা,—
এক সে একই প্রাণ
বিকাশে অফুরাণ,
মানুষে জীবে তৃণে তাহারি লীলা মেলা।
অশথ-পাতাগুলি
করিছে কোলাকুলি,
দোলে রে দোলে তারা, পরাণে দেয় দোলা ;
আজিকে প্রাণে মনে
শোণিত-গতি সনে
ও দোলা মিশে দোলে, বুঝি তা ভাব-ভোলা।

# বুদ্ধগয়ার পথে

আজ চলেছি সকালবেলা বুদ্ধগয়ার শুদ্ধ পথে,—
মন রে আমার, শান্ত থেকো, ক্রুদ্ধ নহে কোনো মতে।
বাম দিকেতে ফল্গু রোগা বইছে ধীরে ঝিরি ঝিরি,—
শিয়রে তার বিরাট-বপু পাহারা দেয় বিন্ধ্যগিরি।
কোন্ সে গিরি ফল্গু-জনক?—কার স্নেহে সে বক্ষ ভরে?—
নির্দয় তাহার এ কি পিতা! নেই কি স্নেহ ফল্গু তরে?
কাতর চলে করুণ সুরে ফল্গু চলে বিষাদিনা—
বালির তটের বুক মেলে সে ভাব্‌ছে উদাস—কি না জানি!

বট-অশথে আমের গাছে বুদ্ধগয়ার পথটি ঢাকা—
এ কি মোহন, এ কি শীতল, এ কি আঁচল স্নেহমাখা!
কোন্ বেদনা কাহার প্রভাব আজকে এরা বক্ষে রাখে!
যতই চলি ততই ভুলি কার সে অপার অনুরাগে!
এই এ শীতল স্নিগ্ধ ছায়ায় ঢাকা যেন কাহার বাণী—
এ বাণী কি সেই মানুষের, সে নর-দেবের?—বেদন মানি'
দুঃখ মানি' দৈন্য মানি' চিত্ত যাহার জিন্‌ল সবে,
আত্মবলের শিখায় যাহার পুড়্‌ল যত শঙ্কা ভবে?

## বুদ্ধগয়ার পথে

ফল্গুনদীর এই জলে কি পথশ্রমে কাতর-হিয়া
সে রাজতনয় করূল পরশ, হরূল তৃষা এ জল পিয়া ?
যতই চলি চিত্তে আমার উঠ্‌ছে জেগে সেই সে কথা—
সেই সে শুদ্ধোদনের তনয় ঘর ছেড়ে চায় নির্জনতা ;
নির্জনতা কোথায় মিলে ?—কোথায় মিলে একটি কোণে
সবার আড়ে একটু সে ঠাঁই গুহায় কিবা গহন বনে—
যেথায় ব'সে বুঝ্‌তে পারে জগৎ-জোড়া দুঃখ-ব্যথা,
জগৎজন-বেদন-পেষণ, দুষ্ট-শোকের কঠোরতা,
মৃত্যু-দানবেরি দলন, অত্যাচারের নির্দ্দয়তা,
ছোটর 'পরে বড়'র পেষণ, অহঙ্কারের প্রমত্ততা,
মানব-প্রাণ-দলন শত দুঃখ পীড়া দৈন্য কিবা,
যেইখানেতে চিত্ত মাঝে জম্‌বে গভীর রাত্রিদিবা,
জম্‌বে এবং ভাবিয়ে যাবে—কেনই আসে, শেষ কেমনে ?—
কেমন ক'রে জিন্‌বে মানুষ এই বেদনে এই পীড়নে ?
কোথায় সে কোণ কোন্ গহনে, কোথায় সে কোন্ গিরিমূলে,
বস্‌বে যুবক রাজার তনয় চিত্ত বেঁধে বিলাস ভুলে ?—
কোথায় পাব, কোথায় সে ঠাঁই ?—এই তৃষাতে যাচ্ছে যেন
শুদ্ধোদনের শুদ্ধ তনয়, বৎসহারা হরিণ হেন।

আজকে বুদ্ধগয়ার পথে আড়াই হাজার বর্ষ-কথা
মনের মাঝে উঠ্‌ছে ভেসে—ভাব্‌ছি এই সে নির্জনতা,

কোজাগরী

এইখানে তো ব্যাকুল বুকে এল ব্যাকুল যুবক ঋষি,
বন খুঁজেছে নদীর তটে পাহাড়-মূলে দিশি দিশি।
এই পথে সে গিছ্‌ল না কি ?—আছে সে পথ আজও বেঁচে ?
এই বনে কি লুকিয়েছিল দুঃখ-মোহ-মুক্তি যেচে ?
কে আজ মোরে বল্‌তে পারে—পারে কি ওই নিবাক্‌ গিরি ?
সেই যুবকের বেদন-ব্যথা রাখে কি ঐ ফল্গু ঘিরি' ?
আছে কি গাছ পরশ-পাওয়া, ফল দিল যে সেই যুবারে ?
এই মাটি তার চরণ-পরশ লুকায় কি ও ধূলার ভারে ?
চল্‌ছি ধীরি, মনটা যেন কিসের ভারে পড়্‌ছে নুয়ে,
সেই সে মহান্‌ বিরাট্‌ প্রাণের আভাস মোরে যাচ্ছে ছুঁয়ে,
যাচ্ছে ছুঁয়ে ধূপের মত !—উথ্‌লে ওঠে, নুইয়ে পড়ে
পরাণ আমার চিত্ত আমার কোন্‌ প্রীতিতে ভক্তিভরে !
আজ জেনেছি, আজ পেয়েছি পথের মাঝে সেই পুরুষে,
আজ বুঝেছি বেদন তাহার কর্‌তে ছেদন—সব কলুষে।
গাছের ছাওয়া, নদীর গাওয়া, বিন্ধ্যগিরির মৌন চাওয়া—
সব মিলে আজ চিত্তমাঝে বইয়ে দিল দূরের-হাওয়া—
দূরের হাওয়া, দূরের কথা, সুদূর লোকের পরম মাভৈঃ
সেই যুবকের চিত্তে জাগা ;—কোথায় ব্যথা দুঃখ বা কই !

চল্‌ছি আমি চল্‌ছি আমি বুদ্ধগয়ার শুদ্ধ পথে,
শুদ্ধ পথে শুদ্ধ বনে, বুদ্ধদেবের প্রেমের-রথে

ডাক এসেছে, ডাক এসেছে, বইবে যেন আমায় তাহা—
কোন্ সে লোকে !—কী সে আলো !—কী সে পরম জ্যোতি আহা !
চিত্ত জাগে, চিত্ত দোলে, চিত্ত ভাসে আলোর স্রোতে—
দুঃখ-ব্যথার অতীত আলো মুক্ত জগৎ-কলুষ হ'তে !
এত্তটুকু নেইক গ্লানি, নেইক তাতে আবিলতা,
মন ভরেছে, প্রাণ ধুয়েছে সেই আলোরি অমলতা !
বুদ্ধ পরম ! বুদ্ধ গুরু ! সকল দুখের কারণ জ্ঞাতা !
দুঃখ সয়ে দুঃখ-জেতা ! বেদন-নত জনের ত্রাতা !
আজ পেয়েছি অভয় বাণী, পথ সে কোথায় বল মোরে,
কেমন ক'রে জিনব ব্যথা জড়িয়ে থেকে ব্যথার ডোরে ?
শক্তি সে দাও, দাও সে আশা, দাও পরম বুদ্ধি তব
বুদ্ধগয়ার ক্ষুদ্র কোণে জাগ্‌ল যাহা অভিনব !

*

আজ চলেছি ধীরি ধীরি, ফল্গু বহে, বিন্ধ্য চাহে ;
বুদ্ধগয়ার পথখানিতে লুটিয়ে থাকি শীতল ছায়ে ;
লুটিয়ে থাকি, মিশিয়ে থাকি, যুগ-যুগান্ত আঁক্‌ড়ে থাকি,
সেই যুবকের দুঃখ-নাশের ব্যাকুল বেদন বক্ষে রাখি'।
ফল্গু চলুক্, বিন্ধ্য দেখুক্, সেই অভাবের সাক্ষী যারা,
এই পথে মোর ক্ষুদ্র পরাণ সেই পরাণে হউক হারা ;
হউক হারা, হউক সারা, পার হ'য়ে যাক্ সকল ক্লেশে—
এ পথ মোরে যাক্ নিয়ে যাক্ সেই মহানের মানস-দেশে।

# আলোক-স্তুতি

দৃপ্ত উজল দীপ্তিমান
জাগিল প্রভাত জগৎ-প্রাণ।
নাই নাই নাই নাহি রে ভয়!
প্রণমি আলোক, আলোক জয়।

রশ্মি-শায়ক তীক্ষ্ণ ধায়,—
আঁধার-বক্ষ ভেদিয়া যায়।
লুটায় আঁধার রক্তময়!
বিজয়ী আলোক, আলোক জয়!

বিরাট্ অটল অন্ধকার
এ শিশু-হস্তে লভে প্রহার।
কৃষ্ণ পুতনা করিছে ক্ষয়;
হে বীর আলোক, তোমারি জয়।

## আলোক-স্তুতি

আঁধার করিল স্তন্যদান,
তাহারি গর্ভে লভিলে প্রাণ,—
তাহারি আজিকে করিছ লয়,
হে মহাবিজয়ী, তোমারি জয়।

জীবন জীবন দৃপ্ত-বুক!
মৃত্যু লুটায়, লুকায় মুখ!
জাগো জাগো জাগো,—নিদ্রা নয়!
জীবন এসেছে, আলোক জয়।

•

সত্য নিত্য মিথ্যা-ত্রাস,
জীবন-জনক, সুপ্তি-নাশ,
মুক্তি মুক্তি দীপ্ত-হাস,
মূর্ত্ত অভয় ও উল্লাস!

শক্তিধারক, হাস্যময়,
জিনিছে জড়তা, জিনিছে ভয়।
বিশ্বজীবন আলোক জয়!
নবীন আলোক আলোক জয়।

# বিদ্রোহী কবি মধুসূদন

হে বিদ্রোহী উচ্ছৃঙ্খল, হে বাংলার দুরন্ত সন্তান !
মাননি শাসন কোনো, চূর্ণ করি' নিষেধ-পাষাণ,
সমাজ-বাঁধন ভাঙি', করি' ভেদ ধর্ম্মের নিগড়
উন্মত্ত-চরণ-ভরে চলেছিলে চির-অগ্রসর !
ছুটেছ আশার পিছে,—সে আশা কভু বা মরীচিকা-
ক্ষণেকে মোহিয়া আঁখি ক্ষণ পরে যাহা বিভীষিকা !-
তারি পিছে ছুটে গেছ উদ্দাম অবোধ বাধাহীন ;
ভেঙে গেছে মোহ কত, তবু মোহ হয়নিক ক্ষীণ।
যে-আশা ছুটেছ ধরি' মেটেনিক সে তোমার আশ,
তবু চির-অভিলাষী, তবু ছিল উল্লাস-উচ্ছ্বাস !
শান্ত বঙ্গ-গৃহে স্নিগ্ধ জ্বল নাই প্রদীপের শিখা,
বৈশাখের মেঘে তার দীপ্ত তুমি বিদ্যুতের লিখা !

হে দুরন্ত দৃপ্ত কবি ! বিদ্রোহ-পাগল সেই প্রাণ
নৃত্যতালে প্রসারিয়া করি' দিলে নব-গতি-মান্
ক্ষীণা সে কাব্যের নদী—শৈবালে জঞ্জালে হৃত-বল
সনাতন অবসাদে, পুরাতন-উপলে বিহ্বল।
বিশ্ব-সাগরের বার্ত্তা তারি গতি করি' আহরণ
শীর্ণা ভাষা-তটিনীতে জাগাইলে প্রাণের নর্ত্তন !

বাল্মীকি ব্যাসের সাথে মিলাইলে ভার্জ্জিলে হোমারে,
কৃত্তিবাস কাশীদাস জেগে ওঠে প্রতীচ্য-হুঙ্কারে !
বঙ্গের শঙ্খের সাথে বেজে ওঠে পশ্চিমের ভেরী,—
কাব্যের চরণ হ'তে খ'সে পড়ে জড়তার বেড়ী !
নিত্য নব আশা পানে ছুটেছিলে উন্মাদ সমান ;
এক আশা বঙ্গ-ভাষা তাতে তব একান্ত ধেয়ান !
আজ ভাবি—সেই ভালো, নৈরাশ্যে নৈরাশ্যে বল লভি'
ব্যগ্র আশে পূরিয়াছ আমাদের আশা তুমি, কবি !
যে-তৃপ্তি খুঁজেছ নিতি পেলে তাহা হ'য়ে যেত শেষ,
অতৃপ্ত আবেগে তবে কে দেখাত সুখের উদ্দেশ ?
তুমি রচি' গেছ পথ বনদল উপাড়িয়া বলে,—
আজি সে পথের 'পরে রবির অমল জ্যোতি জ্বলে।
দেব-ত্রাস মধু দৈত্য নাশে যেই সে মধুসূদন,—
বাংলার কাব্যের কক্ষে তুমি কবি জড়তা-দলন !
সমাজে দলেছ পায়ে, স্বধর্ম্মে ভেঙেছ দৃঢ় হাতে ;
দরদ দিয়েছ তবু জাতির অভাব-বেদনাতে ;—
মাতৃ-ভাষা-জননীরে, হে দরদী, রাখনিক দূরে—
প্রাণরসে পুষ্ট তারে করিয়াছ নিত্য চিত্ত-পুরে।
মুক্তি পেল বদ্ধ যাহা সুপ্তি-মাঝে শুনি' মেঘনাদ ;
নবচ্ছন্দে নেচে এল নবীনের বিচিত্র সংবাদ !
আজি তব জন্ম-দিনে নমস্কার, বিদ্রোহী মহান্ !
নমস্কার সে-বিদ্রোহে যে-বিদ্রোহ আনিল কল্যাণ !

অফুরন্ত সুগভীর সীমাহীন প্রেম-পারাবার
আজি মোর চিত্তমাঝে এপার ওপার
অবিরাম ফুলে' ফুলে' দুলে' দুলে' উঠে পড়ে সহাস্য গর্জ্জনে,
উচ্ছ্বসিত তরঙ্গের আনন্দ-নর্ত্তনে।
কমলার মূর্ত্তিখানি গর্ভ হ'তে তুলিয়া আদরে
আদিম সমুদ্র যথা মুগ্ধ তৃপ্তিভরে
ফুলে' ফুলে' ঢেউএ ঢেউএ ছুটে এল পদযুগ করিতে লেহন,—
তেমনি এ চিত্তমাঝে যেই অগণন
একান্ত আপন মোর প্রেমভোলা প্রেমভরা প্রিয়া
প্রভাত-অরুণ সম উদেছিল জ্যোতি বিচ্ছুরিয়া,—
তাদেরি চরণ-মূল চুমিতে বেড়িতে, বিথারিয়া
উদ্বেল-প্রণয়-সিন্ধু উল্লাসে মেতেছে আজি হিয়া।

পথে পথে নিশিদিন করি' আহরণ
নয়ন-হইতে-ঝরা হৃদয়-হইতে-গলা সকরুণ প্রেম-নিবেদন,
জমায়ে জমায়ে চিত্তে যা রেখেছি তুলি'—
আজি তারা রচিয়াছে পূর্ণ সিন্ধু—সেই বিন্দুগুলি।

কবে কারে বেসেছিনু ভালো—
গবাক্ষের ক্ষুদ্র পথে আশা-দেওয়া নয়নের মৌন-প্রেম-আলো
অন্তরের অন্তস্তলে আঁধারের খুলিল কপাট।

কোন্ জনতার হাট
অতিক্রমি' চ'লে গেছি—তারি মাঝে একখানি মুখ—
সরমে-হাসিতে-আঁকা মূর্ত্তিধরা সুখ—
কোমল করুণ আঁখি সাথে
জীবনের ইতিহাসে লিখন রাখিল রেখাপাতে।

নয়নে নয়নে নাহি কথা—
কবে কোন্ নিরালায় লজ্জায়-আনতা
মুখখানি হেরে' হেরে' সাধ গেছে হেরি হেরি আরো।
কল্পনারে কহিয়াছি—আঁকো যত পারো
এ মুখের অভিনব-মোহন লিখন,
এঁকে বুকে রেখেছিনু করিয়ে যতন।

কারে বা বেসেছি ভালো, কাছে গেছি বার বার, সাধ গেছে শত
শুধু শুধু একবার, শুধু নিমেষের তরে চিরদিন মত
বক্ষে তারে চেপে ধরি—ওষ্ঠে ওষ্ঠে ঢেলে দিই প্রাণ—
একটি চুম্বনে শুধু হ'য়ে যাক্ আদান-প্রদান ;
ব্যগ্র হিয়া তাও লভিয়াছে।

আবার কোথায় কোন্ উৎসবের কোলাহল মাঝে
আমারেই বারবার হেরিয়া সে তরুণী পিয়াসী
ব্যস্ত ত্রস্ত অঞ্চলেতে প্রেম-বাহু চকিতে উচ্ছ্বাসি'
পরশ দিয়েছে মোরে—
পড়েছিল বাঁধা প্রাণ সেই স্পর্শ-সুখ-প্রেম-ডোরে।

আবার সে একদিন কোন্ এক সখী
অতিনম্রা অতিধীরা—আড়ে আড়ে আমারে নিরখি'
নয়ন করেছে নীচু—মেলেনি নয়ন,
ফিরিয়া চলিয়া গেছি—রহিয়া গোপন
হেরিয়াছি খোঁজে সে-ই মোরে বারবার—
কাছে গেছি—আঁখি ছুটি নত হ'ল তার,—
আঁখিতে ফেলেনি আঁখি-লেখা—
তবু মোরে চেয়েছিল—তারপর গেছি একা একা।

আবার সে কার সাথে ঘন ঘন মৌন পরিচয়—
বহুদিন ধ'রে ধ'রে নয়নে হৃদয়-বিনিময়
হয়েছিল সুনিবিড়—
দেখা শুধু দেখা দেখা কামনা-অধীর।
না দেখে পেয়েছি ব্যথা দোঁহে,
না-দেখা হয়েছে শোধ দীর্ঘ-দেখা-তৃপতির অচপল মোহে

গেল চ'লে একদিন—গণ্ডে তার হেরিয়াছি নয়নের জল,
সে-জল হৃদয় মাঝে তুলেছিল নদীস্রোত আবেগ-উচ্ছল।

আবার পেয়েছি কারে সুচতুরা সুচপলা সুকৌতুকময়ী—
আশা দেছে, হাসি দেছে,—সবার গোপনে রহি' রহি'
চুমা দেছে, নেছে সেধে সেধে,
অভিমানে আলাপনে রেগে হেসে কেঁদে
আমারে বেসেছে ভালো—প্রসারিয়া বাহু দুইখানি—
প্রেমের দুইটি ডোর - বুকেতে নিয়েছে মোরে টানি,'
কখনো বা কোনো নিরালাতে
পিছু হ'তে চুপে চুপে এসে মোর আঁখি দু'টি টিপে দুই হাতে
বাম গণ্ডে সুনিবিড় চুমা দেছে আঁকি'—
পলায়েছে, সেদিন দেয়নি ধরা,—আজো
সেই আধা ধরা, আজ সে যে ফাঁকি !

•

আজি স্মৃতিভরা বক্ষে সেই যত পুঁজি
আকুলি' বিকুলি' ঘোরে মোরে খুঁজি' খুঁজি'
সেই মোরে—প্রেমাতুর, ভালোবাসা-সুবিলাসী, প্রণয়-প্রবণ !
আমি হাসি ব'সে দূরে, হাসে মোর মন।
হাসিছে গোপনে বসি' অভিলাষী চপল হৃদয়।
সেই অযাচিত-পাওয়া সেই অযাচিত-দেওয়া প্রেম-অভিনয়



২

চিত্তে মোর ঘুরে ঘুরে ভাসে ভাসে হাসে,
পরতে পরতে পরশিয়া তরুণ উল্লাসে ।
প্রাণ-পথে-আলো-দেওয়া, হৃদয়ের বন্ধমুক্তকারী,

স্নিগ্ধজ্যোতি সুমধুর অতিমনোহারী,
ক্ষণিকের তবু যারা চিরদিনকার,
আনন্দের হরষের সোনার জীয়নে জাগা দিল বারম্বার,
অভিষেক-বারি-দানে জাগাইল হৃদয়ের প্রণয়-সম্রাট,—
নিমেষের দানে, তবু সে দান বিরাট্,—
আজি সেই অগণনা লাজনম্রা স্মিত-স্নিগ্ধ-আঁখি
প্রেয়সীর প্রেমাশীষ শিরে মোর রাখি'
চ'লে যাই চ'লে যাই—যেতে হবে দূর,
হে মোর তরুণী তন্বী প্রাণপ্রিয়া প্রিয়াগণ !
জেগে রহ অনিবার সেই প্রেমাতুর ।
তোমাদের স্নিগ্ধ আলো এই পথে পাথেয় আমার ;
সৌন্দর্য্যের কণাগুলি ! পরিপূর্ণ সে সৌন্দর্য্য
বল কোথা অতুল অপার ?

# শ্রাবণ-মধ্যাহ্ন

মধ্যাহ্ন কি মধ্যরাত্রি নাহি পাই ঠিক,
সান্দ্র অন্ধকারে লুপ্ত গুপ্ত সর্ব্ব দিক্ ।
স্তব্ধতা বিরাজে সৌম্য নিবিড় স্তব্ধতা,
নাহি শব্দ শিহরণ চঞ্চলতা কথা !
জনহীন পথ আর বায়স নীরব ;
ব্যোমবুকে গুরু গুরু নীরদ সরব ।
সে-রবে জাগিছে বিশ্বে ভীতি-শিহরণ ;
জানায়—নহেক লুপ্ত বিশ্বের জীবন ।

গৃহে বসি' হেরি এই জীবন্ত আঁধার,—
জীবন ও মরণেব লীলা-পারাবার ।
হেরি আর ভাবি আমি এমনি বিলয়,
জীবনে মরণে দ্বন্দ্ব বড় মধুময় ।
চঞ্চলতা সাথে সুপ্তি, রৌদ্রে অন্ধকার,
অশান্তিরে ধরে শান্তি, আনন্দ অপার ।

ফন্দী তোমার সব বুঝেছি, সব চাতুরী, দশরথ !
কাঁটা ভেবে সরাও তারে,—কাঁটায় তোমার ভর্‌ব পথ !
মন্থরা ! তুই ঠিক বলেছিস্, রামকে দিয়ে রাজ্য-দেশ
আমায় এরা কর্‌বে নীচু, শাস্‌বে আঁখি রাঙিয়ে বেশ ।
শোধ নেবে সব হিংসা যত, কর্‌বে আমায় গর্ব্বহীন ;—
কেমন ক'রে হয় তা দেখি ।—কৌশল্যা আর সব সতীন—
পায়ের নীচে রাখ্‌নু যাদের আমায় তারা দল্‌বে পা'য় ?
কৈকেয়ী এ ক্রূর নাগিনী, ছোবল দিতে সুখ সে পায় ।
না, না, আমার নেইক তো প্রেম, রামকে ভালোবাস্‌ব না ;
পরের ছেলে ভালোবেসে নিজের ছেলে ঠেল্‌ব না ।
পুত্রশোকে মর্‌বে রাজা, কাতর হবে প্রজার দল
রাম গেলে বন ।—ভরতকে কি আন্‌ল টেনে বানের জল ?
সে যদি হয় রাজা, তাতে দুঃখ বুড়োর হয় কিসে ?
প্রজাই এত কাতর কিসে ? রাজার ছেলে নয় কি সে
ভরত আমার ? আছি য'দিন দেখ্‌ব কেমন কে পারে
রুধ্‌তে তারি রাজা হওয়া !—কর্‌ব আমি ঠিক তারে
অযোধ্যা-রাজ-সিংহাসনের একচ্ছত্র রাজার রাজ ;
কৈকেয়ী নয় কোমল মেয়ে,- ইচ্ছা যা তার হয় তা কাজ !
কাঁদুক বুড়ো, কাঁদুক সতীন, কাঁদিয়ে আমায় কর্‌বে সুখ !
আমার মুখে ঢাল্‌বে কালি ?— কর্‌ব কালো সবার মুখ !

( ২ )

[ দশরথের মৃত্যুর পর অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিয়া ভরত কৈকেয়ীকে যথেষ্ট ভৎর্সনা করেন এবং তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া কৌশল্যার নিকট গমন করেন। ]

স্পর্দ্ধা আমার !—আছেই তো তা, থাক্‌বে তো এই অহঙ্কার ;
সাধ করেছি যখন যা তা ঠিক করেছি ; সাহস কার
রুধ্‌তে মোরে, ঠেল্‌তে মোরে ?—মানুষ আমি জন্তু নই !
কিন্তু ভরত ভৎর্সনা করে !—শুনুনু তাও ? কারেই কই ?
আমায় বলে রাক্ষসী সে ! আমায় বলে স্বার্থপর !
আমায় বলে পিশাচী সে ! সাপের সমান বিষধর !
আর যে বলে বলুক এসব ; ভরত ! তুইও বল্‌বি সেই ?
বুকের রক্তে কর্‌নু মানুষ,—তার কি কোনোই মূল্য নেই ?
কর্‌ব আমি তোর অশুভ ?—কেমন ক'রে বুঝ্‌লি তাই ?
সৎ-মা হ'ল আমার সেরা ? আমার মুখে ঢাল্‌লি ছাই !
যার জন্যে সব সয়েছি সে আজ মোরে দল্‌ল পা'য় !
স্বামীর সোহাগ ত্যাগ করেছি, সতীন-সোহাগ—ছাড়নু তায় ;
দাসদাসীদের মৌন ঘৃণা, অযোধ্যারি রোষের বিষ
তোর তরে যে সইনু সবি ! তুই আজ মোরে এ কি দিস্‌!
সেই অবজ্ঞা ! সেই হলাহল ! সেই অনাদর ! অপমান !
সব পীড়া প্রাণ সইতে পারে, তোর অপমান সয় না প্রাণ !
পেটের ছেলে হাতের মানুষ, সেই ভরত আজ এ কি তুই !
শুভই যা তা ভাব্‌ছি সদা ;—একটি যে তুই, নেইক দুই !

সিংহাসনে তোরে, মাণিক, দেখ্‌ব সে যে অগাধ সাধ ;
সব আশা মোর নিভিয়ে দিলি ? ঘটিয়ে দিলি কী প্রমাদ !
দুঃখ ঘৃণা সইনু সবি, ভাব্‌নু পাবি রাজ্যধন,—
সেই সুখে মোর রইল পরাণ, হর্ষে-ভরা রইল মন।
সে ভরত আজ ত্যাগ করেছে, সে বলেছে—'রাক্ষসী !'
রাখ্‌নু চেপে যে-সব ব্যথা আজ উঠে সব উচ্ছুসি'।
যাক অযোধ্যা যাক রসাতল, আয় রে প্রলয় গর্জ্জে' আয়,
আমার স্বপন ভগ্ন যখন প্রাসাদ কেন, কে আর চায় ?
যাক ভেসে যাক আজকে রাতে অযোধ্যাদেশ লুপ্ত হোক্,
লুপ্ত হোক্ ও হাজার লোকের ঘৃণায়-ভরা ক্রুদ্ধ চোখ !
কৈকেয়ীকে কাঁদিয়েছে আজ ভরত তারি পেটের পুত,
যে চোখে কেউ জল দেখেনি সে চোখে জল-শোকের দূত !
কাঁদ্‌ব আমি, নেই দুখ তায় ;—এ কান্নারি সঙ্গে আজ
যত্নে-রাখা এ রাজ্যপাট যাক রে নেমে পাতাল মাঝ।
আজকে হ'তে কৈকেয়ী সে ভাব্‌বে তাহার ছেলেই নেই।
ভরত—সে তো শত্রু তারি !—মরেছে সে; নেইক সেই।
নেবে না সে রাজ্য ও ধন, আন্‌তে রামে ছুট্‌বে বন ;
আপন মাকে এই অপমান কর্‌লে ভরত ! কী ভীষণ !
দুঃখ সয়ে যার তরে আজ কিন্‌নু আমি বিপুল সুখ,
বুক দিয়ে যা'য় কর্‌নু মানুষ, সে এই আমার রাখ্‌ছে মুখ !
যে গর্ব্ব মোর দাঁড়িয়েছিল উচ্চশিরে আকাশ-গায়,
ভরত ! তারে নুইয়ে ধূলায় কর্‌লি গুঁড়া অবজ্ঞায় !

( ৩ )

[ ঘৃণায় ও বিদ্রূপে জর্জ্জরিতা কৈকেয়ী প্রাসাদ-কোণে গোপনে অনুতাপে চতুর্দ্দশ বৎসর কাটাইয়াছিলেন। রামের অযোধ্যায় ফিরিবার সময় তাঁহার অনুতাপ প্রবল ও তীব্র হইয়া উঠে। বাল্মীকির রামায়ণে উল্লেখ না থাকিলেও কৃত্তিবাস লিখিয়াছেন—রাম 'মা' বলিয়া না ডাকিলে বিষাক্ত লাড় খাইয়া প্রাণত্যাগ করিবেন, কৈকেয়ী এমন প্রতিজ্ঞাও করিয়াছিলেন। ]

চোদ্দ বছর রাম গেছে বন—আস্‌ছে নাকি কাল সে ফিরে,
বাহন তারি কোন্ হনুমান জানিয়ে গেল। কালকে কিরে
এই পোড়া মুখ তুল্‌ব আমি সেই সে রামের চোখের 'পরে,
হিংসা-বিষে জ্বলিয়ে যারে তাড়িয়ে দিনু সুখের তরে ?
তাড়িয়ে দিনু গহন বনে—রাজ্য-সুখ ও স্নেহের সুখ
সকল কেড়ে করনু কাঙ্গাল, শাস্তি দিনু কঠোর দুখ।
চোদ্দ বছর প্রতিটি দিন রামের ব্যথা বাজ্‌ল মোর
পাষাণ বুকে ; বনচারী তার নয়নের তপ্ত লোর
অগ্নিবিন্দু সমান আমার বুকের মাঝে রাত্রিদিন
বোধ করেছি, জ্বালিয়ে দেছে, পুড়িয়ে মোরে করল ক্ষীণ।
সেদিন আমি ভুলিনি যে, আমিই যেদিন পাঠাই বনে
সাশ্রু চোখে মোরই কাছে বিদায় নিল মোর চরণে !
তখন মনে দিইনি আমল তার সে কাতর করুণ ছবি,
ভরত আমায় ছাড়্‌ল যেদিন, সেদিন হ'তে বুঝ্‌নু সবি
রামের বেদন, তার সে ছবি রইল জেগে ব্যথার সাথে,
সে-ব্যথা মোর নিত্য সাথী স্বপ্নে জেগে দিনে রাতে।

ছাড়্‌ল সতীন, পৌর-নারী, ছাড়্‌ল দাসী, রাখ্‌ল দূরে
ক্রূর নাগিনী কৈকেয়ীরে শিউরে ভয়ে বিজন পুরে।
বিরাট পুরীর একটি কোণে বরনু কঠোর নির্জনতা,
দিনের পরে দিন চ'লে যায়, বক্ষে জমে বিরাট্ ব্যথা।
ক্রূর নাগিনীর বিষের সে দাঁত ভাঙ্‌ল ভরত, জান্‌বে কে তা ?
পুড়্‌ছে গরল দুখের দাহে, বুঝ্‌ল না কেউ, কেউ না হেথা !

রাম-বনবাস-ষষ্ঠ-দিনে দশরথ তো ত্যজ্‌ল দেহ,
ভরত দিল ভর্ৎসনা মোরে, রইল কে আর কর্‌তে স্নেহ ?
কার কাছে আর দাবী আমার, কার কাছে মোর গর্ব্ব রবে,
শাসিয়ে যারে ভুলিয়ে যারে কৈকেয়ী তার কাম্য লবে ?
সেদিন হ'তে নেই কেহ নেই, রইনু কোণে ঘৃণ্য একা ;
লক্ষ লোকের মনে কেবল হিংসা আমার রইল লেখা !
হিংসামূলে ঘুণ ধরেছে, বোঝেনি তা কেউ দরদী ;
কেউ আসেনি জান্‌তে কি তাপ কর্‌ছে শোষণ নিরবধি।
আপন-গড়া দুঃখ আমার আপন হ'য়েই রইল নিতি,—
জান্‌ল না কেউ,—পেলাম শুধু নিদয় ঘৃণা, নিদয় ভীতি।
বনে বনে রাম ঐ ঘোরে দুঃখে ক্লেশে,—আমার হিয়ায়
সে ব্যথা যে বাজ্‌ল কী ঘোর কী পীড়াময় বুঝ্‌বে কে তায় ?
আমায় সে যে 'মা' বলেছে— সে কথা কি ভুল্‌তে পারি ?
পাষাণ ছিনু সে এক দিনে,—তাই ব'লে কি নইক নারী ?

ছয় ছটা দিন পাশের ঘরে দশরথের আর্ত্তরবে
প্রাণ গলেনি,—আশায় ছিনু প্রাণের ভরত বস্‌বে যবে
অযোধ্যারি সিংহাসনে, মিট্‌বে আমার সকল গ্লানি ;
তার পরে সব উল্টে গেল,—ভরত দিল বজ্র হানি' !—
সেই আঘাতে গর্ব্ব গুঁড়া, সেই আঘাতে বুঝ্‌নু আঘাত
রামের বুকে দিলাম যাহা—ঘট্‌ল যাহে রাজার নিপাত।

গভীর রাতে রোজ মনে হয়—দাঁড়িয়ে যেন সেই দশরথ
সাম্‌নে আমার ক্রুদ্ধ চোখে কট্‌মটিয়ে,—কর্‌বে যে বধ !
চম্‌কে শুনি, ঘুম ভেঙে যায়, পাঁজর ভাঙা সেই সে ধ্বনি,
দশরথের সেই সে বিলাপ,—বুক কাঁপে মোর, প্রহর গণি !
মূর্ত্তিমন্ত এস রাজা জীবন লয়ে দাঁড়াও ভুঁয়ে—
সব অপরাধ কর্‌ব স্বীকার, চাইব ক্ষমা চরণ ছুঁয়ে।
বসনহীনা ভিখারিণীর নগ্ন গায়ে বৃষ্টি-ধারা
যেমন বেঁধে, তেম্‌নি যে রে রামের নিশাস তীব্র পারা
আমার বুকের চামড়া ভেদি' মর্ম্মমাঝে বেদন তোলে !
অনশনে রাম যে বনে,—সে কথা কি এ মন ভোলে ?
চোদ্দ বছর 'মা' বলেনি ভরত আমায়—পাইনি কোলে ;
সকল স্নেহ সব অভিমান বক্ষে জ'মে উতল দোলে !
হিংসা যত উচ্চাভিলাষ বিলুপ্ত মোর, কান্না খালি
রূপ নিয়েছে অগাধ স্নেহের—সঁপ্‌ব কারে এ মোর ডালি ?

কী অপমান আমার হবে ভাব্‌ল না তা, ছুট্‌ল ভরত
রামকে হেথায় ফিরিয়ে নিতে ;—কিন্তু রামের উদার দরদ
মোর অপমান রক্ষা ক'রে চাইল নাকো রাজ্য পেতে,—
সে-কথা যে আমার মনে জাগ্‌ল কত দিনে রেতে।
সেই তো আমার স্নেহের ভাজন, সেই ক্ষমাবান্‌, দুঃখে সুখী,
কাঁদন আমার স্নেহ আমার তারেই দেবো—দুখের দুখী।
কাল সে ফিরে আস্‌বে ঘরে, কিন্তু যদি 'মা' না ব'লে
আমায় যদি নাই ডাকে সে, ঘৃণায় ছেড়ে যায় সে চ'লে,
কোন্‌খানে ঠাঁই থাক্‌বে আমার ? কোন্‌ সুখে আর বাঁচ্‌তে চাবো ?
মর্‌ব খেয়ে—এই রেখেছি বিষের লাড়ু খাইব খাবো।
কৈকেয়ী নাম ঘুচবে তবে, মুছ্‌বে সবার পথের কাঁটা,
তার বেদনা তারই সাথে বিলীন হবে—পাঁজর-ফাটা !
কিন্তু জানি এমন নিদয় নয় তো সে রাম—নয় তো কঠোর,
আস্‌বে সে ঠিক আমার পাশে,—বাঁধ্‌রে আশা, রে চিত্ত মোর !

# রাতের বাদল

গভীর রাতে
বরষা সাথে
কি সুখ মনে জাগে !—
ধরণীখানি
হৃদয়ে টানি
গভীর অনুরাগে।
বৃষ্টি পড়ে
তরুর 'পরে
গহন বন মাঝে ;
খোলা সে মাঠে
পুকুরে বাটে
গৃহের ছাদে নাচে।
আঁধার ঢাকে
ধরণীটাকে
ঢাকে সে দিশি দিশি,
তাহারি গায়ে
চপল পা'য়ে
বাদল নাচে মিশি'।
বাদল-ধারা
দিতেছে সাড়া,
ধরণী চুপে শোনে ;

## কোজাগরী

ঝরে গো ঝরে
বৃষ্টি পড়ে
ধরাতে, মম মনে ।
জাহাজ-বাঁশি
আসিছে ভাসি'—
তরাস বহি' আনে ;
ভীতির সাথে
হরষ মাতে
পরাণ মাঝখানে ।
ঝরিছে ঝর
পিয়াস-হর
বাদল-ঘন-ধারা,
ঘুমাতে নারি—
উতল বারি
করিছে সুখে সারা '
বাদল-ধারা—
নিদ্রা-হারা
হ'য়ে যে শুনি সুখে ;
গভীর রাতে
বাদল সাথে
হরষ ও ভীতি বুকে

# জয় স্বাধীনতা জয়

[ চীনের জাতীয় গাথা ]

হে মুক্তি, হে স্বাধীনতা, বিধাতার শ্রেষ্ঠ আশীর্ব্বাদ,
শান্তি সাথে মৈত্রী করি' আনো আনো বিচিত্র সংবাদ ;
মূর্ত্ত কর পৃথ্বীতলে দশেক সহস্র নব রূপ ।
দানব সমান দৃপ্ত, প্রেতাত্মা সমান সৌম্য ভূপ
সর্ব্বশীর্ষে ঊর্দ্ধব্যোমে বিস্তারিয়া মহিমা মহান
এস হে নীরদ-রথে—বায়ু তাহে অশ্ব বেগবান ।
এস এস হে রাজন্, তেজস্বূর্য্যে বিতাড়ো আঁধার ;
ঘুচাও এ দাসত্বের অন্ধকার নরক-আগার ।

শ্বেতচর্ম্মা ইউরোপা, বিধাতার হে দুলালী সুতা,
গৃহ তব দৈন্যহীন—সুপ্রচুর-অন্ন-মদ্য-যুতা ।
আমি ভালবাসি মুক্তি, মুক্তি মোর প্রিয়া মোর বধূ,
দিবসে সে চিন্তা মোর, রজনীতে স্বপ্ন সেই মধু

পিতৃভূমি প্রিয়তম, তোমার বেদনা দেয় ব্যথা !
মুক্তি-আশে ছুটি তাই, ছুটি লভিবারে স্বাধীনতা ।
চঞ্চল সে স্বাধীনতা মুষ্টি হ'তে ছুটিয়া পালায় !
দুঃখন্যুব্জ লক্ষ ভ্রাতা দাসত্ব-পেষণে গুমরায় ।

বায়ু বহে মনোরম, শিশির শোভিছে ঝলমল,
স্নিগ্ধ গন্ধে পুষ্পদল সুবাসিত করে ধরাতল।
কত নর হেরি ঐ রাজ্য লভি' ভুঞ্জে শত সুখ,—
কেমনে ভুলিব তবু স্বদেশের যন্ত্রণা ও দুখ?
পিকিংএ হোথায় হের ব্যাঘ্র সম হিংস্রক সম্রাট
প্রণতি মাগিছে দম্ভে বিলুণ্ঠিয়া সিংহাসনপাট!
অসহ্য বেদনা, হায়, মৃত আজ মৃত স্বাধীনতা!
সমৃদ্ধ এশিয়া আজ মরুভূমি—বিশাল শুষ্কতা!

এ বিংশ শতাব্দী মোরা গড়িয়া করিব নব যুগ;
আজি ভরি' বীর্য্যবন্ত দৃপ্ত শত মানবের বুক
জাগিছে একক আশা, ধ্বনিয়া উঠিছে এক সুর—
"গড়িব নূতন পৃথ্বী, নব স্বর্গ, গ্লানি করি' দূর।"
দাসত্ব-বিনত পিষ্ট লক্ষ চিত্ত স্বদেশের মম
জাগুক অত্যুচ্চ গর্ব্বে কোয়াংটাং হিমালয় সম।
নাপ্লেওঁ, ওয়াশিংটন, বিমুক্তির দুর্জ্জয় সন্তান,
এশিয়ার কোটী চিত্তে মূর্ত্ত হও, করো শক্তিমান।
হে হিন্যুন, আদি পিতা, কোথা পথ? দাও হে অভয়,
এস মুক্তি, স্বাধীনতা, করো ত্রাণ, জয় তব জয়।

# বঙ্কিমচন্দ্র

ধূলিধূম-সমাকীর্ণ ক্লিন্ন আজ সাহিত্য-গগন ;
এস দীপ্তকরোজ্জ্বল গ্লানিহর্ত্তা মধ্যাহ্ন-তপন !
কুহেলি-কুজ্ঝটি-জাল রশ্মিদর্পে কর পরিষ্কার,
সুনীল নির্ম্মল রূপে মুক্ত ব্যোম জাগুক আবার।
প্রোজ্জ্বল প্রাসাদে তব, হে সম্রাট, ঘোরে ফেরুপাল ;
তব শুভ্র রাজধানী ঘেরে আজ তৃণের জঞ্জাল।
ন্যায়-দণ্ড হস্তে এস, হে বঙ্কিম, শক্তির আধার ;
এস সিংহ, স্তব্ধ কর ফেরুদলে তুলিয়া হুঙ্কার।
হুঙ্কারে গর্জ্জনে তব উন্মথিয়া তোল বঙ্গদেশ,
চঞ্চলিয়া সঞ্জীবিয়া কর তারে দৃপ্ত মুক্তক্লেশ।
তোমার ভেরীর নাদ প্রান্তরে ভবনে বনে পথে
ধ্বনিয়া রণিয়া বঙ্গে জাগাইয়া দিক সুপ্তি হ'তে।
এস বীর সত্যবাক্ ন্যায়াধীশ হে ক্ষুদ্রদলন,
ঘৃণ্য ক্লিন্ন ক্লেদ যাহা ধূলিগর্ভে লভুক মরণ।
চরণে দলিয়া দাও উচ্চশির তৃণগুল্মদল,
তোমার নির্ম্মিত বর্ত্মে করে যাহা কুটিল সমল।

তোমার শীতল-স্নিগ্ধ জলাশয়ে করে যে পঙ্কিল
নাশো সে শৈবালদল, পদ্ম হোক শুভ্র ও সুনীল।

*　　　　*

ভুলে গেছি মাতৃমন্ত্র, দীনা বঙ্গজননীর মুখ ;
দাহন তোলে না চিত্তে লেলিহান অগ্নি সম দুখ।
মিথ্যা মোহে ভুলে গেছি রিক্তা নগ্না জননীর রূপ,
স্বার্থে লোভে দ্বন্দ্বে দ্বেষে রচিয়াছি মরণের কূপ।
এস ঋষি সত্যদ্রষ্টা দেশ-মুক্তি-যজ্ঞের ঋত্বিক্,
বিভ্রান্তে দেখাও পথ, মাতৃমন্ত্রে কর হে নির্ভীক।
প্রতাপ, মহেন্দ্রে আনো জীবানন্দ, দেবী চৌধুরাণী,
তব দৃপ্ত সুত সুতা হরুক এ নির্জ্জীবের গ্লানি।
বীর্য্যবন্ত কল্পনায় বীর্য্যবান শ্রীকৃষ্ণ বিরাট
বিমুক্ত করিয়া তুমি দেখাইলে স্বপূর্ণ স্বরাট্।
সে-পুরুষ মহীয়ান্ নারীচিত্ত বাঙ্গালীর চোখে
আবার উজ্জ্বলি' তোল শক্তি-ন্যায়-মহিমা-আলোকে
তুমি পূর্ণ শক্তিমান, শক্তিমান মানস সন্তান
গড়িলে যা ঘরে ঘরে আজি তাহা হোক মূর্ত্তিমান্।
বীর্য্য চাই, শক্তি চাই, চাহি বেগ, উন্মত্ত যৌবন,
চাহি দৃপ্ত মেরুদণ্ড, উল্লসিত উদ্দাম জীবন।
ন্যুব্জ কুব্জ ভীত ত্রস্ত দুর্ব্বল ও অলস বাঙ্গালী
তোমার জীবনমন্ত্রে প্রাণ-নৃত্যে উঠুক আস্ফালি'।

### বঙ্কিমচন্দ্র

এস দ্রষ্টা, এস স্রষ্টা, এস ত্রাতা, মুক্তির সাধক,
তোমারে আহ্বানি' আজ জ্বালি মোরা যজ্ঞের পাবক।
নেতৃহীন শক্তিহীন শান্তিহীন এ বঙ্গের ঘরে
সাহিত্যসম্রাট এস বঙ্গগুরু ন্যায়-দণ্ড-করে।

# অন্ধকারে

সন্ধ্যাবেলা আকাশ পানে আজকে আছি চেয়ে,
মন ভেসে যায়, প্রাণ ভেসে যায়, সুপ্তি আসে ধেয়ে ;
জীবন যেন লুপ্ত আমার ; বিপুল স্রোতে ভাসি,
অন্ধকার আর আলোর স্রোতে যাই রে ভাসি' হাসি'।
খণ্ড মেঘের ঢেউএ ভরা আকাশ সিন্ধু হেন
আঁধার-আলোর জোয়ার-ভাঁটায় নিত্য দোলে যেন।
অনন্ত কাল এ স্রোত বহে অনন্ত প্রাণ বহি'
অনন্ত জীব ডুব্‌ছে, আবার ভাস্‌ছে রহি' রহি',
আমার মতন,—নেইক বিরাম শ্রান্তি কোনো ক্ষণে,—
বৃক্ষ ভাসে, মানুষ ভাসে, পৃথ্বী, জীবগণে।

নেইক সাড়া ধরায় কোনো, এক নারিকেল-গাছ
মৃদুল হাওয়ায় দোলায় পাতা শূন্যতারি মাঝ !
একটি দু'টি কাকের আওয়াজ, নেইক রে আর কিছু ;
ব্যাধের মত আঁধার এসে শব্দ পিছু পিছু
করলে তারে শায়ক-হত ; স্তব্ধ দিশি দিশি,
কেবল আমি জ্যান্ত যেন, তাও যে রে যাই মিশি' !—
কে আনে রে মৃত্যু-পরশ—চিত্তে আমার লাগে ;
স্পন্দিত প্রাণ স্তম্ভিত হয় এ কার অনুরাগে !

শান্তি এ কি ? এ কি গভীর মৃত্যুরি বন্ধন ?
এ কি বিপুল প্রাণের সাথে প্রাণের আলিঙ্গন ?

অবোধ উদাস বুঝ্‌তে নারি এ কারি আহ্বান ;
টান্‌ছে আমায় উধাও খালি অন্ধকারের বান।
আকাশ-বুকে আঁধার-স্রোতে আজকে ভেসে যাই,
যাই রে ভেসে গভীর দেশে, বন্ধ বাধা নাই।
হে অন্ধকার, হে পারাবার, জীবন-কাণ্ডারী,
নাও টেনে নাও, নাও গো বুকে ; সইতে নাহি পারি
এই ধরণীর কঠোর মরুর দুঃখ-পেষণ-কারা ;
ক্ষতের 'পরে দাও গো প্রলেপ, শান্তি-সুধার ধারা।
সে শান্তি দাও, মৃত্যু যদি হয় গো তাহার রূপ,
তবুও তারে কর্‌ব বরণ, সে মোর জীবন-ভূপ।
দিনের আলোয় দুঃখ আনে, দগ্ধ তাহে আঁখি,
এস আঁধার স্নিগ্ধ কোমল, চক্ষে বুকে রাখি।
জুড়াও জীবন, হে অন্ধকার, নিবাও ব্যথার শিখা,
শান্তিরি দাও স্নিগ্ধ চুমা, মৃত্যুরি দাও টীকা।

# বাদল-সকাল

( গান )

আজিকে হৃদয়-মন খুলিয়া
প্রভাত-বাদলে তারে তুলিয়া
তরল আঁধার 'পরে রাখ রে।
রাখ রে সজল মেঘ-ছায়াতে,
নীরব নিথর ঘন-মায়াতে,
নীরবে চাহিয়া শুধু থাক রে।
দূর হ'তে শাদা ধোঁয়া আকাশে
আঁকিয়া বাঁকিয়া চলে বাতাসে,
ভিজা কাকে থেকে থেকে গুমরে।
কোথায় লুকাল রবি সভয়ে ?
আঁধারে বাদলে চলে বিজয়ে,
দিবসে রাতির ভীতি শিহরে।
আঁখি-পথে প্রাণ আসে ছুটিয়া,
শীতল বাদল-স্নেহ লুটিয়া
তৃপতি লভিয়া ফেরে গহ্বরে।
প্রভাতে আজিকে আলো-আঁধারে
বুকে বাঁধি' ধরারে ও ধারারে
যাও মরি,' আলোকে না জাগ রে !

# রবীন্দ্রনাথ

পূর্ব্বগগন মন্থন করি' জাগিল যে-রবি জ্যোতির্ম্ময়,
সাগর উতরি' প্রতীচী-আকাশে স্পর্শিল যার রশ্মিচয়,
যে ভণে চণ্ডীদাসের পীরিতি, উপনিষদের মৈত্রীগান
যার সঙ্গীতে হয়েছে মূর্ত্ত, ভারত-সত্য লভেছে প্রাণ ;
যে জানাল কত নিগূঢ় বারতা সহজ ভাষায় প্রকাশ করি,'
সত্য যে খোঁজে দেশে দেশে আর কালে কালে যেথা রয়েছে পড়ি' ;
যে বলিল, প্রেম পরম কাম্য নরে নরে আর দেশে ও দেশে ;
তেয়াগিল যেই রাজার উপাধি দেশের দুঃখে দারুণ ক্লেশে ;
প্রাচীন-ভারতমূর্ত্তি যে-জন আপন কাব্যে মূর্ত্ত করে ;
সাম্য মৈত্রী স্বদেশের-প্রেম যার সঙ্গীতে আপনি ঝরে ;
প্রাচীন-কাব্য-রীতি সনে যেই মিশাল সহজ কাব্য-রীতি ;
বঙ্গপ্রীতির সাথে সাথে যার আপনি আসিল বিশ্বপ্রীতি ;
দেশে যে দেখায় দেশের মূর্ত্তি, বিদেশে দেখায় বিশ্বরূপ ;
অন্যায়ে যে-ই বলে অন্যায়, মেনেছে কেবল বিশ্বভূপ ;
কোমল কান্ত গীতাবলি যার চণ্ডীদাসের গীতির পারা ;
বঙ্গভূমির সুধা-নির্ঝর যার গানে পেল লক্ষ ধারা ;
শ্রাবণের ধারা-সম যার গীত বঙ্গভূমিতে প্লাবন আনে ;
শারদ জ্যোৎস্না সম যার গান তপ্ত হৃদয়ে শৈত্য দানে ;

ব্যথাতুরা নারী যার সঙ্গীতে আপনার ব্যথা মূর্ত্ত ছাখে ;
শিশুগণ যার কাব্যে আপন খেলা আর হাসি ফুটায়ে রাখে ;
বিরহ মিলন দুঃখ যাতনা কাব্যে যাহার পেয়েছে রূপ ;
বর্ষা শরৎ রাত্রি দিবা ও ফাগুনের হাসি—রসের কূপ ;
সকলে যেথায় করিয়াছে ভিড়, ভিজা মাটী যেথা গন্ধ ছাড়ে ;
ঝরা ফুল আর পথহারা নদী জানায় বেদনা দুঃখভারে ;
ক্ষোভে স্নেহে প্রেমে হেরি যেথা মোরা মানবের বহু লক্ষ ছবি ;
তৃণ ও আকাশ অন্ধকারের লীলা ও বেদনা বুঝে যে কবি ;
সেই সে মহান্ সেই সে বিরাট্ সেই প্রতিভায় নমস্কার ;
বঙ্গপ্রদীপ হইয়া হরিল জগৎজোড়া যে অন্ধকার ।
প্রণাম প্রণাম, হে রবি মহান, পূর্ব্ব-গগন-উজলকারী,
রশ্মি যাহার পূরব হইতে হ'ল পশ্চিম-আঁধার-হারী ।

# শরৎ-মধ্যাহ্নে

( ১ )

আজি শরতের শান্ত মধ্যাহ্ন-বেলায়
ব'সে আছি কর্ম্মহীন, স্তব্ধ নিরালায়
আপনার গৃহ-মাঝে। বিমুক্ত তপন
ধরণীর স্নিগ্ধ অঙ্গে গাঢ় আলিঙ্গন
করিতেছে অনিবার। এ গৃহ আমার
স্বর্ণ-জ্যোতি তপনের তপ্ত-প্রেম-ধার
যতনে ধরিছে দেহে। ঘরে বসি' ভাবি—
আজি এ সুন্দর রৌদ্র নিখিলেরে ছাপি'
চলেছে কোথায়? আম্র-তরু-শিরে-শিরে
পত্রে পত্রে, তটিনীর তরঙ্গিত নীরে,
বনে ঘাটে নদীতীরে শত শূন্য ভরি'
প্রসারিত পৃথিবীর বক্ষ পূর্ণ করি'
দুলিছে মাতিছে আজি রৌদ্র-পারাবার!
হের বসুধার আজি উচ্ছল ভাণ্ডার!

( ২ )

এ মোহন মধ্যাহ্নের সুবর্ণ-বিভায়
বিগত-দিবস-স্মৃতি পরশিয়া যায়

আমার এ চিত্তে, চোখে। এই এ আলোকে
শত সুপ্ত আশা মোর জাগিছে পুলকে।
পশ্চাতে চাহিয়া দেখি—বিক্ষুব্ধ জীবন
প'ড়ে আছে উদাসীন—বেদন পেষণ
ক্ষণিক হরষে ভরা লুপ্ত লক্ষ দিন,—
কেহ দীপ্ত, কেহ ম্লান, কেহ দৃপ্ত, ক্ষীণ।
সম্মুখে চাহিয়া দেখি—কোন্ এক দ্বারে
বহিয়া এনেছি আজি চপল আমারে
উন্মত্ত আশায়। হানি সেথা করাঘাত,
কোন্ হর্ষ কি রত্নের লভিব সাক্ষাৎ?
বল বল, স্বর্ণরৌদ্র, এ কোন্ দুয়ার?
জীবনের অমৃত কি এখানে অপার?

# রণ-সঙ্গীত

[ ইতালীর জাতীয় গাথা ]

জাগো ভাই জাগো, জাগো হে বন্ধু হাজার হাজার,
বরিতে নবীন উজ্জ্বল যুগ হও আগুসার
চল দলে দলে, চল দৃঢ় পদে, নাহিক ভয়,
চল চল ত্বরা ন্যায়ের যুদ্ধে লভিতে জয়।
হৃদয়-শোণিতে কিনিব সে-জয় কাম্য অতি ;
এ সাগর হ'তে অপর সাগর জানাবে নতি।
এ সারা ইতালী জুড়িয়া আমরা সকলে ভাই,
এক ভাষা আর এক সুখ আশা, দ্বিতীয় নাই।

* *

যৌবন, ওহে যৌবন, তুমি মধুর প্রিয়,
হে সুন্দরের পরম বিকাশ, হে লোভনীয় !
তোমারি লীলার স্ফূর্তি এই এ ফ্যাসিষ্ট্-বল,
এ বল করিবে মুক্ত দেশের দাসের দল।

* *

এই বলে বলী জাগ্রত আজি স্বদেশ মোর
লাঞ্ছনা ক্লেশ আর না সহিছে দুঃখ ঘোর।
নবীন জীবনে জেগেছে আজিকে সুপ্ত দেশ,
গরীয়ান আজি মহীয়ান সে যে দৃপ্ত-বেশ !

জীবন-মশাল উজ্জ্বল করি' উচ্চে জ্বালো,
ঘুচিবে আঁধার, অভিযান-পথ হইবে আলো।
চল দৃঢ় ধীর চল সুস্থির শান্ত-গতি,
মুক্তি লভিবে তবে তো পূর্ণ শুদ্ধ-জ্যোতি।

* *

যৌবন, ওহে যৌবন, তুমি মধুর প্রিয়,
হে সুন্দরের পরম বিকাশ, হে লোভনীয়!
তোমারি লীলার স্ফূর্তি এই এ ফ্যাসিষ্ট-বল,
এ বল করিবে মুক্ত দেশের দাসের দল।

* *

পরিখা-গহ্বরে রজনী জাগিয়া কাটিয়া পথ
গুলির দাহন দলিয়া চলিব, কে করে রদ?
বহিয়া বহিয়া পতাকা আমরা চলিব দ্রুত,
সমর-ঘূর্ণী মথিয়া বহিব পতাকা পূত;
বিজয়-লক্ষ্মী লবেন পতাকা—দণ্ড তাঁর;
মানুষ আমরা মানুষের মত দুর্নিবার।
মোদের ইতালী ইতালী বলিছে—"কর রে রণ'
ইতালীর নামে লড়িয়া জিনিব দুর্দ্দমন!

* *

যৌবন, ওহে যৌবন, তুমি মধুর প্রিয়,
হে সুন্দরের পরম বিকাশ, হে লোভনীয়!
তোমারি লীলার স্ফূর্তি এই এ ফ্যাসিষ্ট্-বল,
এ বল করিবে মুক্ত দেশের দাসের দল!

# দুঃখানন্দ

দুঃখের গভীর ব্যথা এ চিত্তে আমার
আজি যেন পরিপুর্ণ হর্ষ-পারাবার !
সমুখে মানুষ যায়—হাসে, গলাগলি ;
বিবাহ-সানাই শুনি, শিশুর কাকলি,
বন্ধুজন-হাসাহাসি, উচ্চ আলাপন ।
আমি স্তব্ধ ব'সে রই, একান্ত আপন
একান্ত নিবদ্ধ হ'য়ে উঠিছে ঘনায়ে
মোর ব্যথা বক্ষে মোর ; আলোকে ও বায়ে
ঘটেনি প্রকাশ তার ; নাহি কোনো নর
সে-বেদনা যেচে নিয়ে করে লঘুতর ।
আমার বেদনা তার গর্ভে মধু দেওয়া ;
গরলে অমৃত রচে,—কাঁটা-ঘেরা কেয়া !
দৈন্যে দুঃখে জাগা মোর যত অশ্রুজল
অন্তরে সঞ্চিয়া ঢালে নির্ঝর শীতল ।

# কর্ণ

[ কর্ণের জীবন আগাগোড়া ব্যর্থতায় ভরা। অর্জ্জুনের শরে যুদ্ধক্ষেত্রে কর্ণ নিপতিত হইলে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে জানান যে, কর্ণ তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। ইহাতে শোক-বিহ্বল হইয়া অর্জ্জুন তৎক্ষণাৎ কর্ণের মাথা আপনার কোলে তুলিয়া লইয়া তাঁহার পরিচর্য্যা করিতে থাকেন। অর্জ্জুনের কোলে কর্ণ বিলাপ করিতেছেন। ]

কর্ণ

কে রে ? কার স্পর্শ পাই ?—দুর্য্যোধন ? দুর্য্যোধন বুঝি !
এস ভাই, কর্ণ হত প্রাণপণে তব তরে যুঝি' !
এস সখা ! এস মিত্র ! লহ শেষ বিদায় আমার !

অর্জ্জুন

দুর্য্যোধন নহি ভাই, আমি পার্থ অনুজ তোমার।

কর্ণ

এঁ্যা ! এঁ্যা ! পার্থ ! পার্থ হেথা—দেখি দেখি—বটে তো অর্জ্জুন।
কি সংবাদ চিরদ্বন্দ্বী ? শত্রু তব রিক্ত-ধনু-তূণ
মৃতপ্রায় ! আর কেন ?

অর্জ্জুন

ক্ষমা কর মোরে, সহোদর ;
জ্যেষ্ঠ মোর, ভ্রাতা মোর, অপরাধ করেছি বিস্তর।

কর্ণ

সহোদর ? জ্যেষ্ঠ তব ! শত্রু-জনে এ কি সম্ভাষণ !
তুমি অরি,—আমি অরি,—এই ভাই মোদের বন্ধন ।
জ্যেষ্ঠ আমি ? জ্যেষ্ঠ বটে ! আজ প্রাতে শুনিনু তাহাই ।
তুমি আমি সহোদর—সিংহে ব্যাঘ্রে,—শুনিনু বৃথাই ।
আজ প্রাতে, আগে নয়, শুনিয়াছি তোমারই জননী
আমার জননী সেও, জ্যেষ্ঠ আমি ; ধন্য মনে গণি ।
চিরদ্বেষী, চিরদ্বন্দ্বী, চিরঅরি সর্প ও নকুল
এক গর্ভ হ'তে এল, ভুল ভাই, বিধাতার ভুল !
কর্ণ অধিরথ-সুত অবজ্ঞাত,—সেই ছিল বেশ ;
অরি-হাতে হ'নু হত সেই ভেবে মুছে যেত ক্লেশ ।
বড় ব্যথা, বড় ক্লেশ ! পদ্মাবতী ! বৃষকেতু নাই ?

ভাই, ভাই, কেঁদো নাকো, ধৈর্য্য ধর, শান্ত হও ভাই !

কর্ণ

শান্ত হব, ভেবো নাকো ; ঐ হোথা ডুবে দিন-স্বামী
তপন জনক মোর চিরারাধ্য !—যাই পিতা আমি !
শান্ত হব, যাব ভাই, মহীতলে তুমি রবে বীর
দ্বন্দ্বীহীন দম্ভী দৃপ্ত !—মৃত্যু মোর নহে যে সুস্থির !
না, না, ভাই, ক্রোধ নাই, দ্বেষ নাই, হিংসা নাই আর,
আমি তব জ্যেষ্ঠ ভাই, তব শুভ ইচ্ছি বার বার ।

মৃত্যু আসে, শান্তি আসে, জানি ভাই মুদিব নয়ন ;
দু'টি কথা ব'লে যাই, দু'টি কথা —হৃদয়-বেদন !

অর্জ্জুন

ব্যথিও না আপনারে, ছাড় খেদ, ছাড় সহোদর ।

কর্ণ

খেদ, ভাই, খেদ বটে, বড় খেদ, কহি পর-পর,—
বড় ব্যথা, বড় দুঃখ জ'মে আছে, ঢেকে আছে বুক ;
পার্থ ধীর, ভ্রাতা মোর, তব পাশে নামাই সে দুখ ।—
যে-ব্যথা বলিনি কারে সে ব্যথা আজিকে ব'লে যাই ;
ধরণী দিল যে-ব্যথা, ধরণীতে রেখে যেতে চাই ।
পার্থ ভাই, ভেবে দেখ—অবহেলা, ঘৃণা, অপমান
শৈশব হইতে পেনু নিতি আমি মানবের দান,—
ব্যর্থতা বিপুল শুধু পদে-পদে নিঠুর ব্যর্থতা ;
কীর্ত্তি-শৈলে উঠি—পড়ি, ঠেলে পদ গুপ্ত পিচ্ছিলতা !
শৈশবে ত্যজিলা মাতা লজ্জায় গোপনে অবজ্ঞায় ।
কৈশোরে যখন প্রাণ মুঞ্জরিল বীরত্ব-ব্যথায়
অস্ত্র-গুরু দ্রোণ পাশে মাগিলাম অস্ত্রের শিক্ষণ,
দিলা গুরু প্রত্যাখ্যান, রাধা-সুতে ফিরাল বদন ।
গেনু জামদগ্ন্য-পাশে—অস্ত্রশিক্ষা লভিনু অপার ;
ক্ষত্র নহি জানি' গুরু দিলা শাপ, দিলা তিরস্কার,

শাপ দিলা—দ্বন্দ্বী-মুখে ব্যর্থ হ'বে তোর বাণ-বল।
দুর্জ্জয় এ চিত্তে তবু কোনো ব্যথা করেনি দুর্ব্বল।
দুর্ব্বার এ বীর্য্য-তেজ আপনাতে সম্বরিতে নারি'
ছুটে গেছি দম্ভী দৃপ্ত—যে-দিন নিপুণ-অস্ত্রধারী
জিনিলে সবারে তুমি পরীক্ষায় করি' সবে ম্লান,
আমি প্রতিদ্বন্দ্বী তব গেনু সেথা, বীর্য্য-অভিমান
ফোলে বক্ষে ; অধিরথ-সুত জেনে দিলা সবে গ্লানি,
দুর্য্যোধন নিজ গুণে হীন কর্ণে করি' দিলা মানী।
অগ্রসরি' গেনু আমি দেখাইতে অস্ত্রের কৌশল,
বার্ত্তা এল—কুন্তী-পীড়া, সঙ্গে ভঙ্গ হ'ল সভাস্থল!
ব্যর্থ শিক্ষা অভিলাষ ব্যর্থ আশা, পেনু বড় ক্ষোভ।
বড় ব্যথা, আজো বাজে সমাজের অবিচার-কোপ।

অর্জ্জুন

থামো, ভাই, থামো, থামো, গত দুঃখ গত হ'য়ে যাক!

কর্ণ

গত দুঃখ গত হবে! ব্যথা তার থাক, ভাই, থাক,
করুণার তরে নয়,—কেবল কর্ণের পরিচয়—
ভাগ্য-সনে দ্বন্দ্ব তার, ব্যর্থতারে দিতে পরাজয়।
আরো আছে—আরো ব্যথা, শোনো, পার্থ, অন্তর-যাতনা,
দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরে হাসি পেল হেরি' বীরপনা

বীর্য্যহীন ক্ষত্রিয়ের, লক্ষ্যভেদে হ'নু অগ্রসর,
দ্রৌপদী লাঞ্ছিল মোরে, অধিরথ-সুতে নাহি বর
বরিবে সে কভু,—ব্যর্থকাম, ব্যর্থশক্তি, ব্যর্থ-আশ,
অপমানে অবজ্ঞায় পুড়ে ম'ল উচ্চ অভিলাষ !—
পিঞ্জরে আবদ্ধ ব্যাঘ্র নিষ্ফল আক্রোশে যথা মরে
সম্মুখে হেরিয়া তার মুক্তিনাশী অতি ক্ষুদ্র নরে !

অর্জ্জুন

সে দুঃখের ভারে, ভাই, বাড়ায়ো না আজিকার ভার ;
মানুষ ভাগ্যের শিশু, ক্রীড়ণক দুঃখ-যাতনার।

কর্ণ

আজি প্রাতে শোনো, ভাই, তপনে বন্দিয়া প্রাণ ভরি'
প্রতিজ্ঞা করিনু দৃঢ় - দৃঢ় বলে আজ মারি' অরি
দর্পী পার্থে, নিষ্কণ্টক করি পথ ; কর্ণ-জয়-গান
ধ্বনিয়া রণিয়া আজ দিকে দিকে বাজাই বিষাণ !
সহসা কুন্তীরে হেরি—নতমুখী, মুখে মাখা ব্যথা
স্নেহশীলা ধীরে ধীরে জানাইলা সে বজ্র-বারতা
আমি কর্ণ পুত্র তাঁর—নিমেষে টুটিল অন্ধকার !
চিত্তে মোর একসাথে বেজে গেল হর্ষ হাহাকার !
দুর্জ্জয় জয়ের বহ্নি ম্লান হ'ল, নিবে নিবে যায়,
এ নব বিচিত্র সুখে, জননীর স্নেহের বাত্যায়।

দুর্দ্দম বাসনা মোর অরিন্দম প্রতিজ্ঞা দুর্ব্বার
মন্ত্রবদ্ধ সর্প-সম ব্যর্থ রোষে ফোলে অনিবার।
চ'লে আসি রণাঙ্গণে ;—ভিক্ষা-আশে আসিলা ব্রাহ্মণ,
মাগিল কঠোর ভিক্ষা, মাগিল সে জীবনের ধন—
শেষের সহায় মোর আত্মরক্ষী কবচ-কুণ্ডল।
দিনু তাহা ; আশা শেষ, দিনু ভাই জীবন-সম্বল !
তবু হেরিয়াছ, ভাই, এ কর্ণের অক্লান্ত প্রতাপ,
প্রচণ্ড প্রবল শক্তি ;—হায়, হায়, মৃত্তিকার চাপ
গ্রাসিল রথের চক্রে, আনায়ে পড়িল সিংহ বাঁধা !
সনাতন সেই দুঃখ, সনাতন ব্যর্থতার বাধা
পদে পদে এল কাছে, পদে পদে পরা'ল শৃঙ্খল ;
আমি বিধাতার শাপ, কীর্ত্তিহীন, জীবন নিষ্ফল !
জননী ভাসায়ে দিল অবজ্ঞায়,—ভেসে ভেসে আসি
অবজ্ঞা-উপলে পিষ্ট, স্নেহহীন, ব্যর্থ-উচ্চ-আশী।
পুত্র হ'য়ে মাতৃত্যক্ত, বীর হ'য়ে সুনির্ম্মল খ্যাতি
লভিনিক, চিত্ত-আশা চিত্তে লয়, গর্ব্ব আত্মঘাতী।
আমি এনু ধূমকেতু প্রয়োজন-হীন আলো লয়ে'
আকাশের ব্যর্থ সৃষ্টি—তপনে চন্দ্রেতে যবে বহে
অজস্র আলোর স্রোত তারায় তারায়। তুমি ভাই,
বীর বটে, বংশগর্ব্বী, শুভ্র-খ্যাতি, কোনো গ্লানি নাই !
জয়ী তুমি, তৃপ্ত তুমি, বীরত্বের দেখালে ব্যঞ্জনা ;
আমি পেনু অনাদর, অভিশাপ, ব্যর্থতা, গঞ্জনা !

হীনতা, দীনতা, লজ্জা উচ্চ শির করিয়াছে নত ;
জ্যেষ্ঠ বটে শ্রেষ্ঠ নই, কীর্ত্তি নাই বলিবার মত !
কর্ণ নাম মুছে যাক খেদ নাই ;—শুধু অনুরোধ—
তুমি মনে রেখো মোর এ লাঞ্ছনা অপমান-বোধ
শত্রু নয়, দ্বন্দ্বী নয়, ভ্রাতা ব'লে মনে দিও ঠাঁই ;
ধরণীতে যা হ'ল না স্বর্গে হবে—রব ভাই ভাই।
আর নয়, বড় ব্যথা, যাই ভাই, ভেঙে যায় বুক !
পার্থ, ভাই, আশীর্ব্বাদ করি তুমি লভ চিরসুখ।

# শীতের রৌদ্র

স্নিগ্ধ রৌদ্র বিকশিত জ্বলন্ত যৌবনে
সুনীল অম্বর ব্যাপি' অনন্ত ভুবনে
মেলিয়াছে দীপ্তি তার। হিম-ক্লিষ্ট গাছে
বিথারি' আপন অঙ্গ নিজ বক্ষ-মাঝে
টানিছে এ তপ্ত সুখ পত্র-পাত্র ভরি'।
তৃণ জাগে দীর্ঘ শিরে ; শত সৌধ 'পরি
আলোক সুদৃপ্ত তৃপ্ত সুশুভ্র মোহন—
বিশ্বের অন্তর হ'তে ক্ষরিত জীবন—
জয়ফুল্ল সম্রাটের সমান বিভায়
দাঁড়ায়ে রয়েছে শান্ত-সৌম্য মহিমায়।
এ যে ক্লিষ্টা ধরণীর পীড়িত শিয়রে
বিশ্বের অমৃত-প্রাণ অভয় বিতরে !
কি উগ্র আগ্রহে হর্ষে, হে বিশ্ব মহান্,
এ ভুবনে রৌদ্র-স্নেহ করিতেছ দান !

# বাতায়নে

এক বাতায়নে দেখি শুভ্র-মেঘ-চূড়া—
কেশর বিস্তারি' যেন এক সিংহ বুড়া
মাথা তোলে ধীরে ধীরে। অন্য বাতায়নে
ছিন্ন মেঘ লঘু অতি, ত্বরিত-গমনে
চলে দিকে দিগন্তরে মাপিয়া দেখিতে
আকাশের নীল ব্যাপ্তি। হোথায় চকিতে
অন্য বাতায়নে হেরি—উদ্‌গারিছে ধূম
প্রকাণ্ড কলের চিম্‌নি—যেন ত্যজি' ঘুম
যুদ্ধে রত কুম্ভকর্ণ লভিয়া প্রহার
অবিরাম ফেলে শ্বাস কৃষ্ণ-বাষ্পাকার।
অন্য বাতায়নে হেরি—ত্রিতলের ছাদে
এক কাক ঘন ঘন ডাকে, যেন কাঁদে।
শব্দে রূপে বিচিত্র এ জীবন্ত ভুবন
চলিয়াছে, কিন্তু কেন, কিবা প্রয়োজন?

# যৌবন-বন্দনা

নম   যৌবন, শৌর্য্য-সূর্য্য, নম নম নির্ভয়,
নম   হে দৃপ্ত শক্তিক্ষিপ্ত, নম নম দুর্জ্জয়,
নম   অন্যায়-পেষণ-দলন, নম হে দুর্ণিবার,
নম   বিপত্তি-কলুষ-হন্তা ভীতি-জেতা দুর্ব্বার,
নম   ভৈরব উন্মাদ শিব সশূল দিগম্বর,
নম   নর্ত্তন-মত্ত-চরণ রিক্ত-আড়ম্বর,
নম   মহাকাল রুদ্র ভয়াল ভীষণ দুর্দ্দমন,
নম   জঞ্জাল-জীর্ণতা-হারী সমেঘ প্রভঞ্জন,
নম   সমুদ্র চপল রুদ্র উত্তাল বেগবান,
উদ্দাম স্রোতে বিপুল বিঘ্ন ভাঙি' পড়ে খান খান,
নম   ক্রন্দন-বিজয়ী বেদন-বিমুখ মহোল্লাস,
দৈন্য-দুঃখ-শঙ্কা-হরণ অন্যায়ী-পাপী ত্রাস,
নম   যৌবন শৌর্য্য-সূর্য্য, নম নম নির্ভয়,
নম   দুর্দ্দম-শক্তি-আধার, নম নম দুর্জ্জয়।

---

# ভারতচন্দ্র

[ অন্নদামঙ্গলের "শিবনামাবলী"র ছন্দের অনুকরণে

জয় কবীশ ভাস্বর,
গুণী অনশ্বর,
চিত্রকরেশ্বর,
শিল্পীবর।
জয় বিচিত্র-ছন্দক,
বিচিত্রবাদক,
সুকীর্ত্তি ভালক,
গুণাকর
জয় শিবানুবর্ত্তক,
কুলিশ-ভাষক,
প্রফুল্ল-হাসক,
নৃত্যপর।
জয় পীযূষ-ভাষণ,
কাঠিন্য-নাশন,
উজ্জ্বল-ভূষণ,
শুভঙ্কর॥

জয়   জড়ত্ব-শায়ক,
ছন্দ-বিধায়ক,
নব্য নিয়ামক,
শক্তিধর ।
জয়   পিণাক-টঙ্কৃত,
মৃদঙ্গ-ঝঙ্কৃত,
সঙ্গীতালঙ্কৃত,
কাব্যকর ॥
জয়   প্রতিভা-আলয়,
দিবাকরোদয়,
শশীসুধাময়,
দৈন্যহর ।
জয়   গউড়-গৌরব,
অশেষ-সৌরভ,
যুগে যুগে সব
মুগ্ধ কর ॥

# গৌতমের গৃহত্যাগ

স্তব্ধ আষাঢ় পূর্ণিমা রাত নিথর নিঝুম—করছে সাঁসাঁ!
কোন্ অতলে তলিয়ে গেছে ধরার ধ্বনি, ধরার ভাষা!
শান্তি নিবিড়, শান্তি অটল, শান্তি কঠোর মৃত্যু যেন!
কেবল ঝিঁঝির ডাক শোনা যায় বিশ্ব-প্রাণের রণন হেন!
কেবল চাঁদের চোখটা জ্বলে, তাও সে ক্ষণে পড়ছে ঢুলে'।
মত্ত মানুষ ধরায় আছে—একথা মন যায় যে ভুলে'।

চাঁদের আলোয় নিদ্রা ঝরে, নিদ্রা-নিবিড় জ্যোৎস্না-রাতি!
শুদ্ধোদনের রাজপ্রাসাদে জ্বলছে নাকো একটি বাতি।
স্তব্ধ পুরী,—হাস্যধ্বনি, বন্দনা-গান, নৃত্য, কথা,
মন্ত্রণালাপ, শঙ্খ-আরাব, নর্ত্তকীদের উচ্ছলতা,
আরতি-সাম,—সকল নীরব, সব ডুবেছে কোন্ গভীরে!
ঘরে ঘরে সুপ্ত জনের জাগছে আরাম-নিশাস ধীরে!
ধরার বুকে নেইক ধ্বনি, রাজপ্রাসাদে নেইক সাড়া!—
শয্যা'পরে কে ঐ নড়ে, কে ঐ নড়ে নিদ্রাহারা!
অগাধ ঘুমায় যশোধরা, বক্ষে ঘুমায় ছোট্ট ছেলে,
তারই পাশে গৌতম ও যে নিদ্রাবিহীন চোখটি মেলে'।
কি ব্যথা তার বাজছে বুকে? কিসের দুখে রাত্রি জাগে?

কি ভাবনায় ক্ষিপ্ত ও মন ? নিদ্রা কেনই তুচ্ছ লাগে ?—
দুখের ব্যথা, শোকের ব্যথা, দৈন্য-ব্যথা, জরার ব্যথা
ঐ বুকে তার ভিড় করেছে সব বেদন ও কাতরতা।
বক্ষে যেন বাণ লেগেছে ছট্‌ফটিয়ে উঠ্‌ছে পাখী!
নিদ্রা নাহি নিদ্রা নাহি, ব্যাকুল যুবক থাকি' থাকি'!

উঠ্‌ল যুবা, প্রাণ যে জ্বলে, বস্‌ল উদাস শয্যা 'পরে,
গুপ্ত বেদন আজকে ভীষণ ব্যাকুল করে চেতন করে!
জান্‌লা দিয়ে দেখ্‌ল যুবা আকাশ-গায়ে জ্বল্‌ছে তারা,—
অসীম দেশের আভাস দিয়ে ভাঙ্‌তে কি রে বল্‌ছে কারা ?
ঘুমায় শিশু দেখ্‌ল যুবা, আঁক্‌ড়ে তারে যশোধরা,—
একটি শিশু হেথায় সুখে, লক্ষ শিশু হোথায় ধরা
দুঃখে ক্লেশে পিষ্‌ছে নিতি, তাদের হোথা দেখ্‌বে কেবা ?
এই শিশুরি সমান মূঢ় রইল ধরায় অজ্ঞ যেবা,
পথ দেখাবে কে রে তারে, হাতটি ধ'রে তুল্‌বে তারে,
দুঃখ-ভরা জগৎ হ'তে লবে তারে দুখের পারে ?
ঝড় উঠেছে, ঝড় উঠেছে, ধরার সাগর দুল্‌ছে ঝড়ে,
মানুষ-তরী ডোবে ডোবে,—রাখ্‌বে কে তায় হালটি ধ'রে ?
বেদন-নত ভূতলশায়ী লক্ষ জনার ক্ষুব্ধ কানে
মুক্তি-অভয় কে দেবে রে ?—উঠ্‌বে সবাই সবল প্রাণে!
বাজে বাজে বিষম বাজে—বক্ষে ব্যথায় ডাঙশ হানে;
দাঁড়ায় যুবা শয্যা-পাশে, উদাস হেরে আকাশ পানে।

পুরীর পাষাণ-প্রাচীর ভেদি' ডিঙিয়ে এসে সুখ-নিগড়ে,
জায়ার প্রীতি ছাপিয়ে ঢেকে, নর্ত্তকী-গান চূর্ণ ক'রে,
কেমন ক'রে সকল ব্যথা ঐ বুকেতে লাগ্‌ল এসে ?—
গোপন ব্যথা, গোপন কাঁদন এল কি হায় হাওয়ায় ভেসে ?
পায়নি কি ঠাঁই, পায়নি রে বাস এই এ যুবার বক্ষ বিনে ?
হাজার হাজার বরষ ধ'রে খুঁজ্‌ছিল কি রাত্রে দিনে
এই বুকেরি শীতল আবাস ? বুকটি আজি কেন্দ্র সম
সব বেদনা আঁকড়ে ধরে,—নমনীয় পরম কম !
চোখ ছেপে তার অশ্রু আসে, বুক ছেপে তার কাঁদন দোলে,
বেদন-উতল দাঁড়িয়ে যুবা নিথর নিশার শান্ত কোলে !
যৌবন এই, প্রেমের লীলা, যশোধরার মধুর হাসি,
এই যে দোঁহার অটুট বাঁধন—জরায় সবি ফেল্‌বে গ্রাসি' ;
যশোধরার দীপ্ত রূপে জরার আঁধার ফেল্‌বে ছায়া,
এই যে সবল শক্ত আমি নুইয়ে যাব কুব্জ-কায়া !
মৃত্যু শেষে আস্‌বে কঠোর, টান্‌বে ধ'রে সবার কেশে ;
কেউ রবে না, কেউ পারে না জিন্‌তে তারে সর্ব্বনেশে !
হাসে মানুষ হর্ষ করে, জানে না সে হাসির পিছে
লুকিয়ে আছে বিষম কাঁদন, সুখ যা বলে সে যে মিছে !
সেই কাঁদনের বেদন পিয়ে বেদন-জয়ী মুক্তি-গাথা
কে দেবে রে ক্লিষ্ট ধরায়, কে হবে রে ক্লেশের ত্রাতা ?
জাগ্‌ল যুবার ক্লিষ্ট মনে শায়ক-বেঁধা সেই সে পাখী,
জীর্ণ বুড়ার নুইয়ে চলা, বস্ত্রে শবে নে যায় ঢাকি' ।—

গিরগিটি খায় পিঁপ্ড়ে ফড়িং, গিরগিটিরে সাপ সে গিলে,
সেই সাপেরে কাম্ড়ে খেল দৌড়ে এসে একটা চিলে ;
মানুষ মারে ছাগ ও মাছে,—এই ত ধরা !—হিংসা-নীতি
চল্‌ছে কঠোর ; নেইক দয়া, নেই করুণা, নেইক প্রীতি !
এই ত জগৎ মিথ্যা বিপুল—জগৎ বিরাট মিথ্যা ঘেরা,
চাই আলো চাই, চাই রে আলো, আঁধার বড়, আঁধার ডেরা !
কে ঘোচাবে এ হিংসা-দ্বেষ, কে তাড়াবে নির্দ্দয়তা ?
ব্যাকুল যুবা কক্ষে ঘোরে, বক্ষে জমে ব্যাকুল ব্যথা।

এই তো রাতি, এই অবসর, তারায় চাঁদে বল্‌ছে মোরে—
বেরিয়ে পড়ো বেরিয়ে পড়ো, আর কি সুযোগ পাবি ওরে ?
হয় মিশে থাক্ মিথ্যা মায়ায়, প্রিয়ার প্রেমে থাক্ রে মিশি' ;
নয় চ'লে আয় জগৎ-বুকে, এই ত সুযোগ—নীরব নিশি !
হেথায় মুকুট, স্বর্ণ-আসন—হোথায় ধূলি কাঁকর-ভরা ;
হেথায় বিলাস, নর্ত্তকী-গান—হোথায় রোদে পুড়্‌ছে ধরা ;
হেথায় স্নেহ-শীতল গেহ—হোথায় মানুষ জ্বল্‌ছে তাপে ;
হেথায় সেবা ব্যগ্র অশেষ—হোথায় দুখে দল্‌ছে দাপে ;—
কোন্‌টা নিবি কোন্‌টা নিবি ?  তারায় তারায় যে জিজ্ঞাসে—
হবি রাজা না ভিখারী ?—দাঁড়াব ভাই সবার পাশে !
দুর্ব্বলেরি বক্ষ দ'লে ঘুরবে না মোর রথের চাকা,
শোণিত-আশী রাজ-তরবার এই পুরেতেই থাকুক ঢাকা।

দুর্ব্বলেরে বল দেবো রে, দুখীর হব সুখের কামী,
মুছিয়ে শোণিত দান্‌ব অভয় আমি আমি এই এ আমি।
রাজ-আভরণ নয়ক আমার, ছেঁড়া কাপড় অঙ্গ-ভূষণ ;
শয্যা কোমল বিঁধ্‌ছে গায়ে, ধরার ধূলি আমার শয়ন ;
রাজপ্রাসাদের শীতল ছায়ায় আমার নিবাস নয় রে নহে ;
পথের পাশে, রোদের তাপে, গাছের তলায় নিবাস রহে।
রাজার শাসন, বিধির শাসন, পুরোহিতের শাসন যত—
মুছ্‌ব আমি সকল শাসন, মুছ্‌ব আমি সকল ক্ষত।
ঐ আসে রে ঐ আসে রে, ঐ যে শুনি কাতর ধ্বনি,—
পুত্রহারা কাঁদ্‌ছে শোকে হারিয়ে তাহার বুকের মণি !

নিদ্রাবিধুর যশোধরা দীর্ঘশ্বাসে ফির্‌ল পাশে,
থম্‌কে দাঁড়ায় ব্যাকুল যুবা, বক্ষ তাহার কাঁপ্‌ল ত্রাসে !—
হায় রে নারী, হায় মোহিনী ! আমায় তুমি বাঁধ্‌লে ডোরে,
অঝোর দিলে প্রণয়-প্রীতি, কিন্তু তবু বুক যে পোড়ে।
পুত্র দিলে শ্রেষ্ঠ যা সুখ, তবুও ব্যথা ঘুচ্‌ল না যে ;
সব স্নেহ-প্রেম ছাপিয়ে, প্রিয়া, এ কোন্‌ ব্যথা বক্ষে বাজে !
একলা তোমার থাক্‌ব শুধু ?—কর কর আমায় ক্ষমা,
বিপথ মাঝে কাঁদ্‌ছে যে নর, বুঝ্‌বে নাকি, অনুপমা ?
সবায় আমি চাইছি প্রিয়া, তোমায় আমি ছাড়্‌ছি নাকো,
সবায় পেয়ে তোমায় পাবো, ঘুমাও প্রিয়া, শান্ত থাকো।

জগৎ-জনে কর্‌ছে যে ভিড়—এই এ বুকে আস্‌ছে সবে ;
সবায় সেথা দেবো নিবাস, সবার সাথে তুমিও রবে !
একটি চুমা তোমার মুখে, একটি চুমা শিশুর মুখে,—
এই নিয়ে আজ দাও গো বিদায়, বেরিয়ে পড়ি দুখের বুকে ।
দুখের মাঝে দুঃখে বুঝে দুঃখ হ'তে নিঙ্‌ড়ে সুধা,
হর্‌ব আমি সবার দুখে, মিটিয়ে দেবো সবার ক্ষুধা ।

মৌন দাঁড়ায় ক্ষুব্ধ যুবা, জায়ায় হেরে পুত্রে হেরে,—
যায় বড় সাধ আঁক্‌ড়ে ধরে দুইটি জনে বাহুর বেড়ে ।
হাত সে বাড়ায়, আবার গুটায়,—না, না, একি ! আবার মায়া ?
হেথায় দুটি, হোথায় কোটি মানব যে রে দগ্ধ-কায়া ;
যাই চ'লে যাই, যাই চ'লে যাই, যাচ্ছি আমি, শোনো শোনো,—
দুঃখী ওগো, ব্যথিত ওগো, আর ভাবনা নাইক কোনো ।
পাওনি প্রীতি ? পাওনি দয়া ? আমি সবায় প্রেম বিলাব,
প্রেমের আলোয় প্রেমের সুধায় দুখ মুছাব, শোক তাড়াব ।
রাজার ছেলে রাজ্য নিয়ে শাস্‌ব সবায় ঘুরিয়ে আঁখি—
এই কি রে সুখ !—হায় অভাগা !—প্রেম দিয়ে যে রাখ্‌ব ঢাকি' ।
ব্যথায় দেবো দরদ-মধু, বিপথ হ'তে আন্‌ব পথে,
মুক্তিবাণী শুনিয়ে দেবো,—বাঁচ্‌বে মানুষ শঙ্কা হ'তে ।
সুপ্ত থাকো, তৃপ্ত থাকো, যশোধরা, আমার প্রিয়া,
কিন্‌লে তুমি এই যে হিয়া, সবার হ'তে দাও এ হিয়া ।

স্তব্ধ আবার দাঁড়ায় যুবা,—আকাশ পানে আবার দ্যাখে,—
দিক্-ভোলানো চাঁদের আলো ডাকে যেন ঐ যে ডাকে!
অবাধ অঝোর দিকে দিকে চাঁদের আলো কেবল হাসে,—
মুক্তি আছে, মুক্তি পাব, হৃদয় ভরে কী উল্লাসে!
যাই অসীমে, যাই অশেষে, নেইক রে আর বাঁধা-ধরা,
বক্ষে তুফান দু'কূল ছাপে,—এ যে বাঁধন-চূর্ণ-করা!

দ্বার খুলে' যায় বেরিয়ে যুবা, বিপুল নিশা হাওয়ার ভরে
ডাক্‌ল যেন। দাঁড়ায় যুবা। আবার সে যে ফির্‌ল ঘরে।
ঐ না নড়ে যশোধরা!—ঐ যে শিশু, আহা!—আহা!
ছাড়্‌ব এদের? চির জনম? কেমন ক'রে সইব তাহা?
কক্ষে ঘোরে আবার যুবা, লাগ্‌ল গায়ে নিশার হাওয়া,
ডাক্‌ল পেচক প্রাসাদ-শিরে, রাত বুঝি নেই? হয় না যাওয়া!
ছাদের 'পরে বেরিয়ে যুবা হের্‌ল আকাশ—নেইক সীমা;
মৌনা নিশীথিনীর বুকে শব্দ নাহি—অচল ভীমা!
অসীম আলোর প্লাবন চলে—অশেষ আলো, উদার আলো!
এত আলোয় দুখ ঘোচে না? কেমন ক'রে মুছ্‌ব কালো?
বিশ্বে অসীম এই বিরাটে কি আমি কি কর্‌তে পারি?
আমার হিয়ার ক্ষুদ্র বাসে কতই আছে প্রেমের বারি?

ফির্‌ল যুবা, ফির্‌ল ঘরে, বস্‌ল ধীরে শয্যা-শেষে;
পার্‌ব নাকি? পার্‌ব নাকি? অশ্রুতে গাল যায় রে ভেসে!

আবার এল উতল হাওয়া—দুল্‌ল ব্যথার সাগর জোরে ;
কে রাখে রে ? কিসের মায়া ? প্রাণ যে আবার উঠ্‌ল ভ'রে ।
যুক্ত করে দাঁড়ায় যুবা যশোধরার চরণ-মূলে,
শেষ দেখা সে দেখ্‌ল প্রিয়ায়, দেখ্‌ল ছেলেয় দেখ্‌ল ভুলে' !
যশোধরার শয্যা ঘিরে' ঘুর্‌ল সে ধীর তিনটি বারে ।—
কেঁদো নাকো, ফির্‌ব আমি সবায় নিয়ে তোমার দ্বারে ।
যাই প্রিয়া যাই, যাই প্রিয়া যাই, বিদায় বিদায়, আসি আসি,
তোমায় আমি ভালোবাসি, জগৎ-জনে ভালোবাসি !

ঘর হ'তে সে বেরিয়ে এল, চাইল আবার আকাশ পানে ;
জগৎ তারে ডাক দিয়েছে ব্যথার টানে প্রেমের টানে ।

# ভাদরে

গুরু গুরু ডাকে মেঘ, ঝুরু ঝুরু জল
এমন বাদল-দিনে হৃদয় বিকল ॥
ছুটে ছুটে হাওয়া বয়, কড় কড় বাজ ·
হরষে চমকি' দেখি ছাড়ি' সব কাজ ॥
কালো কালো মেঘ-বুকে আলো জ্বলজ্বল
আকাশের সাথে মোর জ্বলে হৃদিতল ॥
ঘন ঘন পড়ে বাজ অদূরে দূরে ।
আঁখি ঝলসিছে বটে, হৃদয় পূরে ॥
এই এল ঝমাঝম, এই বা ধীরি ।
দোলায়িত দুখ সুখ হৃদয় ঘিরি ॥
কালো মেঘ সরে কভু—নীলের আভা ·
ভালো নাহি লাগে ধারা চপল-ভাবা ॥
ঢেকে ঢেকে আসে মেঘ কালোয় কালো
এই বড় ভালো ওরে এই ত ভালো ॥
ঝমাঝম ঝমাঝম কেবল বারি ।
পরাণের এত সুখ রুধিতে নারি ॥

ধোঁয়া-ধোঁয়া চারিদিক্ মাঠে ও গাছে
ওরে ধোঁয়া দে রে ছোঁয়া হৃদয়-মাঝে॥
ভ'রে গেছে ধরা জলে বাজে ও বাতে
এই ভরপূর খেলা হৃদয়ে মাতে॥
চেয়ে শুধু থাকি আজ শুধু দেখি জল;
শুধু শুনি গুরু গুরু মেঘ-কোলাহল॥
শুধু আঁখি থুয়ে রই জলের ধূমে।
পাতার নাচন দেখি ধারার চুমে॥
দেখি জলস্রোত ছোটে এঁকে ও বেঁকে
যেমনি তা কমে জল আসিছে ঝেঁকে॥
ভাদর-বাদর মোরে আদর করে।
তারি সাথে খেলা করি মনের ঘরে॥

# পুরুষ ও নারী

আমি পুরুষ জাগ্‌নু যখন সৃষ্টিযুগের কোন্ সে ক্ষণে—
হিয়ায় যেন গোপন ব্যথা
জাগ্‌ল নিরাশ আকুলতা,
সৃষ্টিকাজের শূন্য কি এক বুঝ্‌নু আমার প্রাণের কোণে;
বুঝ্‌নু যেন কি যেন নেই, কি যেন চাই প্রাণে-মনে।

আকাশ আলো ধূলায় তৃণে কি যেন নেই, নেই-ক যেন;
শক্তি আমার দীপ্তি আমার
চাইছে কি এক থাকার আধার,
একলা আমি! —নয়-ক তো ঠিক!—আর কিছু নেই? নেই-ক কে
স্তব্ধ নভে ক্ষুব্ধ চোখে দেখ্‌নু উদাস দীনের হেন।

হৃদয় ভ'রে কূলে কূলে জম্‌ল বেদন দিনে দিনে;
আমায় যেন চিন্‌তে নারি;
আমি যেন শূন্যে বারি,—
কে রাখে, কে ধরে—আমায়? উতল হ'নু কাহার বিনে?
আমার কাছে চিনিয়ে আমায়, আমায় লবে কেই গো চিনে

ধরার বুকে বেদন-বেগে ছুট্‌নু উধাও ক্লিষ্ট-কায়া,
মিট্‌ল নাকো বুকের তৃষা,
খুঁজ্‌নু উদাস, হারাই দিশা,—
কি চাই আমি ? তাই কি জানি ! সুখ চাহি কি ? কিসের মায়া ?
কি আছে গো, কে আছ গো ? তাপ যে বড় ! দাও গো ছায়া !

আমার বেদন এম্‌নি সেদিন আঁধার, আলো, বায়ুর স্রোতে
নিশাস রূপে আগুন রূপে
ঘুর্‌ল দিশি চুপে চুপে ;
মৌন কভু, কাঁদ্‌নু কভু—নেই পাথেয় প্রাণের পথে ;
পূর্ণ যে নই, নই যে সরস, রস কোথা পাই কোথা হ'তে ?

শক্তি ছিল দীপ্তি ছিল, তবুও যেন শক্তিহারা,
শূন্য ছিল প্রাণের মাঝে,
দুঃখ ছিল সকল কাজে ;
মুক্তি ছিল, তবুও তাতে পাইনিক সুখ—যেনই কারা !
চলন আমার আশা উছাস ছিল বেতাল ছন্নছাড়া।

হঠাৎ কবে দেখ্‌নু তোমায়, নারী, আমার কাম্যা নারী !
নয়ন 'পরে পড়্‌ল নয়ন,—
এই কি আমার বাঞ্ছিত ধন ?—
এই বাহুরি বল্লরী কি পতন-ঝোঁকা বৃক্ষটারি
হবে শরণ ? ঠিক দাঁড়াবে ? এরেই কি রে ধর্‌তে পারি ?

ওষ্ঠ তোমার কাঁপ্‌ল ক্ষণেক—পড়্‌ল ব্যথায় মধুব্রত
তোমার ভুরুর মোহন লিখা
নিবায় বুকের আগুন-শিখা,
স্বপন-মাখা ললাট তোমার জুড়ায় সকল আকুলতা,
গণ্ড দুটির নধর সুখে হারিয়ে গেল আমার ব্যথা !

চরণ ফেলে এগিয়ে এলে - সে চলা কী ছন্দভরা !
ক্ষিপ্ত আমার প্রাণের গতি
তাতেই পেল ছন্দ-যতি,
হাতের তব দোলন আমার দুল্‌ল বুকে সুধায়-ঝরা ;
কিন্‌ল আমায় তোমার আঁখি তোমার হাসি তিয়াস-হরা।

জিজ্ঞাসা কি কর্‌ব তোমায়, জানিই নাকো কেমন ভাষা !
কি বুঝাব বল্‌ব কিবা ?
রইল না মোর রাত্রি দিবা ;
অবাক্ হ'নু পুলক-মূঢ় দেখে তোমায়, তোমার হাসা ;
বাঞ্ছিতা মোর চিত্ত-স্বপন, পেলাম আশা, মিট্‌ল আশা।

একলা ছিলাম তাই চাহিলাম, এই কি আমার সেই সে চাওয়া
সেই চাওয়া কি মূর্ত্তি ধ'রে
আজকে দাঁড়ায় নয়ন 'পরে ?
বুঝ্‌নু মনে—সেই বটে সেই,—এবার হবে ছন্দে যাওয়া ;
এবার এল, এবার পেলাম সেই পাওয়া সে আশার পাওয়া।

মুখে মুখে চেয়ে চেয়ে দাঁড়িয়ে তুমি, দাঁড়িয়ে আমি,
ভ'রে ভ'রে ভর্‌ল হিয়া
তোমার রূপের রসটি পিয়া,
পিয়া চোখের অঝোর মধু জুড়িয়ে গেনু,—যায় সে নামি',
নেমে বুকের ফাঁকে ফাঁকে কর্‌ল ভরাট—অতলগামী।

এগিয়ে এলাম,—হাতখানি মোর তুল্‌লে তোমার কোমল হাতে ;—
বজ্র যেন পড়্‌ল বাঁধা,
থাম্‌ল যেন গোপন কাঁদা,
প্রাণ ছিল কি তোমার আশায় ? বুঝ্‌নু ছিলই এই আশাতে ;
এরই তরে উঠ্‌ত ফুলে' আকুল বেদন বুক-কারাতে !

শিরায় শিরায় খেল্‌ল তড়িৎ তোমার কোমল সেই পরশে,
ছিল যাহা গুপ্ত বেদন,
জাগ্‌ল সেথা সুখের কাঁপন,
আবেশ এল ঘুমের মত, মগ্ন হ'লাম কোন্ হরষে ;
বৃষ্টিধারা ঝর্‌ল যেন গ্রীষ্মে ধরার বুক নীরসে।

চোখে চোখে দেখ্‌ছি দোঁহে, আবার দেখি আবার দেখি,
তুমি পেলে আশার নিধি,
আমি পেলাম চায় যা হৃদি,
তুমি ভাবো—এই কি সে, সেই ? আমি ভাবি—এই কি, সে কি ?
হিয়ায় হিয়ায় জান্‌নু দোঁহে—এই তো রে চাই ! আহা ! একি !

জড়িয়ে দিলে আমার গায়ে তোমার বাহুর দুইটি লতা,
আমিও তোমা দুইটি করে
জড়িয়ে ধরি বক্ষ 'পরে,
বুকে বুকে বাজ্‌ল দোঁহার গুরু গুরু আকুলতা,
আমার বেদন চিন্‌ল তোমার বেদনটিরে, কইল কথা।

দেহে দেহের পরশ পেয়ে আশায় আশা যুক্ত বহে,
আমার আশা আমার উছাস
তোমার আশায় পেল নিবাস,
দুই আশা দুই ব্যাকুলতা জড়ায় নবীন পরিচয়ে,
দুই বেদনা তৃপ্ত হ'ল সুখের হরষ-বেদন লয়ে।

অধর 'পরে মিল্‌ল অধর—একটি চুমা আবেগ-ঢালা,
এক চুমুকে অধর দিয়ে
দোঁহার পরাণ দোঁহায় পিয়ে
দোঁহার আশা ঢাল্‌নু দোঁহায়, সে কী রে সুখ, জুড়ায় জ্বালা;
এক চুমোতে দোঁহায় বাঁধা; যুক্ত হ'ল ছিন্ন মালা।

পূর্ণ হ'ল সেই সে ক্ষণে সৃষ্টিকাজের গোপন ফাঁকা;
কোমল নীলে ছাইল আকাশ,
ছন্দ পেল সাগর, বাতাস,
রবির জ্যোতি ফুটল দ্বিগুণ, চাঁদের হাসি সুধায় মাখা;
পুরুষপাশে মিল্‌ল নারী— সৃষ্টিপটে শ্রেষ্ঠ আঁকা।

# বর্ষা-মিলন

ভাদরের অবিশ্রান্ত অশান্ত বর্ষণ
আজি এ প্রত্যূষে তোলে বিপুল প্লাবন
ধরণীর কক্ষে কক্ষে ; ব্যাপ্ত বক্ষে তার
শরণ লভেছে জল এধার ওধার
শত স্থানে। বসিয়া নির্জ্জন বাতায়নে
জলের উল্লাস হেরি প্রান্তরে প্রাঙ্গণে।
চেয়ে চেয়ে বাদলের ব্যাকুল ধারায়
ভেসে ওঠে এ নয়নে প্রশান্ত বিভায়
প্রিয়ার মূরতি মোর, দেখা নাহি যার,
অন্তরে যে জাগে ক্ষণে, ভুলি বারবার।
মনে হয়, সেও আজ চেয়ে জানালায়
বাদলে উদ্বেল চিত্তে হেরিছে আমায়
আপনি অন্তর মাঝে।
মনে মনে দেখা,
দূরে দূরে রহি, তবু নহি একা একা।

[ টেরেন্স ম্যাক্‌সুইনীর মুক্তি-গাথা ]

ভগবান্, মোরা করি অভিযান, এই অভিযান সর্ব্বশেষ ;
তুমি জান ইহা ন্যায় অভিযান, নাহিক ইহাতে মিথ্যালেশ।
তোমার আঁখির নিম্নে চালাও, দেখাও মোদের মুক্তিপথ ;
আনো আনো ত্বরা বিজয়-রথ।

ক'রো নাকো রোষ, এই অভিযান পুণ্যাভিযান, পুণ্যফল ;
বিঘ্ন-বিপদে ডরি নাকো যেন, মতি যেন রহে অচঞ্চল।
মরিতে শিখাও, মরিতে দাও।
কতক মরিবে, ভূমিতে লুটাবে, সে তো ভালে লেখা, জানি তো তাও ;
মরিয়া বিজয়-ধ্বজা উড়াও।

বহু বরষের যতেক বেদনা, যত বিভীষিকা, পাপের ফল,
মৃত সেবকের শোণিতের ধারা, জীবিত জনের চোখের জল
তোমারি চরণে নিবেদি আজ !
হারায়েছি যেই স্বাধীনতা মোরা তাহারে লভিতে দিলাম এই
জীবন মোদের, কামনা মোদের, শ্রেষ্ঠ যে দান, আর তো নেই।
দাও স্বাধীনতা, ঘুচাও লাজ ;
কৃপা করি', বিধি, মুছাও লাজ।

দ্যাখো হে মোদের হৃদয়ে বিরাজে পরের দলনে কত না দুখ ;
দাস যেবা তার কত না গোপন বেদনে নিত্য জ্বলিছে বুক ;
তোমারেই মোরা নিবেদি সব।
কত আশা এল হইল বিলীন, কত শঙ্কায় দুলিছে প্রাণ ;
ব্যথানত তবু হব না বিরত চালাতে নিয়ত এ অভিযান।
আনিব মুক্তি জয়বিভব।

জানি না মোদের ভাগ্যে কি লেখা, তবু চলি মোরা, ডাকে যে দেশ ;
দাও বল দাও, দাও হে সাহস, ঘুচাব দেশের অশেষ ক্লেশ ;
করিব দেশেরে মরণহীন।
মুক্তি-যুদ্ধে যারা রবে বেঁচে তাদেরে দানিও তব আলোক,
বিপদে তুমি যে সহায় মোদের, তুমি যে মোদের পরিচালক।
সদয় নয়নে দেখিও দেশেরে সর্ব্বদিন।
করিও দেশেরে পূর্ণ-বল,
মুক্ত, দৃপ্ত, সুখোজ্জ্বল।
মরিতে শিখাও, মরিতে দাও ;
মরি' সবে জয়-ধ্বজা উড়াও।

# ধরণী

ধরণী, ভরণী মোর জীবন-দায়িনী !
তৃণে পুষ্পে শস্যে অয়ি প্রাণ-প্রবাহিনী !
ধূলিময়ী মৌন মূক নিস্তব্ধ নিশ্চলা,
বিরাট মৃত্তিকা-পিণ্ড বিমূঢ়-বিহ্বলা,
অয়ি ধীরা, অয়ি স্থিরা, প্রশান্ত-অন্তরে
রেখেছ জীবন-বহ্নি ধূলি স্তরে স্তরে ।
কোটি কোটি জীবনের জাগ্রত অঙ্কুর
তব ঐ মূক গর্ভে রহে পরিপূর ;—
ধ্যানময় প্রাণময় গভীর সঞ্চয়—
সৃষ্টির সাগ্নিক শক্তি পোষিছ দুর্জ্জয় ।
ঐ স্নিগ্ধ ধূলিজাল জীবন-চঞ্চল,
ঐ মৌন মাটীস্তূপ সৃজনে উচ্ছল ।

পুষ্পে হাসিয়াছ তুমি, পর্ব্বতে উদ্দাম
প্রাণ-বেগে ঊর্দ্ধে উঠে শাসো অবিরাম ;
বিহঙ্গে মেলিয়া পাখা শূন্যে কর জয় ;
সমুদ্রে তোমারি প্রাণ বিরাট নির্ভয়
উদ্বেল উত্তাল ক্ষিপ্ত ভীম দুর্দ্দমন ;
বৃক্ষে তুমি শ্যামদ্যুতি নয়ন-শোভন .

মানবে প্রমূর্ত্ত তুমি জীবন-বিকাশ—
বিজয়ী করুণ দৃপ্ত সংযত প্রকাশ ;
শ্বাপদে হিংস্রক তুমি দুরন্ত-ভয়াল !
হে বহু-জীবন-ধাত্রী, করুণ করাল

আজি স্তব্ধ নিশীথের সুপ্ত অন্ধকারে
দাঁড়ায়ে নিরখি তোমা—এপার ওপারে
প'ড়ে আছ শব্দহীনা যেন নাহি প্রাণ,
সুপ্তি-স্বপ্নজাল-ঘেরা এক অবসান !
তুমি যে গড়িছ কোটি প্রাণ পলে পলে,
এ কথা যায় না জানা আজি সুপ্তি-তলে।
দাঁড়াইয়ে ধ্যানমৌনা শান্তা তব পাশে
হেরি একি—বক্ষ মোর ফুলিছে নিশ্বাসে,
হস্ত দোলে !—এ চেতনা এই প্রাণ-গতি
ছিল কি ধূলির গর্ভে এই পরিণতি ?
বাঁচিবার ধরিবার গ্রাসিবার লোভ,
ইচ্ছা-আশা-বাসনার এই যে বিক্ষোভ,
ছিল কোথা ?—ছিল ছিল ; মৃত্তিকার রস
এ মোর শোণিত-বিন্দু, মাটির হরষ
আমার এ প্রাণবেগ, ঐ ধূলিরাশি
মাংস মোর, মোর মাঝে উঠেছে উচ্ছ্বাসি'

ঐ ধীর স্থির ধরা আপাত-নিষ্প্রাণ।
তৃণ যথা তোলে মাথা মাটির পাষাণ
করি' ভেদ, সেইমত জাগিয়াছি আমি,
আমার সর্ব্বস্ব এই ধূলি-অনুগামী!
হে মাত ধরণী ধাত্রী, করি নমস্কার,
আড়ম্বরহীনা অয়ি জননী আমার!

দাঁড়াইয়ে সুপ্তিময়ী ধরণীর শিরে
ভাবি আজ, কি দিয়েছি কি দিয়েছি ফিরে
ও স্নেহের প্রতিদান? পেনু প্রাণ, দেহ,
অন্ন পাই, পাই ছায়া-সুশীতল গেহ,
জীবন আনন্দে চলে, মিটে প্রয়োজন,
সকল অভাব মোর দৈন্য অগণন।
আমি অকৃতজ্ঞ নর, জননীর ঋণ
শোধিতে নারিনু কণা, শুধু স্বার্থলীন!

৩

সহসা শুনিনু শান্তি ভেদিয়া ক্রন্দন
ওঠে কার,—আসে কাছে কে নম্র-বদন
শুভ্রবাস সাশ্রু-আঁখি, দেহ জরজর
বেদনার নির্দ্দয় প্রহারে, থরথর
হস্তপদ, স্থানে স্থানে শোণিতের লিখা
শুভ্র অঙ্গে, হোমাগ্নির স্বর্ণময় শিখা

ব্যথিত বিবর্ণ যেন সলিল-সিঞ্চনে।
"কে মা তুমি?"—জিজ্ঞাসিনু বিনম্র বচনে।

"আমি ধাত্রী, জন্মদাত্রী তোমার ভরণী,
আমিই ধরণী পৃথ্বী, সবার জননী।"

"ধন্য আমি ধন্য আজ—হেরিয়া তোমায়,
ঈপ্সিত-দর্শনা অয়ি, শোভা-সুষমায়
শ্যামকান্তি তুমি মাতা। একি হেরি আজ
ম্লানজ্যোতি হৃতরূপ!—কপোলের মাঝ
ও কি দগ্ধ ক্ষত! কি যাতনা তব, মাতা?"—
কহিনু বিস্ময়ে।

"ব্যথা কত বলি না তা,"
কহে মাতা সবেদন ভাবে—"সহি সব
অত্যাচার তোমাদের সব উপদ্রব।
আমার অন্তরে শত শ্রেষ্ঠ অভিলাষ
ছিল যত অনুপম আশা ও উল্লাস
সব দিয়ে গড়েছিনু তোমায়—মানবে,
আকাঙ্ক্ষা সার্থক হ'ল, মোর অনুভবে
দিলে রূপ সকল আশায় তুমি নর।
কিন্তু, বাছা, এ কি আজ প্রহারে জর্জ্জর

কর মোরে অবিরাম, অঙ্গ চিরি' চিরি'
করিছ কর্ষণ, ধর্ষণ-পেষণে ঘিরি'
বক্ষে মোর কাটো ক্ষত নির্দ্দয় আঘাতে ;
মোর শ্যাম-সুষমায় অত্যাচারী হাতে
করিছ বিলোপ ; মোর প্রিয় পশু-পাখী
আমারি সন্তানে তব হিংসাতীক্ষ্ণ আঁখি
সন্ধান করিছে নিত্য ক্ষিপ্ত বুভুক্ষায় ;
দলনে সুদক্ষ তুমি হিংস্রক লীলায়।
তোমারে গড়িনু যবে ছিল মনে আশা
সৃজন সার্থক হবে, সকল পিপাসা
পূর্ণ হবে শান্ত সুতে লয়ে। কিন্তু হায়,
এ কি ব্যথা, এ কি ক্লেশ, এ কি বেদনায়
আমারে পিষিছ নিত্য।"

—মুছিলা নয়ন

ব্যথাতুরা ধাত্রী ধরা। অব্যক্ত ক্রন্দন
বক্ষে ফুলে ওঠে তাঁর।

সুপ্ত অন্ধকারে
বিরাজে নিবিড় শান্তি স্বপ্ন-পারাবারে।

স্বপ্ন সম হেরিলাম জননীর মুখ,
স্বপ্নে শুনিলাম তাঁর অন্তরের দুখ।
স্বপ্ন-পারাবার-তীরে দাঁড়ানু উদাস,—
জননীর এ যাতনা হবে নাকি হ্রাস!
বেদনায় নম্র বক্ষে করি অনুভব
ধরণীর 'পরে মোর যত উপদ্রব।

# নিদাঘ-মধ্যাহ্ন

নিদাঘের মধ্যাহ্নের বিদগ্ধ বাতাস
শীতল আশ্রয় খুঁজি' ফেলিছে নিশ্বাস
দিকে দিকে। নারিকেল-পত্র-শীর্ষগুলি
দারুণ গ্রীষ্মের ক্লেশ বলে কাঁপি' তুলি'।
ডাকে কাক শুষ্ক স্বরে কাতর বিহ্বল ;
ধরণী চিলের কণ্ঠে প্রকাশে উচ্ছল
নিদাঘ-দাহন-ব্যথা।

যায় প্রাণ যায়—
এই আর্ত্ত রব আজ নরে মৃত্তিকায়
তৃণে ও শ্বাপদে যেন অগ্নি-রৌদ্র মাঝে
ফুকারিছে অবিরাম, চিত্তে মোর বাজে।
আকাশের মেঘ আজ পুড়িয়া নিঃশেষ—
হেথা হোথা প'ড়ে আছে যেন ভস্মলেশ।
এ কি দাহ! এ কি ব্যথা! এ কি বিশ্বরূপ
বরষা করুণা যার কোথা সেই ভূপ?

# রবীন্দ্র-বন্দনা

তিমির-গহন পূর্ব্ব গগন করি' মন্থন জ্যোতির্ম্ময়
দৃপ্ত দান্ত দীপ্ত কান্ত ঘোর দুরন্ত কে নির্ভয়
রশ্মি-শায়কে দীপ্তি-পাবকে বিনাশি' দৈত্য-অন্ধকার
পূত নির্ম্মল হেম-উজ্জ্বল জাগিল মহান্ নির্ব্বিকার ?
দশ দিক্ যার স্নেহসম্ভার লভি' বন্দনা করিছে গান,
ক্ষুদ্র ক্লিন্ন অধম খিন্ন জ্যোতির পরশে লুপ্ত-প্রাণ,
সুপ্ত গোপন সজাগ চেতন, অন্যায় শিরে হানিছে কর,
অজীবে জীবন, কলুষ-নাশন কে রে এ ভীষণ শক্তিধর ?
জগৎ-জীবন জগৎ-পোষণ রবি রবি এরে জ্যোতির্ম্ময়,
করি' মন্থন পূর্ব্ব গগন সর্ব্ব জগৎ করিল জয়।

মধু-বঙ্কিম দৃঢ়-ভঙ্গিম উষা পুষা তুই অগ্রদূত
বঙ্গ-গগন-তিমির-হরণ তুই দিগ্‌জয়ী কী অদ্ভুত
রবি-পন্থার ভাতি-সঞ্চার করিয়া ঘোষিল সুপ্রভাত,
ফুল্ল-নয়ন দৃপ্ত-গমন রবি করে পিছে নয়নপাত।
হাসে দশ দিক্, হাঁকে কুহু পিক, হাসিল ভুবন তৃণ ও ফুল,
বঙ্গ-ভারতী কিরণ-আরতি লভিয়া তুলিল মুখ রাতুল।
তাহার গোপন যতেক বেদন করিল হরণ রবির কর,
ভারতী-বক্ষ বঙ্গ-কক্ষ আঁধারবিহীন সুভাস্বর।

# কোজাগরী

মানব-চিত্ত-নিহিত-বিত্ত জগৎ-নয়নে সমুজ্জ্বল,
ত্রাসিত ক্লিষ্ট স্বপনাবিষ্ট হইল প্রবল যা দুর্ব্বল।
কাব্য-কমল মেলি' শত দল হর্ষমত্ত ফুল্লমুখ,
নিরাশা-তিক্ত কান্তি-রিক্ত মানব আজিকে পূর্ণসুখ!
জগৎ-জীবন জগৎ-পোষণ উদিয়াছে রবি জ্যোতির্ম্ময়,
করি' মন্থন পূর্ব্ব গগন সর্ব্ব জগৎ করিল জয়।

# চাঁদের আলোয়

গগনের ঐ দূর কোণেতে চাঁদের কুম্ভ হ'তে
আজকে সুধা পড়্‌ছে ঝরি' ঝরি' ;
বনের 'পরে পাতার গায়ে গড়িয়ে তাহা পড়ে,
ঘাসের বুকে জড়িয়ে রহে ধরি' ।
ঐ সুদূরে মাঠের পারে গাছটা তোলে মাথা
চাঁদের আলোয় নাইবে ব'লে সুখে ।
গ্রামের কোলে বনের বেড়ায় রূপোর আঁচলখানি,
মৃদুল হাওয়া কাঁপছে তারি বুকে ।
ধানের-মলা সবুজ মাঠে জ্যোৎস্নাপারাবার
দূর অসীমে ঝাপ্‌সা হ'য়ে মিশে ;
একটি দুটি টুক্‌রো মেঘে শাদা স্বপন সম
অসীম নভে হারিয়ে ফেলে দিশে ।
গাছের তলায় আঁধারটুকু লুকিয়ে প'ড়ে রহে,
একটি দুটি জোনাক্‌ সেথা জ্বলে ।
আলো-ছায়ার বসনখানি জড়িয়ে নিয়ে গায়ে
পথটি ধীরে লুকিয়ে কোথা চলে ।

# ভাগলপুরের পথে

কিবা শান্তি দিলে মোরে, কি তৃপ্তি উদার,
শ্যামলা বিপুলা স্নিগ্ধা পৃথিবী আমার !
দক্ষিণে বিততা গঙ্গা দিগন্তশায়িনী—
শুভ্র বালু-বেলাময়ী মৃদুল-ভাষিণী ;
বামে স্তব্ধ গিরিশ্রেণী উচ্চ-নীচ পথে
দূর হ'তে দূরান্তরে রহে শতে শতে।
হে ধরা, পর্ব্বত যেন তব ওষ্ঠাধর,
কি কথা বলিতে গিয়ে উচ্ছ্বাস-কাতর !
গঙ্গা তব কল্লোলিত চলমান প্রাণ,
পর্ব্বত উদ্দাম দৃপ্ত প্রাণ শক্তিমান !
তোমার প্রাণের আজ এ দুই মূরতি—
তরলিত বহমান আর দৃপ্ত অতি—
আজি মোর চিত্তে বলে নহে প্রাণহীন,
এ ধরণী চিরন্তন জীবনে নবীন।

# দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন

দেশের বন্ধু, দশের বন্ধু, দীনের বন্ধু, নমস্কার !
করে রঞ্জন দেশের চিত্তে তোমার চিত্ত চমৎকার।
প্রেমরঞ্জিত কৃপামণ্ডিত প্রীতিনন্দিত নায়কবর,
চিত্ত-সুধায় বিত্ত-ধারায় নিত্য বঙ্গ-দুঃখ-হর।
আর্ত্ত কেঁদেছে, কেঁদেছে ব্যথিত, পিষ্ট কেঁদেছে, কেঁদেছে ক্ষীণ,
সব হাহাকার শোক-ঝঙ্কারে বাজায়েছে তব চিত্ত-বীণ।
ভোগী তুমি অতি নৃপতি সমান, ত্যাগী শিব সম সৌম্যাকার,
প্রাসাদ-গরিমা নিমেষে তেয়াগি' কুটীর-মহিমা করিলে সার।
কোটী দেশবাসী কটি-বাস পরে, তাইত ছাড়িলে রাজার বাস ;
দলন-পীড়িত দেশের প্রভু তো হ'লে না, হ'লে যে দেশের দাস।
নরের মাঝারে রাজে নারায়ণ,—সন্ধান তব অজানা নয় ;
নরের সেবায় নরনাথ সেবা বুঝিলে সত্য, হে জ্ঞানময় !
শত ব্যাধি আজ ঘেরে নিরবধি অভাগা বঙ্গে, নাহিক শেষ ;—
দম্ভের ব্যাধি, ব্যাধি দাসত্ব, ব্যাধি জড়ত্ব হিংসা দ্বেষ।
সকল ব্যাধির ধন্ব ভিষক্, চিত্ত-সুধায় দুঃখ দূর ;
চিত্ত তোমার বিত্ত তোমার নিত্য জুড়াল বঙ্গপুর।
দেশের বন্ধু, দশের বন্ধু, দীনের বন্ধু, নমস্কার !
করে রঞ্জন দেশের চিত্তে তোমার চিত্ত চমৎকার।

# মরিতে হবে

আমারে মরিতে হবে—অতি সত্য কথা,
অতীব নিশ্চিত এই, নাহিক ব্যর্থতা,
নাহিক ব্যত্যয় এর, নাহি ব্যতিক্রম ;
চূর্ণ হবে এই মোর জীবন-উদ্যম।
এই হাসা, এই ধরা, এই মোর গতি,
এই বলা, এই করা, এই আঁখি-জ্যোতি—
থেমে যাবে, নিবে যাবে ; এ সুন্দর দেহ
যত্নে-গড়া, এই প্রীতি-ঘেরা মোর গেহ
সব যাবে, সব শেষ ; অদম্য শকতি
লুপ্ত হবে ধূলিমাঝে, লভিবে বিরতি।
যারে আজ আমি বলি, যে বলে তোমার,
কা'র কাছে থাকিব না, কেহ না আমার।
এই স্নেহময় ধরা—শস্যে পুষ্পে যেই
আমারে রেখেছে সুখে—কোনো দুঃখ নেই,
গলাগলি যার সাথে জীবন-সঙ্গিনী,
আনন্দের ঝোরা এই নন্দন-নন্দিনী—
সবারে ছাড়িয়া যাব সব রবে পিছে,
জীবনে যা সত্য আজ, মরণে তা মিছে।

আমি আছি, এই আমি—বাঁচার গৌরব,
আমি শাসি, ভালবাসি, প্রীতি অনুভব—
সব যাবে, সব শেষ, সব অবসান,
এত মোর গর্ব্ব, সুখ, আনন্দ, সম্মান।

আমারে মরিতে হবে!—বড় লাগে ভয়,
কেমনে ছাড়িব ধরা আনন্দ-নিলয়?
জীবন, জীবন মোর, হে শ্রেষ্ঠ বান্ধব,
তুমি আমি এক আছি—এই এ গৌরব
চূর্ণ হবে? তুমি নাই?—কেমনে এ ভাবি?—
জগতে, মানুষে মোর লুপ্ত সব দাবী?
ছাড়িব না, ছাড়িব না এ মোর জীবন,
এ সুন্দর প্রাণ মোর সযত্ন-গঠন;
ছাড়িব না, ছাড়িব না এ জীবনে আমি,
আমার জীবন এ যে—আমি এর স্বামী!
হে সঙ্গিনী, হে বান্ধবা, হে সখী জীবন,
তোমাতে আমাতে যে গো নিগূঢ় বন্ধন;
তোমাতে আমাতে প্রীতি—এ যে দুর্নিবার;
তোমাতে আমাতে যোগ—নদী-পারাবার।
হে জীবন, হে পরাণ, আমারি মাঝারে
গড়িয়া উঠেছ তুমি শকতি-সঞ্চারে,

মোর বিন্দু বিন্দু রক্ত সদা করি' পান,
আমারি শকতি-স্ফূর্ত্ত তুমি মোর প্রাণ!
তুমি যাবে? কোথা যাবে? আমি যাব কোথা
রক্তের বন্ধন এ যে!—এ-কি বাতুলতা?
হে একান্ত প্রিয় মোর জীবন সুন্দর,
তুমি যেই আমি সেই—নহি মোরা পর।
তুমি যাবে! অসম্ভব!—ছেড় না বান্ধব,
তোমারে দিয়েছি প্রীতি, শকতি-বিভব।
নয়নে আনন্দ দিলে, হৃদয়ে হরষ,
নিও না নিও না কেড়ে, ক'রো না নীরস।

তবু ভাবি আজ এই নিভৃত সন্ধ্যায়—
দিবসের রশ্মি 'পরে তরল ধারায়
যত নেমে আসে আঁধা' দিগন্ত চিরিয়া—
ব্যাপিয়া ঘিরিয়া সুপ্তিজাল প্রসারিয়া—
আমারে মরিতে হবে, হবে মোর শেষ,
ওই সূর্য্যরশ্মি সম রব নাক লেশ।
দিন যায়—আগু যাই জীবন ধরিয়া,—
আগু যাই?—পিছু পানে যাই যে হটিয়া
দিন যায়—বেড়ে উঠি দিনে পর পর,
বাড়া নয়, মৃত্যুপথে ধীর অগ্রসর।

আমারে মরিতে হবে, মরিব নিশ্চয়—
এই নিদারুণ সত্য আজিকে হৃদয়
বুঝিতেছে ক্ষিপ্রপদ আঁধারের তালে ;
শান্তিময়ী রাত্রি আজ যেন মোর ভালে
পরায় প্রশান্ত টীকা মরণ-লিখন,
নত নেত্রে নম্র শিরে করি তা গ্রহণ।
এ সুন্দর ধরাখানি, এ সুন্দর নর,
প্রফুল্ল এ শিশুদল, পুষ্প মনোহর,—
কেউ নয়, কিছু নয়, কেহ না আপন,
সবারে ছাড়িয়া যাব, সমস্ত বন্ধন
ছিন্ন হবে, চূর্ণ হবে,—আমি নাই নাই,
প্রীতি-অনুভূতিহীন হব ধূলি ছাই।

প্রশান্ত আঁধারে আজ প্রশান্ত সন্ধ্যায়
মৃত্যুর বারতা বাজে হৃদি-কিনারায়।
আমারে মরিতে হবে—এই এক কথা,
বাজে আজ কানে মোর ভেদি' নীরব

# আমার দেশ

[ রাশিয়ার জাতীয় গাথা ]

ভালবাসি আমি আমার এ দেশ, ভালবাসি অতিশয়,
যুদ্ধজয়ের যত সুখ তাহা এ সুখের সম নয়।
রক্ত দিয়া ও রক্ত লইয়া স্বদেশের যত মান,
স্বীয় শক্তি ও মহিমায় তার মূর্ত্তি যে গরীয়ান,
তাহার অতীত বল-কীর্ত্তির পুণ্য যে ইতিহাস,
তাহাতে আমার নহে তত সুখ, নহে তত উল্লাস।
আমি ভালবাসি, কেন নাহি জানি, ভালবাসি গিরি তার,
তুষার-আধার বন্ধুর গিরি গম্ভীর অনিবার।
বায়ু-চঞ্চল অরণ্য তার রাশি রাশি, নাহি শেষ,
ভালবাসি ভরা উদ্দাম নদী চলে ছাপি' দেশ দেশ ;
গ্রামে গ্রামে তার আঁকাবাঁকা পথে চলিবারে ভালবাসি,
দৃষ্টির বাণে করিবারে ভেদ অন্ধকারের রাশি ;
যেতে যেতে খুঁজি রাত্রি-আবাস, বৃক্ষের ফাঁকে ফাঁকে
দূর পল্লীর ক্ষীণ আলোরেখা কাঁপিয়া কাঁপিয়া ডাকে।
দূরে ও অদূরে চিম্‌নির ধোঁয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া উঠে,
শস্য-বোঝাই গাড়ীগুলি যায়, মেঠো পথে গরু ছুটে।

পাহাড়ের গায়ে সোনালি মাঠের মাঝে মাঝে বাহু তুলি'
দাঁড়ায় পাদপ—তাহাদের সাথে প্রাণ করে কোলাকুলি।
জানে কয় জনা কি সুখ আমার হেরিতে পৌষ মাসে
খামারে খামারে ধানের পাহাড় চাষীর কুঁড়ের পাশে।
খড়ের গাদায় কুঁড়ে পড়ে ঢাকা, পথ নাই ধানে ধানে,
চাষী হাসে আর চাষীর বালক, আকাশ মাতায় গানে।
প্রভাত হইতে রাত্রি গভীর হাসি-হর্ষের বান
পল্লীরে করে মুখর উতল, নাচে যেন তারি প্রাণ।

ভালবাসি আমি এই দেশ মোর ভালবাসি অতিশয় ;
যুদ্ধজয়ের যত সুখ তাহা এ সুখের সম নয়।

# জন্মভূমি

[ টমাস্ ডেভিসের ইংরেজী কবিতা অবলম্বনে ]

অর্থে অতুল, গৌরবে গরীয়ান্,
নিয়ত নবীন, সতত সে সুন্দর,
ভালবাসি আমি অপরূপ শোভমান
আমার জন্মভূমি এই সুখকর।

সাহসী কোথায় এ দেশের নর সম ?
ধৈর্য্যে অটল এ হেন নারী বা কোথা'
দেশের মুকতি তরে সঁপি' প্রাণ মম
হব আমি বহু পুণ্য-কর্ম্ম-হোতা।

এ দেশ নহেক অলস, শক্তিহীন,
শক্তিমন্ত সাহসী আমার দেশ,
সত্যসাধক মহিমায় সে প্রবীণ,
জননী জন্মভূমি এ পুণ্য-বেশ।

## জন্মভূমি

সুষমা-শোভায় মণ্ডিত দেশ মোর,
পুণ্য ধর্ম্ম তাহার বর্ম্ম-ঢাল,
কোন্ অরি পারে ছিঁড়িতে শক্তি-ডোর ?
দেশের মিত্র সুখে থাকে চিরকাল।

সুচির নবীন, চির সুন্দর দেশ,
সত্যসাধক অপরূপ অতুলন,
নাহি দুখ হেথা, নাহি হেথা কোনো ক্লেশ,
আমার জন্মভূমি এই সুশোভন।

# স্বপ্নলব্ধা

লো মোর মানস-লক্ষ্মী সুচির-বাঞ্ছিতা,
রাত্রিশেষে আজি মোর স্বপ্নে তুমি দেখা দিলে সেই রূপান্বিতা,
সেই শ্যামা স্নিগ্ধজ্যোতি স্বর্ণদ্যুতিময়,
সেই দীর্ঘতন্বী ধীরা চাপল্য-নিলয়,
সেই কুন্দশুভ্রদন্তা সু-উন্নত-নাসা,
সুউজ্জ্বল সুললাট স্বর্ণস্বপ্নে-ভাসা,—
অস্থূল অধর দুটি প্রীতি-সম্ভাষণে সদা স্ফূটন-উন্মুখ,
নয়নে করিছে বাস শিশু-হাসি আর গুপ্ত দুখ.
কান্ত গণ্ডে পরিপূর্ণ স্নিগ্ধ কোমলতা,
হেমদণ্ড দুটি হস্ত যেন দুই লতা,
ও গ্রীবায় মরি মরি ধীরে রাখি' কর
আঁকড়ি' মরিতে চাই জন্মজন্মান্তর।

স্বপনে হেরিনু তোমা, পার্শ্বে মোর বসিয়া সুন্দরী
বাম করে দেহ মোর কোমল আঁকড়ি',
মোর মুখ পানে চেয়ে হাসিতেছ মিষ্ট দুষ্ট হাসি,
সৌভাগ্যসন্দিগ্ধ আমি স্পর্শিতে তোমারে ভয় বাসি!
চাপল্য-মুরতি তুমি কভু নভে চাহিছ উদাস,
থেকে থেকে মোর মুখে ছড়াইছ হাসির কুসুম রাশ রাশ।
স্তব্ধ তৃপ্ত ব'সে ব'সে হেরি তব লীলা,
বক্ষে বাঁধিবারে চাই তন্বী তোমা' শান্ত-দুষ্ট-শীলা।

তোমারে তুলিতে বক্ষে ব্যগ্র সুখে দাঁড়াইয়া উঠি,—
এ কি এ কি লীলাময়ী, আমার চরণ-তলে লুটি',
আঁকড়িয়া দু'চরণ কহ তুমি—"বল বল, প্রিয়,
আমারে রাখিবে কাছে চিরদিন ? চির প্রীতি দিও !"
কহি আমি—"মানসী, বাঞ্ছিতা, প্রিয়া, স্বপ্ন-জাগরণ-লব্ধা সখী,
তোমারে তোমারে আমি নিশিদিন চৌদিকে নিরখি,
গৃহে ও কাননে পথে নভস্তলে চিত্ততলে খুঁজি ;
সম্মুখে লভিনু আজি ; নিঃস্ব জীবনের তুমি পুঁজি ।
তোমারে রাখিব কাছে !—এ কি আজ শুধাইলে, নারী !
তোমারে লভিতে বক্ষে আপনারে নিঙাড়ি' নিঙাড়ি',
বেদনায় পরিশ্রমে জেগে কাটে জীবন-প্রহর ।
এস মোর স্বপ্ন-সাধ !"—বলিয়া প্রসারি' দুই কর
বক্ষে তুলি তারে আর চক্ষে রাখি সে স্নিগ্ধ বয়ান,
সেই মৃদুহাস্যভরা জ্যোতির্ম্ময় উজ্জ্বল নয়ান ।
বাহুর বন্ধনে মোরে বাঁধিয়াছে মোর আকাঙ্ক্ষিতা,
দুর্ভেদ্য বেষ্টনে মোর বক্ষতটে সে রহে বেষ্টিতা ;
ঊর্দ্ধমুখে মোর মুখে অপলক দিঠি দিয়ে চায়,
নত নেত্রে আমি তারে করি পান দৃষ্টির তৃষ্ণায় ।
মৃদু হেসে বলে মোরে—"জেনো তুমি মোর !"
আমি বলি—"চিরদিন চিরদিন আমি তোর তোর ।"
চারি নেত্র দৃঢ় বাঁধা, চারি নেত্রে হতেছে ভাষণ,
বাক্যহারা দু'জনায় নয়নে নয়নে আলাপন ।



৭

বলিতে সে চাহে যাহা নয়নে তা' কল্লোলিয়া জাগে,
আমি যা বলিতে চাই ঢেলে দিই দৃষ্টি-অনুরাগে।
নাহি বাক্য, নাহি গতি, দু'জনে নিমগ্ন দু'জনায়,—
কোথায় জগৎ, দ্বন্দ্ব, কোলাহল ? সূর্য্য তারা কোথায় মিলায় ?
আমি বেঁচে আর বেঁচে রহে মোর মানসী সুন্দরী ;
এ দুটি জাগ্রত প্রাণে লক্ষ লক্ষ প্রাণ গেছে মরি'।
জীবন্ত এ দুটি প্রাণী আর সব মরণ-নিশ্চল ;
আমি হেরি প্রিয়া হেরে—দুই প্রাণে জগৎ চঞ্চল।
দোঁহে দোঁহে নির্ণিমেষ দেখা দেখা, নাহি তার শেষ।—
সহসা টুটিল স্বপ্ন ! একি রে কোথা সে কল্পদেশ ?

শূন্য শয্যা 'পরে মোর ব্যথাক্লিষ্ট বিদগ্ধ পরাণ
আছড়িয়া বারম্বার মাগে মৃত্যু, দ্রুত অবসান।
কোথা স্বপ্ন ? কোথা মোর প্রিয়া সে মানসী ?
লভিনু যে পারিজাত, কোথা গেল খসি' ?
প্রভাত-আকাশ পানে চাহি' বারম্বার
বৃথাই খুঁজিয়া মরি স্বপ্নলব্ধা মানসী আমার।
দেহে কি কভু সে মোরে এ জগতে দিবে নাকো দ্যাখা ?
স্বপ্নে হেরিব না আর স্নিগ্ধ-মুখরাকা ?
শুধু চিত্তে চিরদিন তারি আশা করিব পোষণ !
অসহ্য এ আশাক্লেশ !—এ মুহূর্ত্তে ঘটুক মরণ।

# কাল-বৈশাখী

বহু দিন পরে
শূন্য ব্যোম ভ'রে
ছুটিয়া গর্জ্জিয়া এল পর্জ্জন্য প্রবল—
তর্জ্জনে গর্জ্জনে খলখল,
আকাশ বাতাস বিড়ম্বিয়া
নরে তৃণে ধরণীরে নির্ব্বাক্ সংক্ষুব্ধ করি' দিয়া।
এ কোন্ ভৈরব, কাল, বিশ্বামিত্র, ক্রোধন দুর্ব্বাসা ?
কিবা এর অন্তর-দুরাশা ?
কি চাহে, কি গ্রাসিবারে এ মত্ত নর্ত্তন ?—
পিনাকী-প্রলয়ডঙ্কা তুলিছে রণন ?
বজ্র এর ক্রীড়নক—ছুঁড়ে দেয় দিকে দিকে দিগন্ত ভেদিয়া
ছিন্ন ত্রস্ত স্তব্ধ করি' চলমান এ সৃষ্টির হিয়া !
আঁখি তার জ্বলজ্বল—ঝলসিছে আগ্নেয় বিদ্যুৎ—
কার তরে এত দম্ভ, এ রোষ অদ্ভুত !
ঘটেছে কি দক্ষযজ্ঞ সেই পুনর্ব্বার ?—
উমা সতী-সার
লাঞ্ছিতা হয়েছে পুন' ?—তাই হে মহেশ,
উড়াইয়া আলোড়িয়া বিস্ফারিয়া কেশ

মেঘরূপে সৃষ্টিবুকে দলন-চঞ্চল
প্রমত্ত বিহ্বল
এলে কাল-বৈশাখীতে স্বরূপ আস্ফালি',
মুখে অট্টহাস আর হস্তে বজ্রতালি ?

বুঝেছি বুঝেছি রোষ—হে ভৈরব বরষা বৈশাখী—
নিদাঘার্ত্তা ক্লিষ্টা পৃথ্বী তীব্র তাপে শ্বসি' থাকি' থাকি'
বাতাসে ভেটিল তোমা' আপনার বেদন-বারতা—
তুমি সিন্ধুপুত্র বীর—ভগ্নী ধরা ক্লিষ্টা তাপনতা
শুনিয়া আসিলে ছুটি' আস্ফালিয়া দুরন্ত আক্রোশ,
বক্ষে স্নেহজল, মুখে অভয়-নির্ঘোষ—
জাহ্নবী-জড়িত-কেশ রুদ্র-শান্ত মহেশের মত,—
প্রলয়ে দুর্ব্বার আর কল্যাণ-নিরত।
দক্ষনাশে মত্তপদ, হস্তে ডঙ্কা, বয়ানে বিষাণ
নৃত্যমান
যেমন ভৈরব চিরকাল
করুণা বিলাতে ঢালে জাহ্নবীর জলধারা হ'তে জটাজাল,
তেমনি হে দুর্নিবার ভৈরব বরষা,
ধরণী ভগিনী তরে হে শান্ত ভরসা,
প্রলয়ে দুর্ব্বার তুমি, দানব নিদাঘে দলিবারে
বজ্র-হাতে অগ্নি-চোখে দেখা দিলে দিগন্তের পারে।

ধীরে ধীরে ব্যাপিয়া আবরি' চতুর্দ্দিক্
দুর্দ্দান্ত নির্ভীক
নাশিছ মারিছ ঐ অগ্নিশ্বাস দৈত্য নিদাঘেরে
পলায়ন-পন্থা তার সব ঘেরে ঘেরে।

প্রলয়স্বরূপ শুধু তবু নহ তুমি—
শীতলিয়া প্রচুম্বিয়া ধরণীর ভূমি
ছলছল অবিরল রাশি রাশি ঢেলে দাও স্নিগ্ধ জলধারা
ধূর্জ্জটির জটাচ্যুত জাহ্নবীর পারা।

হে বরষা, হে মহেশ, প্রলয়ে মঙ্গলে অপরূপ,
নির্ব্বাক্ বিশ্বের বুকে দিগ্বিজয়ী ভূপ,
হে কাল-বৈশাখী, তুমি কাল নও, অনন্ত মঙ্গল—
এক হস্ত নাশলিপ্ত, অন্য হস্ত সৃজনে চঞ্চল ;
দেবেশ মহেশ-সম ধ্বংস দাও আবার কল্যাণ,
হে কাল-বৈশাখী রুদ্র, হে বিদ্রোহী,
প্রণমি তোমারে নতপ্রাণ।

# হও আগুসার

[ ইংরেজী কবিতা হইতে ]

হও আগুসার, কাটিছে আঁধার,
রবে না ধরায় তিমির-লেশ।
কোটী কোটী প্রাণ আজি চলমান
সাগরের কূলে, গিরির দেশ।
চলেছে জগৎ ধরি' রণ-পথ,
ভেরী বাজে আর দোলে নিশান ;
পবনে গগনে ভরি' গর্জ্জনে
রণ-প্রাঙ্গণ নৃত্যমান।

চল্ আগে চল্, ঐ ধরাতল
শুনিছে মোদের গমন-রব ;
শান্ত আকাশ ছড়ায়ে সুহাস
ঢালিছে আশীষ শিরেতে সব।
আশা উদ্দাম ঈগল সমান
অভিযান-পথে অগ্রে যায় ;
ধৈর্য্যের ঢাল বক্ষ বিশাল
করিবে রক্ষা অস্ত্র-ঘায়।

চল চল, ভাই, আর দেরী নাই,
এই যে নিকটে শান্তি জয় ;
দেখ হে হরষে, আলোক ঝলসে
সত্যসেবীর বক্ষময়।
অতীতের যত বন্ধন গত,
শৃঙ্খল তার লুপ্ত আজ ;
পিছে যে আঁধার ছিল ভীমাকার
গলিয়া মিলায় আলোক-মাঝ।

[ রামমোহন রায় ]

সত্যজ্ঞান, আত্মজ্ঞান, এ বিশ্বচৈতন্যজ্ঞান উদ্বোধিত ভারতের বুকে ;
সে জ্ঞান আছিল গুপ্ত শত শত শতাব্দীর অজ্ঞতার লাঞ্ছনার দুখে।
হে রাম, হে ধনুষ্পাণি, প্রজ্ঞা-অস্ত্রে করি' ভেদ যুগ-যুগ-সঞ্চিত জঞ্জাল,
লক্ষ মুগ্ধ আঁখি 'পরে উজলিয়া দেখাইলে সে জ্ঞানমাণিক্যরশ্মি-জাল।
মূঢ়তা-নিশ্চল এই পাষাণী অহল্যা সম ভারতবর্ষেরে, তুমি রাম,
সঞ্জীবিলে স্পর্শে তব ; আজো তব প্রাণাবেগ চিত্তে তার স্পন্দে অবিরাম।

[ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ]

আলসে বিলাসে নিরাশে যে-দেশ নতপ্রাণ
সেথায় শুদ্ধ পুণ্য যাগের বহ্নিমান
জ্বলিলে, হে বীর, আলস বিলাস ভস্ম ছাই !
দৃপ্ত কঠোর ভীষ্ম অটল, তুলনা নাই।
পিতা তুমি নব বঙ্গের অধিনায়ক নেতা,
দুঃখদলন দুঃখহরণ শঙ্কা-জেতা।
কর্কশ বটে গিরি তবু বুকে প্রস্রবণ,
কর্ম্মকঠোর তব বুকে দয়া সঞ্জীবন।

[ মধুসূদন দত্ত ]

বিদ্রোহী তুমি, উদ্দাম তুমি শাসন-জয়ী,
পদ্মা সমান প্রলয়ঙ্কর পরাণ বহি'

শৈবালদল-রুদ্ধ বঙ্গ-কাব্য-নদী
করিলে সবেগ, উত্তাল ছোটে সে নিরবধি।
গভীর রাত্রে বৈশাখ-মেঘে বজ্রসম
তব মেঘনাদে ছুটালে তন্দ্রা, নাশিলে তম।
বঙ্গের গৃহে নহ তুমি ধীর প্রদীপ-শিখা,
কক্ষে কক্ষে জ্বলিলে তাহার বিজলি-লিখা।

[ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ]

গুপ্ত ছিল ভাষা-গঙ্গা বিস্মৃতি-মহেশ-জটাজালে ;
হে তপস্বী ভগীরথ, সাধনা-উজ্জ্বল টীকা ভালে
নিনাদিয়া শঙ্খ তুমি, সে গঙ্গারে মুক্ত করি' দিয়া
শুষ্ক-বঙ্গ-চিত্ত-ক্ষেত্র প্রাণাঙ্কুরে দিলে সঞ্জীবিয়া।
দিলে রস, দিলে গতি, দিলে হর্ষ, মন্ত্র ও সাধন ;—
একা পার্থ লক্ষজয়ী করে ধর্ম্মরাজ্যের স্থাপন।
না ছিল মুকুট, দণ্ড, সিংহাসন, প্রাসাদ বিরাট্ !
সকলি রচিলে বলে, ছত্রদণ্ডে শোভিলে সম্রাট।

[ স্বামী বিবেকানন্দ ]

আচার-বন্ধন-পিষ্ট জর্জ্জরিত দেশে
দাঁড়ালে পিনাক-হস্ত ভৈরবের বেশে ;
ডঙ্কা ও বিষাণ তব ফুকারি' ফুকারি'
শঙ্কা দিলে ভণ্ডে যত, যত অত্যাচারী।

গুহাগুপ্ত জ্ঞানভেরী—তারে তুলি' নিয়া
মন্দ্রিলে যে বাণী—মুগ্ধ প্রতীচ্যের হিয়া।
বৃদ্ধ ভারতের তুমি দৃপ্ত সিংহশিশু,
ধর্ম্মী কর্ম্মী অতুলন—শঙ্কর ও যীশু।

[ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ]

স্নেহকোমল ছায়াশীতল শস্যশ্যামল বঙ্গভূমি ;
সে বঙ্গেরি চিত্তখানির মূর্ত্তি যেন জাগলে তুমি।
স্নেহ আছে, প্রেমও আছে, আছে ছায়া, শ্যামলতা,
কাব্যে তোমার মেঘের মায়া, পদ্মানদীর চপলতা,
ফিঙের ধ্বনি, শিশুর হাসি, প্রিয়-প্রিয়ার গাঢ় চুমা ;
হাসাও তুমি, কাঁদাও তুমি, নাচাও, বলো—ঘুমা, ঘুমা।
দেশে দেশে সকল মানুষ একটি প্রেমের সূত্রে গাঁথা—
শিখিয়ে দিলে, ধন্য হ'ল প্রেমগরবী বঙ্গমাতা।
মুগ্ধ জগৎ শুন্‌ছে তোমার প্রাণজুড়ানো মোহন বেণু,
সবার ব্যথা বাজ্‌ছে তাতে—আকাশ এবং ধূলিরেণু।
কবির শিরোমণি তুমি, বঙ্গ-ভালে দীপ্ত টীকা,
বিশ্বগেহের আঁধার হরে বঙ্গ-প্রদীপ স্নিগ্ধ-শিখা।

[ জগদীশচন্দ্র বসু ]

যে-প্রাণে বলিষ্ঠ নর, বিহঙ্গ, তপন, গ্রহদল,
সেই প্রাণ, সেই বীর্য্য, সেই বেগ উদ্ভিদে উচ্ছল,—

এ গুপ্ত প্রগূঢ় সত্য মনীষা-কিরণে তুমি, কবি,
লভিলে আপন চিত্তে, প্রকাশিলে কী বিচিত্র ছবি
শেষহীন জীবনের, এক যাহা ভিন্ন রূপে মিশি' ।
তব পূর্ব্ব পিতৃগণ যেই সত্যলোভী প্রধী ঋষি
হেরিল অখণ্ড প্রাণ চরাচরে অদ্বৈত অব্যয়,
তাদেরি সন্তান তুমি চিনে নিলে সে প্রাণ দুর্জ্জয় ।
আত্ম-মদ-গর্ব্ব-ঘোষী পশ্চিমের প্রচণ্ড পিনাক
সত্যসন্ধ ভারতের জ্ঞানমন্ত্রে বিজিত, নির্ব্বাক্ ।

## জনপথে

এই যে নিশিদিন অশেষ চলাচলি,
এই যে ডাকা, হাসা, ইসারা, বলাবলি ;
এই যে ব্যথাভারে আনত মূঢ় মুখ ;
এই যে ধনমদে মত্ত ফোলা বুক ;
এই যে যুবকের সতেজ অভিযান ;
এই যে জরাতুর যষ্টিগত প্রাণ ;—
জানালা দিয়ে সবি দেখি রে চেয়ে চেয়ে ;
অসীম ভাবনায় মন যে পড়ে ছেয়ে !
এই যে সারাক্ষণ অশেষ যাওয়া-আসা ;
সুধীর মন্থর, কারো বা দ্রুত ভাসা ;
দু'জনে গলাগলি, দু'জনে রাগারাগি ;
সুচির পরে দেখে দু'সখা অনুরাগী ;
দেখিয়া গুরুজনে কেহ বা প্রণময় ;
কেহ বা পিছু হ'তে টানিয়া কড়া কয় ;—

এমনি দেখি দেখি, ভাবিয়া কূল নাই,
দুঃখ সুখ ঋণ প্রীতি সে এক ঠাঁই !

এই যে চলিয়াছে অবাধ শেষহীন,
চলেছে যুগে যুগে, এখনও প্রতিদিন,
কবে রে এর শেষ, কোথায় হবে শেষ ?
থামিবে ? থামিবে না এ যাওয়া-আসা-ক্লেশ ?
মানুষ এল কেন ? কেন সে পাতে ঘর ?
জানে তো দুখ-শোক প্রচুর ধরা'পর !
কেন সে আপনারে জড়ায় পাকে পাকে ;
উতরি' এক দুখে দুখেরি আশে থাকে ?
দু'পাশে মরে ঝরে আপন জন তার,
তবু সে প্রাণটারে আঁকড়ে বারে বার !
দুখের শেষ নাই, সুখেরও হবে লোপ ;
পীরিতি রবে সে কি ?—থাকিবে শুধু ক্ষোভ !
হায় রে মূঢ় নর, তবুও যাওয়া-আসা,
তবুও সুযতন, আশা ও ভালোবাসা ;
তবুও প্রীতি-ডোর বাড়ায়ে নিতি নিতি
বাঁধিস্ নব জনে,—কে রবে নিতে প্রীতি ?
হায় রে দুখ-ভোলা, হায় রে সুখ-ভোলা,
ও চিতে কোন্ ভুল নিয়ত দেয় দোলা ?

## কোজাগরী

ও ভুলে থাক্ তুই ভুলিয়া চিরদিন,
আসা ও যাওয়া ক্লেশ পাসরি' তাহে লীন !

জগৎ ধেয়ে যায়, তাহারি সাথে নর
গোলক সম বেগে চলেছে পরে পর !
উপলে বাধা পায়, কাঁটায় কাটে পদ,
তবুও জীবনেরে ভাবে সে নিরাপদ।

বৃহৎ জনপথে অবাধে লোক যায়,
তা' দেখে গৃহ-কোণে মরি রে ভাবনায়।

# রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

রচ নাই মহাকাব্য, নাট্য, উপন্যাস ;
সভামঞ্চে বিস্তারিয়া বাক্যের বিন্যাস
মুগ্ধ কর নাই জনে। একান্ত গোপনে
একাগ্র অন্তরে আর অক্লান্ত সাধনে
সেবেছ পরম-সত্য বাণীর চরণ।
পশ্চিম-বিভ্রান্ত বঙ্গে মন্দির ভবন
ছিল না বাণীর কোনো। হে যোগী সন্তান,
উগ্র তপোবলে স্বীয় রক্ত করি' দান
রচিয়াছ বাণীগেহ সাহিত্য-আলয়।
হে উদ্‌গাতা, হে পুরোধা, হে কল্যাণময়,
প্রতিষ্ঠিয়া বঙ্গবাণী দিলে তাহে প্রাণ,
ভারতের ভারতীর রাখিলে সম্মান।
মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি তুমি বিভ্রান্ত এ দেশে,
দেখালে ভারত-সত্য অভ্রান্ত নির্দ্দেশে!

# সংশয়ী

কোথায় গোপন কোণে কোন্ অন্তরালে
লুকায়ে আছে সে জীব, যারে কালে কালে
বলেছে ঈশ্বর আর বলেছে বিধাতা,
জগৎ-জীবন-সিন্ধু, সর্ব্ব-শুভ-দাতা,
করুণার অবতার, সবার আশ্রয়,
সকল-তাপিত-জন-আনন্দ-নিলয়,
জগৎ-জনক ? কোথা এই রহস্যের
আবরণে আবরিত বিপুল বিশ্বের
কোন্ কক্ষে কোন্ গর্ভে কোথায় কেমনে
ইন্দ্র-জাল-মায়াজালে অতীব যতনে
রেখেছে সে আপনায় ঢাকি' ? ঊর্দ্ধে চাই—
অপার অনন্ত শূন্য বিরাজে সদাই
প্রচণ্ড দুর্ব্বার বাধাহীন—বক্ষে তার
বিন্দুসম অতিদীন ক্ষুদ্র-দেহভার
ঘুরিছে তপন, চন্দ্র, লক্ষ গ্রহ, তারা,
বিন্দুমাত্র স্থান ব্যাপি'—যেন সঙ্গীহারা
বিশাল প্রান্তর মাঝে একক পথিক।
তার পর সব শূন্য, নাহিক নিরিখ,

নাহি বায়ু, নাহি দেশ, নাহি ছায়া আলো,
নাহি গতি, রাত্রি, দিন,—সব স্তব্ধ কালো
সকল-বিহীন !—হায় ! কোথায় ঈশ্বর ?
ধরণীর পানে চাই—আলোক-ভাস্বর,
শব্দময়ী গীতময়ী মানব-জননী
সহস্র-বিচিত্র-রূপে অদ্ভুত-বরণী ;—
লক্ষ লক্ষ বৃক্ষলতা, অসংখ্য মানব,
অসংখ্য পতঙ্গ পক্ষী, পশু ও দানব
উঠে পড়ে ফুটে ঝরে দুলিছে দোদুল
রচিয়া আপন ভাগ্য দুঃখ সুখ ভুল
অদম্য জীবন-স্রোতে। অঙ্কুর রচিছে
বৃক্ষে, বৃক্ষ রচে বীজ, ধরণী ঢালিছে
স্নেহরস, মানব সৃজিছে মানবেরে,
পশুরে সৃজিছে পশু—এমনি চলে রে
বিচিত্র জগৎখানি।—কোথা পাই তারে
সবার জনকরূপী সর্ব্বনিয়ন্তারে ?

আপনার মধ্যে চাই—দৃপ্ততেজা আমি
ধরণী লুটিয়া খাই, চলি দিবা-যামি'
গ্রাসি' বায়ু গ্রাসি' জল,—দুরন্ত প্রবল
নিজ হাতে ভেঙে চুরে মত্ত উচ্ছৃঙ্খল

দস্যুর সমান ; আপনার ভাগ্য, পথ,
সে তো আমি রচি, চলিয়াছে মহারথ
মানবের দুঃখ-সুখ হরষে চালিত
উদ্দাম কর্ম্মের বেগে, মোরে আন্দোলিত
হিল্লোলিত নিয়ন্ত্রিত করি' নিশিদিন,—
মোর কর্ম্ম মানবের কর্ম্ম সাথে লীন
হইয়ে রচিছে দুঃখ-সুখ নিজে-গড়া।
কোথা তবে কার মাঝে সেই শক্তিভরা
পরম পালক ?

সে কি শুধু কল্পনায়,
কবির ভাবের ঘন মোহের মায়ায়
ব'সে আছে কল্পিত বাস্তবে ? একদিন
একান্ত দুর্ব্বল অজ্ঞ অতি দীন হীন
ক্ষুদ্র নর চমকিয়া হেরিল নর্ত্তন
বৈশাখের, জলধির প্রমত্ত গর্জ্জন,—
বিস্ময়ে স্তম্ভিত তারি প্রাণ ; হেরে ধারা
ঝর ঝর বরষার সর্ব্বগ্লানি-হারা
শস্য-সঞ্জীবন, রাত্রি-শেষে ফুল্ল রবি
আনন্দ-জীবন-দাতা, আরো কত ছবি
শরতের বসন্তের হিল্লোলিয়া প্রাণ
তাহারে আনন্দে ভরে, গাইল সে গান—

আছে আছে এ বিশ্বের অন্তর-মাঝারে
সবার পশ্চাতে আর আঁকড়ি' সবারে
শক্তিময় সঞ্জীবন-প্রাণ। সে বিস্ময়
অদৃষ্ট শকতি 'পরে সেই সে প্রত্যয়
যুগে যুগে চ'লে এল মানব-সন্তানে ;—
রচেছে দেবতা শত, কৌতুক-সন্ধানে
নির্দ্দেশ করেছে স্বর্গ ঈশ্বর-আবাস,
পারিজাত-গন্ধময় সর্ব্বদুঃখনাশ
শান্তিময় সুখময়। দুঃখ সে প্রবল
রিক্ত করি' তারে যবে করিছে দুর্ব্বল
কাতর অক্ষম, নিরাশ্রয় কাঁদে হায়,
জগতে শকতি দিতে নাহি কিছু পায়,
খুঁজে মরে কল্পিত আশ্রয় ভগবান !
এমনি বিস্ময়ে ভয়ে দুঃখে তারি প্রাণ
রচিয়াছে আপন ঈশ্বরে দুঃখাতীত।—
এ তার কল্পনা শুধু আনন্দ-পূরিত,
নিরালম্ব জীবনের কল্পিত আশ্রয়,
রৌদ্র-তপ্ত পথিকের বাঞ্ছিত নিলয় !
কল্পনায় এঁকে এঁকে আনন্দ ঘনায়ে
আপন মনের রসে রেখেছে জাগায়ে
ঈশ্বর মঙ্গলময় সুখের পূরতি।—
কোথা তার এই বিশ্বে জীবন্ত মূরতি ?

দোলায়িত সংশয়িত এ জিজ্ঞাসু মন
নিশিদিন অনুখন করে বিশ্লেষণ—
বিশ্বের সকল দৃশ্য, সব কর্ম্ম, ভাব,
সকল চিন্তার ধারা ; তবু যে অভাব
জেগে রয় মর্ম্ম মাঝে, মেটে না বাসনা,
থামে নাকো কৌতূহল ; দুরন্ত কল্পনা
ছোটে আর বলে শুধু—আছে ? মিথ্যা নয় ?
বাস্তবে পেলে না যারে, কেবল হৃদয়
তাহারে আঁকড়ি' রবে এই কিবা কথা !—
ক্ষুব্ধ মনে মর্ম্মে চাপি' মরমের ব্যথা
ব'সে থাকি বাক্যহীন ! নয়ন ফিরায়ে
চেয়ে দেখি—নিঃস্ব নগ্ন সর্ব্বস্ব বিলায়ে
কত সে সন্ন্যাসী ত্যাগী বলিছে সদাই—
আছে আছে, অন্তরেতে আমি তারে পাই
জগৎ-বিধান সেই সর্ব্ব-শুভ-দাতা।
এমনি এ সংশয়ের চপল বিধাতা
কভু আছে, কভু নাই, শূন্য হেরি সব,
হেরি শুধু আমি আছি যৌবন-বিভব।

মুক্ত হ'তে চাই আজ ছেদিয়া সংশয় ;-
মিথ্যা যদি সে ঈশ্বর, রহুক হৃদয়

এমনি এ দুর্নিবার দুরন্ত প্রবল
নিশিদিন মোহনাশী বিদ্রোহ-চঞ্চল।
যদি সত্য সে ঈশ্বর, উঠুক ফুটিয়া
জীবন্ত জাগ্রত রূপে আঁধার নাশিয়া
প্রদীপ্ত বিভায়।
মূর্ত্ত মুক্ত সত্য চাই;
রহস্যের আবরণ পুড়ে হোক্ ছাই।

# মুক্তি দাও

[ সার্বিয়ার দেশপ্রেম-গাথা ]

হে বিধাতা, তুমি কত যুগে যুগে রক্ষা করেছ আমার দেশ ;
হে ন্যায়নিধান, ভূপতি মহান্, শোন হে আজিকে মোদের ক্লেশ।
মাগি হে কাতরে স্বদেশের তরে দাও হে মুক্তি, ক্লেশের শেষ।

লয়ে যাও আগে, লয়ে যাও দূরে, মুক্তির পথে লইয়া যাও ;
দেশের রাজ্য জাহাজ সমান বন্দর মাঝে বাঁধিয়া দাও ;
তব শক্তি ও করুণার গুণে ঘোর তম হ'তে আলোকে নাও।

উজ্জ্বল অতি সে-আলোক মাঝে যতেক শত্রু হউক লোপ ;
রাখ হে রাজ্য, রাখ এ দেশেরে, দাও হে মুক্তি, ঘুচাও ক্ষোভ।

# দেওঘর

বাংলা-সীমা ছাড়িয়ে এলাম কাঁকুরে দেওঘরে ;
হেথায় হোথায় দূর অদূরে পাহাড় থরে থরে।
ত্রিকূট-পাহাড় তিনটি মাথা, পূব্ দিকেতে রাজে ;
তবুও যেন যেদিক্ তাকাই সেই দিকে সে আছে।
কাঁকর-ভাঙা রাস্তা শাদা, মাঝখানে পাটকিলে,
কোথাও আবার লাল মাটীতে রাস্তা রেঙে দিলে।
মাঠের পাশে চরূকী পাহাড়, পাথর মাথা তোলে—
মৌন ধরার শক্তি গোপন কঠোর হ'য়ে ফোলে।
মানব-গৃহে যেমন ছোট শিশুরি হাট লাগে,
ধরার বুকে তেম্নি হেথায় ছোট্ট পাহাড় জাগে।
কেউ তুলেছে থ্যাব্ড়া মাথা, কার মাথা বা সরু,
কেউ বা দাঁড়ায় পাহারওলা—ঠ্যাসান দিয়ে তরু।
এই এখানে একটা জাগে, আবার দু'হাত দূরে,
আবার হেথায় দশটা পাথর উঠ্ছে ধরা ফুঁড়ে।
পাহাড়-শিশুর জন্ম দেখে স্তব্ধ হ'য়ে রই,
বিপুল বিস্ময় আমার কেমন ক'রে কই ?
রে প্রাণবান পাহাড়-শিশু, মানব-শিশুর মত
সবল উদ্দাম ওরে জীবন-জাগ্রত,

মৌনা মাতা ধরণী তোর আছে খেয়াল-ঘোরে,
আপন দেহ অটুট ক'রে গড়্‌ছে ধীরে তোরে।
দুর্ব্বার বাসনা তারি আকাশ ছোঁবার আশা
তোর ঐ রূপে মূর্ত্ত যেন—তাহার প্রাণ-ভাষা :
কোথাও হরিৎ ক্ষেত্র শোভে পাহাড় কোলে কোলে,
কঠোর গিরির গা বেয়ে বা ঝরণা-দড়ী ঝোলে।
শস্যমাতা কোমল ধরা পাহাড় গ'ড়ে গ'ড়ে
আপন নিদয়তায় স্মরি' ঝরণা রূপে ঝরে।
ঝরণা-নদী যায় ছুটে যায় বালিরি পথ কেটে,
পাথর-স্তূপের তলে তলে টুটে কোথাও ফেটে।
মাঠের গায়ে সেই ধারাতে করাত দিয়ে গেছে ;
লাল কাঁকর আর শাদা কাঁকর জড়িয়ে দোঁহে আছে !

তপোবনের বুনো পাহাড় লক্ষ গাছে পোষে,
বহুল পাথর-খণ্ড বিরাট্ পাশে পাশে ব'সে।
গুহায় কোথায় বনের ঝোপে লুকিয়ে আছে বাঘ,
গন্ধ তারি আস্‌ছে নাকে, আস্‌ছে কানে ডাক,—
শঙ্কিত প্রাণ, হাঁপিয়ে ক্লেশে উঠি পাহাড়-মাথা—
যেথায় পাথর আঁক্‌ড়ে দাঁড়ায় অশথ, নোনা, আতা
সেথান থেকে দেখ্‌ছি ধরা নিম্নে নীরব শুয়ে,
অসংখ্য গাছ, তৃণ, পুকুর যত্নে বুকে থুয়ে ;

ধানের ক্ষেতের সবুজ ছবি বাঁধা আলের ফ্রেমে,
লোহিত মাটীর পথখানি যায় উঠে আবার নেমে।
বিচিত্র এ ধরার মূর্ত্তি কোথাও শাদা, লাল,
কোথাও উঁচু কোথাও নীচু, কোথাও কাটা খাল।
মানুষ চলে, চর্‌ছে গরু যেন বকের সারি!
ঐ ধরাতে দুঃখ পীড়ন আছে মহামারী?
ঐ ধরাতে যুদ্ধ বাধে?—রাগ ও লাঠালাঠি?
একটু মাটী, কড়ির তরে মাথার ফাটাফাটি?
দশটি জনের পোষণ তরে একটি প্রাণী খাটে?
দুঃসহ-ক্লেশ-আরাব সাথে বক্ষ কোমল ফাটে?
হোথায় মরে একটি কি নর দশটি শিশু রেখে,
তাদের প্রবল আর্ত্তনাদ কি বাতাস চলে মেখে?
ঐ কি ধরা দুঃখভরা, কলকলোচ্ছ্বাসা?
ঐ কি ধরা খেল্‌ছে যেথায় হর্ষ, কাঁদন, আশা?
পাহাড়-চূড়ায় ব'সে ভাবি কিছুই যেন নাই,
মানুষ যেন শিষ্ট অতি, শান্ত সর্ব্বদাই।
আজ মনে হয় পাহাড়-চূড়ার শান্তি-বায়ু ধ'রে
পাখীর মত যাই উড়ে যাই মানব-ঘরে-ঘরে;
বলি সবার কানে কানে—ঝগড়া কেন মিছে,
কেন ছুটিস্ পরের কড়ি নেবার আশার পিছে?
ঊর্দ্ধে হোথায় শোন্ ধ্বনিছে শান্তি-উদারতা,
সেই বায়ুরই আভাস নিয়ে কর বেদনা গতা!

উচ্চ হ'তে কোন্ বাণী পাই উচ্চ করে হিয়া,—
পার্‌ব নিতে ঐ বাণী কি দুঃখে প্রলেপ দিয়া ?

নেমে আসি মাটীর বুকে, মা ধরা কল্যাণী,
তোমার বুকে কতই পেষণ কর্‌ছে মানব প্রাণী !
কাট্‌ছে তোমার বক্ষে ক্ষত, শস্য তবু দাও,
কর্‌ছে দাপাদাপি দলন, শান্ত মুখে চাও।
উচ্চ হ'তে হেরে তোমায় বুঝ্‌নু তোমার আমি,
তোমার মাটী তোমারি জল আমার সর্ব্বস্বামী।
মাগো আমার পৃথ্বী ধাত্রী, তোমার আমি ছেলে,
লোটাতে চাই তোমার বুকে আপন বক্ষ মেলে।
কাঁকর, পাথর ধূলি সবি আমারি আত্মীয়,
তৃণ ও গাছ যেমন, আমি তেম্‌নি তোমার প্রিয়।
পাহাড়-কোলে লুকিয়ে বসি—রাজিছে স্তব্ধতা,
সর্ব্ব-জগৎ এম্‌নি যেন শান্তি-সুপ্তি-নতা !
একটি ঘুঘু ডাক্‌ছে শুধু পাতার ঝোপে ব'সে ;
চম্‌কে শুনি—বটের পাতা একটি পড়ে খ'সে !
শরৎ-মেঘের সিঁড়ি দিয়ে সূর্য্য নেমে চলে,
সোনালি তার উত্তরীয় ছড়িয়ে জলজ্বলে !
অস্ত তো নয়, অস্তগিরির শিরে রবির বিয়ে
চেলীপরা সন্ধ্যা সাথে, সিঁদুর ও ফাগ দিয়ে।

রবি ও সাঁঝ—বর ও বধূ লুটায় আলিঙ্গনে,
রাত্রি তাদের ঘটায় মিলন কৃষ্ণ আবরণে।

চৌদিকে চাই দেওঘরেরি—বৃক্ষেরি মেখলা,
পাশে পাশে দাঁড়ায় পাহাড় পাঁচতলা সাততলা।
লম্বা সারি ইউক্যালিপ্‌টাস্‌ উঁচিয়ে দাঁড়ায় মাথা ;
গোলাপ, জবা, চামেলিদের সহাস দোলন মা'তা ;
বাড়ীর দ্বারে ঢুক্‌তে গেলেই গোলাপ হেসে ডাকে,
চামেলি সে অতিথিরে অর্ঘ্য বিলায় নাকে।
এই কাঁকুরে এই পাথুরে মাটীর একি খেলা,
গড়্‌ছে পাথর, ফোটাচ্ছে ফুল—অবাক্‌-করা মেলা!
কাঁকর পানে তাকিয়ে ভাবি—তুইও মাটীর গড়া,
ফুলের পানে তাকিয়ে ভাবি—তোরেও ফোটায় ধরা!
প্রগাঢ় বিস্ময়ে আমার চিত্ত ভ'রে আসে ;
বিচিত্র এ কতই ধরা—দেওঘরে আভাসে।
খণ্ড মেঘে ঘুরে বেড়ায় থম্‌কে দাঁড়ায় কোথা,
ভোরের বেলা ত্রিকূট-শিরে জ্বল্‌ছে সোনা হোথা!
ত্রিকূট গিরি তিনটি মাথায় কুয়াস-টুপি আঁটে ;
কুয়াশা কি পায়নি শরণ হারিয়ে আকাশ-বাটে ?
াদের আলো গিরির গায়ে, তরুর শিরে, পথে
উপ্‌চে পড়ে, আকাশ নারে ধর্‌তে কোনো মতে!

টুক্‌রো আঁধার তৃণের 'পরে ঘুমোয় গাছের তলে ;
চাঁদের আলোয় লজ্জা পেয়ে জোনাক মৃদু জ্বলে !

* *

পাহাড়, কাঁকর, গোলাপ-ভরা দেওঘরেরি ছবি
চিত্তপটে রাখ্‌ল এঁকে বাংলা গাঁয়ের কবি ।

# বাদল-জল

তাথিয়া তাথিয়া থিয়া
নাচিয়া নাচিয়া হিয়া
বরিছে—
বরিছে বাদল-জল,
ঝমাঝম ছলছল
ঝরিছে।
ঝরিছে ঝরিছে বারি,
কে ঢালিছে জলঝারি
অঝোরে ?
কে বলিছে—নাও, নাও,
ধরা বলে—দাও, দাও,
কাতরে।
দাও দাও, নাও নাও,
ভেক সবে গান গাও
হরষে ;
লোমকূপ ধরণীর
ভ'রে যায়, তোলে শির
তৃণ সে।

# ছত্রপতি শিবাজী

ছত্র ধর, ছত্রপতি, বড় তাপ, অসহ্য যন্ত্রণা,—
লেলিহান্ জিহ্বা মেলি' দুঃখ-অগ্নি করিছে তাড়না ;
ঘোর দুঃখ, ঘোর ব্যথা, দৈন্যবজ্র শিরে মৃত্যু হানে ;
দাসত্ব-প্রখর-তাপ দহিছে বৈশাখ-রৌদ্র-বাণে ;
ছায়া নাই, গৃহ নাই, পদতলে তপ্ত বালু দহে,—
মরুভূমি এ ভারত দীর্ণ, মূঢ় মরীচিকা-মোহে !
ছত্র ধর, ছায়া কর, ছত্রপতি ওহে মহারাজ,
নিবারো এ রৌদ্র-অগ্নি, দাসত্বের দৈন্য-দুঃখ-বাজ।
ছায়া দাও, স্নেহ দাও, দাও মেঘ, জীবন-সলিল ;
রক্ষা কর, কর ত্রাণ, মুছে দাও মরীচি' জটিল।
আনো আনো মেঘসম বক্ষে জল, বদনে অভয়,—
শ্মশানে জাগাও প্রাণ, শুভময় হে শিব দুর্জ্জয় !
ছিন্ন কর এ সংশয়, এ সন্তাপ, বিকট শুষ্কতা,
দাসত্ব-দক্ষেরে দলি', করি' নাশ দানব দীনতা।
হস্তে শূল পাপনাশী, শিরে জল জগৎ-জীবন,
এস শিব হে শিবাজী, নিদাঘার্ত্ত ভারত-ভবন !

এস তব সৌম্য শৌর্য্যে, দীপ্ত বীর্য্যে, উন্মত্ত উল্লাসে,
উড়ে যাক্, মুছে যাক্ ত্রাস দ্বিধা তোমারি নিশ্বাসে ;
তব তীব্র-আঁখিতলে ভস্ম হোক্ ভ্রূকুটি-নয়ন,
নত হোক্ অন্যায়ের উত্তোলিত বাহুর পীড়ন ,
ভগ্ন হোক্ তব বলে পাপ-ভিত্তি দৈত্যের প্রাসাদ ;
তুলিয়া বিষাণ তব ফুকারো বিষম সিংহনাদ,—
সে নাদে গহ্বর-মাঝে লুকাক্ অন্যায়ী পাপকারী ;
দক্ষ-সভা হোক্ নাশ শিবের হুঙ্কারে ভীতিহারী !
এস এস হে শিবাজী, দলিত হিন্দুর দীপ্ত আশা,
আর্য্যের গৌরবধ্বজাবাহক, শাসক পাপনাশা ।

স্বপ্ন সম চিত্তে আজ জাগে সেই পঞ্চনদ-তীর,
শ্বেতকান্তি দীর্ঘবপু খড়্গনাসা সেই আর্য্য বীর—
সেই মুষ্টিমেয় বীর শৌর্য্য-বীর্য্য-মহিমা-আধার
ভীম হস্তে ভিন্ন করি' লক্ষ শত্রু, পাহাড়, কান্তার,
গড়িলা ভারতবর্ষ—বিশ্বের প্রদেশ-মধ্যমণি—
সংযত শক্তির মাতা, তত্ত্বজ্ঞান-প্রজ্ঞানের খনি,
উদ্ধত-অন্যায়-নাশী, ধর্ম্মবেদী, করুণা-বিকাশ,
নিষ্কাম কর্ম্মের কর্ত্রী, দৈন্যজয়ী, মুখে নম্র হাস,
নির্ম্মল, প্রশান্ত দান্ত, ক্ষমামূর্ত্তি, আনন্দ-নিলয়,—
অপূর্ব্ব ভারত জাগে আত্মজয়ী, করি' দিগ্বিজয় ।

জিনি' জন জিনি' দেশ ধর্ম্মবার্ত্তা করিল ঘোষণ
শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ দুই ধর্ম্মী কর্ম্মী কলুষ-নাশন ;
ভীষ্ম সে আহবে ভীষ্ম, অন্যায়ে অধর্ম্মে পরাঙ্মুখ ;
অর্জ্জুন অপার-বীর্য্য—সবজ্র প্রশান্ত জলমুক্ ।
এই শৌর্য্যে এই বীর্য্যে সংযমে কল্যাণে মহীয়ান,
প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মভিত্তি ভারত-সাম্রাজ্য প্রাণবান,—
এক হস্তে বীর্য্য-খড়্গ, অন্য করে অন্ন জীবপ্রাণ,
নয়নে করুণা-গঙ্গা, ললাটেতে ক্ষমা ও কল্যাণ ;—
এই তো ভারতবর্ষ অতুলা জননী মহীয়সী,
রামকৃষ্ণার্জ্জুন-ভীষ্ম-মহাবীর-বলে বলীয়সী ;
দৃপ্ত দান্ত, ক্ষিপ্ত ক্ষান্ত, মুক্ত শান্ত ভারত স্বদেশ
রামার্জ্জুন-জন্মভূমি নিত্য সহে অপমান-ক্লেশ,—
নেহারি,' হে আর্য্য বীর, ভারতের সুযোগ্য সন্তান,
রিক্ত তবু পূর্ণ-চিত্ত, সঙ্গীহীন তবু শক্ত-প্রাণ,
জাগিলে অটল শৌর্য্যে, আত্মবলে সেনানী গড়িয়া,
আর্য্যের মহিমা-রশ্মি দিগ্বিদিকে দিলে বিস্তারিয়া !

*　　　　*

হে শিবাজী, দুর্ব্বল অক্ষম ভীরু সবাকার সম
স্বপ্নে তুমি তৃপ্ত নও নেহারি' বিচিত্র অনুপম
মুক্ত ভারতের ছবি,—সত্য যাহা ছিল একদিন
সত্য তারে করিবারে বিমুক্ত উদ্দাম বাধাহীন,

পোষিলে দুর্জ্জয় আশা, করিলে সঙ্কল্প নিদারুণ,
ক্ষিপ্র খড়্গে রাহুমুক্ত করি' দিলে ভারত-অরুণ।
হিন্দুর ভারতবর্ষে হিন্দু করি' দিলে পুনর্ব্বার,
অহিন্দু অন্যায়ী জেতা পদনিম্নে কাঁদিল তোমার।
আর্য্য যারে জন্ম দিল, আর্য্য-রক্তে যে-ভূমি উর্ব্বর
সে পূত পবিত্র ভূমি অশুচি অন্যায়ে জরজর—
এ দারুণ অভিশাপ, এ অসহ্য দুর্ভাগ্যের ক্লেশ
তুমি শিব শূলপাণি বজ্রবেগে করিলে নিঃশেষ।
খণ্ড ভিন্ন পিষ্ট ছিন্ন পরিক্লান্ত ভারত বিরাট্
অখণ্ড করিতে এক-ছত্রতলে, সাধক সম্রাট,
দুর্জ্জয় বাসনা তব আজ যেন স্বপনে মিলায়,
বেড়ে গেছে দাস-পাশ, আশা-শিখা নিবেছে বাত্যায়!
তবু তবু বড় ব্যথা, তবু এ দারুণ দুঃখ মাঝে
শুধু তব পানে চাই, তব মাঝে তবু আশা রাজে।
তোমার আরব্ধ কর্ম্ম, হে সম্রাট, কে করে সাধন?—
ভীত নত শত শত শক্তিহীন করিছে ক্রন্দন!
শূন্য হ'তে স্বর্গ হ'তে এ ক্রন্দনে পাবে নাকি ব্যথা?
আসিবে না পুনর্ব্বার লয়ে তেজ, লয়ে উদ্দামতা?
এ প্রিয় ভারত তব, তব প্রিয় এই হিন্দু জাতি,
তুমি বিনা কে রক্ষিবে, হে হিন্দুর শেষ শৌর্য্যভাতি!
এস এস মহারাজ, ছত্রপতি এস হে সম্রাট,
নাথহীন হিন্দু কাঁদে, কাঁদে তার সিংহাসন-পাট।

এস তব সৌম্য শৌর্য্যে, দীপ্ত বীর্য্যে, উদ্দাম উল্লাসে,
উড়ে যাক্‌, মুছে যাক্‌ ত্রাস দ্বিধা তোমারি নিশ্বাসে ;
তব তীব্র আঁখিতলে ভস্ম হোক্‌ ভ্রূকুটি-নয়ন,
নম্র হোক্‌ অন্যায়ের উত্তোলিত বাহুর নর্ত্তন।

# দুপুরে

স্তব্ধ রৌদ্র, শান্ত দুপুর, নীলাকাশ যেন ধোঁয়া,
ঘন গুরুগুরু কপোত-কূজন গভীর-সুপ্তি-ছোঁওয়া,
কার্নিশ-আড়ে একটি চড়ুই কিচ্‌কিচ্‌ করে ধীরে,
সরু চাঁচা সুরে চিল ডাকে দূরে রৌদ্র মরুভূ-তীরে,
আলিশার নীচে বায়স ঝিমায়, কভু দেখে, নাড়ে মাথা,
নর-কণ্ঠের কাকলি নীরব, শান্তি-আসন পাতা।—
যত দেখি আর যত শুনি তত নত হ'য়ে আসে মন,
শ্রবণ ভরিছে শান্তি-আবেশে, জুড়ায় এ দু'নয়ন।
এই তো নিত্য, এই তো সত্য, এই তো চিরন্তন,
জাগ্রত দ্রুত জীবনের তলে শান্তি-সঞ্জীবন।

## সিন্ধু

উত্তাল ভীম দুর্দ্দম !
যুগে যুগে মহাবিক্রম
কত দেশ রাজদর্পে
গ্রাসিয়াছ তব গর্ব্বে !—
সেই তেজ রাজতন্ত্র
ফুকারিয়া মহামন্ত্র,
আস্ফালি' মহা আক্রোশ,
দিশি-দিশি তুলি' মহারোষ,
উন্মাদ করে গর্জ্জন
টুটিতে সলিল-বন্ধন !—
নাচে তাই ঢেউ, দোলে জল
আছাড়ি' আকুলি' অবিরল ;
দুর্ব্বার ভেঙে ভেঙে ধায়
উদ্দাম ঘোর ঝঞ্ঝায় ।
উন্মাদ ঢেউ উন্মাদ
দোলে দোলে, এল পরমাদ
ওই ওই বুঝি বিশ্বে !—
স্তম্ভিত সব দৃশ্যে ।
বাধা-ভাঙা ক্ষ্যাপা সিন্ধু !
বিশ্রাম নাহি বিন্দু ;—

উদ্দাম চল খলখল,
মহারুদ্র ও মহাবল।
( যেন ) সক্রোধ ক্ষ্যাপা শঙ্কর
সতী-কাঁধে ফেরে ধরা-'পর,
হাসে খিলখিল অবিরল,
শাদা ফেনা ঝরে কলকল,
ঘটাবে প্রলয় দুর্জ্জয়,
কাঁপে সৃষ্টি ও কাঁপে ভয়!
সিন্ধু! মাতায়ে পারাপার
এ কি লীলা তব!—সংহার
খেলিছে, মেলিছে আস্য,
এ যে দানবের হাস্য!
জ্ঞানহীন যেন আদি প্রাণ
সৃষ্টির সেই অভিযান
আজো লভেনিকো সংযম,
নাহি ছন্দ ও নাহি ক্রম,
আজো নহে সেই তৃপ্ত!
গড়ে, ভাঙে, ছোটে ক্ষিপ্ত!

কূলে দাঁড়ায়েছি ক্ষুদ্র,
বল বল মোরে, রুদ্র!

কিবা ক্রন্দন, পরিতাপ,
কিবা ব্যথা, শোক, কি প্রলাপ
ঢেউএ ঢেউএ ফোলে অনিবার,
অজ্ঞেয় কোন্ দুখভার ?
ভেদি' মোর দেহ-চর্ম্মে
ও উছাস পশে মর্ম্মে,—
নহে ক্রন্দন, নহে শোক,
নহে তাহা ব্যথা, দুখভোগ, —
দুর্জ্জয় মহা উল্লাস
বিশ্বের প্রাণ-উচ্ছ্বাস ;
মূক ধরণীর প্রাণ মন
মূক বিশ্বের সে গোপন
প্রাণ তব মাঝে চঞ্চল—
আলোড়িছে বেগে উচ্ছল ।
তুমি বিশ্ব ও ধরণীর
দৃপ্ত পরাণ তেজী বীর !
নমামি নমামি মহাপ্রাণ !
নমামি সিন্ধু মহীয়ান !

ভোরের বেলা, সিন্ধু, তোমার কূলে
দাঁড়িয়েছি আজ, ঐ ও নভ-মূলে

প্রকাণ্ড এক সোনার থালা ওঠে,—
সূর্য্য না কি !—কী অপরূপ ফোটে !—
আধখানা তার রহে জলের তলে,
আধা'র আলোয় জলের সোনা জ্বলে,
লাফিয়ে ওঠে দুষ্ট যেন ছেলে—
মায়ের কোলে দাঁড়িয়ে পড়ে ঠেলে !
সোনার আভা ভাসে, দোদুল দোলে
দীর্ঘ দেহে উতল ঢেউএর কোলে !
বসিয়ে দেছে সোনার যেন থাম—
ঢেউর 'পরে দুল্‌ছে অবিরাম।
চোখ মেলে চাই—ওই সুদূরে দূরে
পেরিয়ে ফেনা পেরিয়ে সে ঢেউ ঘুরে'
উধাও হেরি চক্রবালের রেখা,
সেইখানেও শেষ তব নেই লেখা !—
অসীম সুনীল অগাধ সুনীল বারি—
চোখ হেরে যায় ধর্‌তে গিয়ে তারি
দেহের আভাস ; মন মানে যে হার
গভীর উদারতার পেতে পার।
সোনার রবি একটি পাশে হাসে,
উধাও বারি চৌদিকে উচ্ছ্বাসে !
শেষ কোথা নেই !—শেষ কোথা রে শেষ ?
আমায় খালি দেছে সীমার বেশ।

ওহে বিরাট্! বিরাট্ আলিঙ্গনে
আমায় চেপে ছড়িয়ে ও শয়নে
সোনার জলে, ঢেউ-দোলাতে, নীলে
দাও হে মেলে তোমার ও নিখিলে!
বিরাট্, তোমায় ক'রে নমস্কার
সঁপ্‌ছি আমার ক্ষুদ্র-দেহ-ভার।

গভীর রাতে হঠাৎ এ যে ভাঙ্‌ল আমার ঘুম,—
লোকের কথা সব কোলাহল একান্ত নিঝ্‌ঝুম।
গর্জ্জে ওঠে সুদূরে ওই কে যেন আস্ফালে,—
সিন্ধু ডাকে সিন্ধু মাতে গভীর রাত্রিকালে!
ঘুমের বুকে সকল মানুষ অগাধ লভে সুখ,
একলা আমি জাগ্‌নু কেন?—কাঁপ্‌ছে ত্রাসে বুক!
আছ্‌ড়ে' ডাকে, গর্জ্জে' ডাকে, আস্‌ছে যেন ছুটে'
পাগ্‌লা সাগর; কর্‌বে কি গ্রাস?—নেবে কি আজ লুটে'
এই সুযোগে ক্ষুদ্র ভবন?—ক্ষুদ্র আমায় ধ'রে
টান্‌বে কি ঐ ঢেউর বুকে, আছ্‌ড়ে' গুঁড়ো ক'রে
কর্‌বে বিলোপ?—ভয়ে আমার কাঁপ্‌ছে সারা দেহ!
কি অপরাধ সিন্ধু আমার?—বাঁচাও, কর স্নেহ।
ওই ডাকে ঢেউ, ওই ডাকে জল, ওই সে কলরোল,
ভীম ভীমতর তীব্র নিঠুর যেন মরণ-দোল!

পাগল ভোলার তাল-বেতালে প্রমথ সব নাচে !
আজকে আমায় কে বাঁচাবে ?—প্রাণ করুণা যাচে !
স্তব্ধ রাতে সিন্ধু তোলে অত্যাচারের ভেরী,—
একক আমার বুকের মাঝে বাজ্‌ছে ঘুরি' ঘেরি'—
নিশাস্‌ আসে রুদ্ধ হ'য়ে বিরাট ভয়ের চাপে,
হাত কাঁপে মোর, কাঁপ্‌ছে দেহ, প্রাণ হিয়া মন কাঁপে !
রক্ষা কর আমায় আজি, সিন্ধু আমার পিতা !
সন্তানে আজ রোষ ক'রো না, বিশ্বভূমির মিতা !
প্রাণ খুলে' আজ এ-প্রাণ ভ'রে তোমায় নমস্কার ;
রক্ষা কর, আর এস না আছ্‌ড়ে বারংবার !

*

নমামি নমামি সিন্ধু !
যুগে যুগে রবি, ইন্দু
ভেদি' উঠে তব গর্ভ
অরুণিম শুচি। সর্ব্ব
ভূমি তুমি গ'ড়ে নিত্য
দিলে বাস, দাও বিত্ত।
আদিম-জীবন-অঙ্কুর
তব মাঝে হ'ল পরিপূর,—
ফুৎকারে তার এ মানব
জন্ম লভিল জীব সব।
বীর তুমি, কভু শান্ত !
কভু উদ্দাম, ক্লান্ত !

দীপ্ত উজ্জ্বল, ধূমলীন !
এই এক রূপ, এই ভিন্ !
নিশ্চল, পুন' লীলাময় !
নিষ্ঠুর, পুন' সদাশয় !
শুভ্র আবার কভু নীল !
গম্ভীর, হাস খিলখিল !
কভু দেব, কভু দৈত্য—
ভাঙো দেশ, ভাঙো চৈত্য !
ফেনমালা গলে চিকচিক
ধরিয়া রত্ন ও মাণিক
সম্রাট তুমি সম্রাট—
পদতলে কাঁপে ধরা-নাট !
শত বাহু তুলে উচ্চ
বাজাও শাসন-তূর্য্য !
স্তব্ধ অবাক্ শোনে ব্যোম
তব গর্জ্জন, মহা ওম্ !
হে মহান্ ! দিই বিস্ময়
তব পায়ে প্রেম আর ভয় ।
তুমি দাও দাও অনুরাগ—
ঢেউ-ডোরে বাঁধ দেহভাগ
ক্ষুদ্র এ দেহ-বন্ধন
ভেঙে দাও, যত ক্রন্দন

ছাড়া পাক্, মিশে যাক ওই
সীমাহীন জলে থইথই।
তব সন্তানে বুকে নাও
নূতন জন্মে গ'ড়ে দাও।
ক'রে দাও নভ-যুক্ত ;
বিপুল উদার মুক্ত,
অসীম নিখিলে দাও বাস,
দুখ সুখ কাঁদা হোক্ নাশ ;
অতল অগাধে ডুবে যাই,
রতন-শয়ানে শুতে চাই,
দুলে দুলে দুলে ফেনা-সাথ
ভেসে ভেসে যাই দিন-রাত !
বিরাট ! বিরাট ! নিয়ে যাও—
দেহ, মন প্রাণ নাও তাও।
এ আমার যত গর্ব্ব
ঢেউএ ঢেউএ কর খর্ব্ব ;
মহা প্রাণে দাও মহা দেশ,
মহা ওঙ্কার, মহা শেষ !
নমামি নমামি মহাপ্রাণ !
হে মহাজনক মহীয়ান্ !
প্রণাম প্রণাম প্রণিপাত,
ওহে আদি প্রাণ, আদি নাথ !

# গান্ধী-বন্দনা

প্রণাম, প্রণাম তোমারে মহান্, ওহে ভারতের দুঃখহারী,
প্রণাম তোমারে, ওহে বলীয়ান, ভারত-মুক্তি-পতাকা-ধারী।
তোমারে প্রণাম ওহে অগ্রণী, কোটী কোটী মূক নরের নেতা,
দুঃখে বক্ষে ধরিয়া আদরে ওহে দুখ-ক্লেশ-দৈন্য-জেতা !
শঙ্কাবিহীন ওহে কৃশকায়, কৃশ দেহে পোষ বজ্র নিতি ;
খর্ব্ব তনুতে গর্ব্ব বিরাট, দুখের গর্ব্ব, বিরাট প্রীতি।
প্রণাম তোমারে ধীর বৈষ্ণব, অতুল-বিনয়ী, মিষ্টভাষী,
প্রণাম তোমারে দৃপ্ত যোদ্ধা, কুলিশমন্ত্রে কলুষনাশী।
তোমারে প্রণাম সাগর-উদার, ধরণী সমান ধৈর্য্যশালী ;
হিমাচল সম অটুট-অটল, সূর্য্য প্রখর-অংশুমালী ;
অগ্নি সমান উজল পাবক, জননী সমান স্নেহানুরাগী ;
শিশুর মতন মুক্ত সরল, শঙ্কর সম সর্ব্বত্যাগী।
তুমি কি প্রতাপ, তুমি পুরুরাজ, তুমি কি শিবাজী ভারত-ত্রাতা ?
তুমি কি সমর-নিপুণ কৃষ্ণ—গীতার মহান্ গীতোদ্গাতা ?
তুমি কি বুদ্ধ, নানক, নিমাই ?   মহম্মদ কি অতুল বলী ?
তুমি কি খৃষ্ট ?—তব মাঝে বীর প্রেমিক সকলে উঠিছে জ্বলি' !
ওহে শিবাজীর শক্তি-বিকাশ, ওহে বুদ্ধের প্রণয়বাহী,
তোমারি মাঝারে শিবাজীরে নমি' বুদ্ধেরে নমি' কীর্ত্তি গাহি।

চলেছ খর্ব্ব, গর্ব্ব-দৃপ্ত চরণে দলিয়া মৃত্যু-ভীতি ;
পশ্চাতে চলে কোটী কোটী নর, কোটী কোটী নারী অসীম-ধৃতি ;
তোমার কণ্ঠে লভিয়াছে ভাষা কোটী মানবের কঠোর ব্যথা ;
মূর্ত্ত তুমি যে মুক্তি-স্বপন—ত্যাগে যা ভারত বেদন-নতা।
তোমাতে হয়েছে সংহত যত দাসের দুঃখ যুগে ও যুগে ;
অনশন-ক্ষীণ লক্ষ লোকের অসহ্য যাতনা বহিছ বুকে।
কোটী কৃষকের ঋণদায় তুমি নিজ ঋণ সম মানিলে মনে ;
মিলালে চিত্ত গত-গৌরব হৃত-বৈভব ভারত সনে।

* *

প্রণাম প্রণাম তোমারে মহান্, বুদ্ধ তুমি যে শিবাজী তুমি ;
তোমারে প্রসবি' ধন্য হয়েছে পেষণ-পীড়িত ভারত-ভূমি।
শত শতাব্দী কাটিয়া গিয়াছে দাস-পাশে আর পেষণ-পাশে !
রত্ন-প্রসূ ও বীর-প্রসূ এই ভারত এখনও মরেনি ত্রাসে।
আজও আছে তার শৌর্য্যের বীজ, আজও মহত্ত্ব সজীব রহে ;
গান্ধী, তোমারে প্রসবি' ভারত আপন শকতি সবারে কহে।
প্রণাম তোমারে গান্ধী বিরাট, প্রণাম মুক্তি-পতাকা-ধারী ;
প্রণাম তোমারে ভারত-সূর্য্য, প্রণাম ভারত-বিপদ-হারী।

# জাগ্রত ভারত

আজি গুর্জ্জর করে গর্জ্জন—সিংহের হুঙ্কার,—
কাঁপে হিমাদ্রি, কাঁপে সমুদ্র, কুমারিকা, গান্ধার।
কাঁপে মান্দ্রাজ, কাঁপিছে সিন্ধু, পঞ্জাব, উৎকল,
কাঁপিছে বঙ্গ, বেহার, অন্ধ্র, বোম্বাই ও কেরল।
মাতে ভাগীরথী, যমুনা, পদ্মা, রাবী ও ব্রহ্মনদ,
মাতে নর্ম্মদা, কৃষ্ণা, কাবেরী,—কে করে সে গতি রদ?
জাগে রাজপুত, জাগিয়াছে শিখ, মরাঠা, মুসলমান;
জেগেছে বাঙালী, ওড়িয়া, বেহারী, অন্ধ্রী, মত্তপ্রাণ!
জাগে মান্দ্রাজী, সিন্ধী ও জাঠ—সীমাহীন জাগরণ!
সুপ্ত ভারত-আত্মার এ কি সুপ্তির বিদারণ?
গরুড় আজি কি অধীর কাতর অমৃতের পিপাসায়?
মথিয়া আকাশ ছুটিবে সে কি রে পূরিবারে দুরাশায়?

*　　　*　　　*

কে ঘোষে পাঞ্চজন্য আজি রে, কে কলির হৃষীকেশ?
রথ কোথা তার? কোথা অর্জ্জুন, যোদ্ধা শস্ত্র-বেশ?
গান্ধী গান্ধী হৃষীকেশ দেখ, শঙ্খ অহিংসার,
কোটী অর্জ্জুন ভারত জুড়িয়া জেগেছে দুর্নিবার।

নাহিক শস্ত্র, অস্ত্র ও তূণ, ধৈর্য্য আত্মবল,
দুঃখ-সহন বীর্য্য, দুঃখবিজয়ী চিত্ততল,
অস্ত্র-আঘাত দেহে লভে পারে, ব্যথায় নির্ব্বিকার,
প্রহার সহিয়া করে নিষ্ফল প্রহারের অনাচার।
হেন দুর্জ্জয় কোটী অর্জ্জুন অস্ত্রবিহীন যোধ
নেমেছে আহবে, অস্ত্র কেবল নির্ব্বাক্ প্রতিরোধ।
ধূলি-লুণ্ঠিত নত কলেবরে বহে গুরু ক্লেশভার,
নির্ব্বাক্ সহে সত্যাগ্রহী সকল অত্যাচার।
দেশে দেশে আর গ্রামে গ্রামে আজ কোটী দৃঢ়চেতা নর
মৃত্যুরে চায়, তবু নাহি চাহে ঘোর অন্যায় কর।
ধায় ব্যবসায়ী, ছাত্র, উকিল, বৃদ্ধ, যুবক আজ,
ভারতবনিতা মুক্তি-অধীর, বলে ওই—সাজ সাজ!
এ কি এ প্লাবন, এ কি রে বন্যা, এ কি এ প্রেমোচ্ছ্বাস!
প্রাণ বিলাবার তরে এ কি আজ উদ্দাম উল্লাস।
রোধি' অন্যায় ন্যায় বিধানিতে এ কি আশা দুর্জ্জয়!
আজি দুর্ব্বল করে নির্ভয়ে প্রবলেরে পরাজয়!
দুঃখ-দহনে দগ্ধ পরাণ ধরে পবিত্র রূপ,
হিংসা-ক্রোধের ছায়া নাহি সেথা, সে যে মৈত্রীর কূপ;
মৈত্রী-ধারায় নিষ্ণাত মন দুষ্টেরে ভালবাসে,
দুঃখ সহিয়া জিনিছে দুঃখ, নির্ভয়ে জিনে ত্রাসে।
এ কি বুদ্ধের অক্রোধ এল, খৃষ্টের খাঁটি প্রেম?
এ কি নিমাইর প্রেমের নৃত্য, জগাই-বিজয়ী ক্ষেম?

*　　　*　　　*

এসেছে এসেছে মৈত্রীপ্লাবন, আত্মার মহাজয়,
দূরে গেছে আজ মৃত্যুর ভয়, লোকভয়, রাজভয়।
গুর্জ্জর হ'তে পাঞ্চজন্য তোলে আজি নির্ঘোষ,
সত্যাগ্রহ-বিষাণে বিগত আজি শত আফ্‌শোষ।
বিজিত দলিত ক্লিষ্ট দেশের বক্ষে এ কোন্ প্রাণ
জাগিল শঙ্কাবিহীন মূর্ত্ত আত্মার অভিমান!
অভিনব এই কৃষ্ণ মহান্ গীতা রচে রণ-মাঝে,
সমর-চাতুরী নাহি এর, বলে সব কথা অরি কাছে।
পদবিক্ষেপে ভারতের মাটী নড়িয়া কাঁপিয়া উঠে,
বাক্যকণায় কত শতকের নিদ্রা আপনি টুটে!
কাহার বাণীর অগ্নির শিখা ভারতে আগুন জ্বালে?
উৎসুক চোখে জগৎ তাকায় কার পবিত্র ভালে?
বাক্য কাহার ধ্বনিছে ছাপিয়া কামানের গর্জ্জন?
হিংসাক্লিষ্ট জগৎ মানসে করে কারে অর্চ্চন?
কৌপীনধারী কোন্ সে যোগীর পদতলে ধনী ছুটে?
গর্ব্ববিহীন কাহার চরণনিম্নে গর্ব্বী লুটে?
কাহার বিশাল উদার চিত্তে নাহি কোনো ভেদ নাই,
দ্বিজ-চণ্ডাল, ধনী-নির্ধন মিলিয়াছে এক ঠাঁই?
হিংসা, চাতুরী, মারণ, দম্ভ, অস্ত্রে জর্জ্জরিত
জগতের চিত খুঁজিত যে-সুধা সুচির-আকাঙ্ক্ষিত,

সেই সুধা আজ ঝরে অবিরাম, সে সুধার নির্ঝর
গান্ধী দাঁড়ায়, জগৎ জুড়ায় পিপাসায় জর্জ্জর।
পরপদতলে অপমানে দুখে আঁধারে অবজ্ঞায়
পোষিল সত্যধর্ম্ম ভারত যুগ-যুগ-বেদনায় ;
আজি সে সত্য হয়েছে মূর্ত্ত, অতীতের তপোবন
গুহা হ'তে আজ জাগিয়াছে যেন উদ্দাম উজ্জ্বল।
বিজিত ভারত, ক্ষুব্ধ ভারত, লাঞ্ছিত, ক্লেশনত
বিজেতারে বলে—তোমার প্রতাপ-গর্ব্ব করিব গত।
মিথ্যা দম্ভ, সমর-সজ্জা, অস্ত্রের কৌশল,
আত্মার বলে অস্ত্রে কামানে করি' দিব নিষ্ফল।
পেয়েছি সত্য, পেয়েছি ধর্ম্ম, প্রেমে মোর অভিযান,
দলনে এ দেহ হউক চূর্ণ, না লব কাহারো প্রাণ।
আহব এ নয়, প্রেমের যজ্ঞ, আত্মার আরাধন,
নব দীক্ষায় হবে মানবের অভিনব জাগরণ।

# বিদায়

বিদায় আজি গভীর রাতে বিদায় আজি, ভাই,
জগৎ হ'তে মানব হ'তে বিদায় আজি চাই।
বিদায়, ওগো নিথর রাতি,
আর না চাহি জীবন-বাতি
জ্বালাতে আমি তপন সাথে, বাঁচিতে বল নাই,
আঁধার-যবনিকার তলে গলিয়া ঝ'রে যাই।
স্তব্ধ আজি সকল দিশা,
সকল গতি হরেছে নিশা,
সকল ধ্বনি মরণ-বুকে লুটায়ে অবসান ;
আমার বুকে হুলিছে মৃহু সভয় মম প্রাণ।
আকাশ চাহে হাজার চোখে,
দানব যেন মরণ-লোকে
ডাকিছে ঘন ডাকিছে মোরে অচল ইসারায়,—
কাঁপিছে দেহ, কাঁপিছে প্রাণ, শকতি শিথিলায়।
কহিতে ভাষা শকতি নাহি,
বিমূঢ় চিতে বিদায় চাহি,—
বিদায় আজি বিদায়, প্রিয়া, আঁধার-হিয়া-মণি,
বিদায় স্নেহপুত্তলী শিশু হরষ-সুখ-খনি।

## বিদায়

বিদায়, যেবা বেঁধেছে মোরে
ক্ষণিক স্নেহপ্রীতির ডোরে,
হরষ দিয়ে হাস্য দিয়ে জিনিলে যেবা মন,
চলিতে পথে মধুর ভাষে যে দিলে প্রেমধন।
বিদায়, মম কিশোর-প্রিয়া,
নিকটে দূরে নয়ন দিয়া
যে দিলে মোরে পরাণ ঢালি' পরাণে কতদিন ;
বিদায়, ওরে পাগল শিশু চপল দুখহীন।

বিদায় আজি বকুল চাঁপা মল্লিকা ও জুঁই,
ফুটিয়া থাক, আজিকে তব বয়ানে চুমা থুই।
চুমিয়া তব পরাগ-স্নেহে,
অধর ভরি' মাখায়ে দেহে
সুবাস-ভরা তোমারি তলে বিদায়-নত শুই,
বিদায় লব চাহিয়া শেষ মুদিব আঁখি দুই।

বিদায় দেহ আমারে আজি, হে তৃণ মাথা-তোলা,
কঠোর পায়ে দলেছি কত, ক্ষম গো ক্ষমা-ভোলা।
ক্ষম গো মোরে বিদায়-কালে,
তোমার বুকে তপ্ত-ভালে
লুটায়ে পড়ি গভীর দুখে জুড়াতে ক্ষতজ্বালা,
ভালে ও চিতে পরশ দেহ শীতল স্নেহঢালা।

# কোজাগরী

বিদায় দেহ আমারে, মাগো ধরণী স্নেহময়ী,
কত যে ঋণী তোমার কাছে কেমনে তাহা কহি ?
ভ্রূণের রূপে তোমার বুকে
লুকায়ে ছিনু যুগে ও যুগে,
করিয়া জীব জাগালে মোরে অকূল বেলা 'পরে ;
কীটের রূপে গড়ায়ে এনু শকতি-সুখ-ভরে।
সে কীট হ'তে গড়িলে মোরে
প্রবল দৃঢ় মানব ক'রে
তোমারি বায়ু তোমারি জলে অন্নে পালি' তব,
করিলে কীটে মহিমাময় মানব অভিনব।
বিদায় নিতে তোমারি পাশে
এ বুক মম ফাটিয়া আসে,
তুমি যে মোর সবার সেরা মায়ের সেরা মাতা,
ভালো যে বাসি তোমার মাটী, ধূলি ও তৃণ পাতা।
তবুও মাগো, বিদায় মাগি,
জননী সুখ-দুখের ভাগী,
গভীর রাতে কে মোরে ডাকে, মরণ যেন চিনি,
কত না ক্ষণে তাহার সাথে হয়েছে বিকিকিনি।
সে আজি ডাকে তারার চোখে,
সে আজি ডাকে গভীর লোকে,
আঁধার-হাতে পরশ করে আমার দেহখানি ;—
নিবিছে বাতি, থামিছে গতি, তাহারি জয় মানি।

বিদায় আজি বিদায় মাগি,
মানব ধরা তৃণের লাগি'
প্রীতির শ্বাস রাখিয়া গেনু লয়ো গো লয়ো তুলি',
বিদায় নিল পাগল কবি চপল লীলা ভুলি'।

শেষ

# এই লেখকের অন্যান্য বই

## মেঘদূত

বাংলা মন্দাক্রান্তা ছন্দে মেঘদূতের এমন অভিনব অনুবাদ এই প্রথম। মহামহোপাধ্যায় ৺হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ও শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেনের মেঘদূতের আলোচিত সম্বলিত। বাঁ দিকে মূল সংস্কৃত ও ডান দিকে অনুবাদ। চমৎকার ছবি ও চমৎকার সাজসজ্জায় উপহারের সম্পূর্ণ উপযোগী। মূল্য দুই টাকা।

**'প্রবাসী'তে শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়** বলেন:—"সবার সেরা মূলানুগ অনুবাদ।"

**শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত গুপ্ত**:—"মন্দাক্রান্তার এতখানি রেশ বাংলায় অন্য কোথাও পেয়েছি ব'লে ত মনে হয় না।"

**শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়**:—"মেঘদূতের যতগুলি বঙ্গানুবাদ আমি দেখিয়াছি, সবগুলির মধ্যে প্যারী-বাবুর এই অনুবাদ আমার নিকটে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বোধ হইয়াছে।"

## অরুণিমা

বহু মাসিক পত্রে প্রকাশিত অনেক দেশ-প্রেমের কবিতা ও বহু-প্রশংসিত বিবিধ কবিতা ইহাতে আছে। দাম বারো আনা।

**প্রবাসী**—"আজকাল যাঁরা কবিতা লেখেন তাঁদের মধ্যে এই কবির স্থান অনেক উচ্চে।"

**মানসী ও মর্ম্মবাণী**—"ছন্দের লঘু গতিতে, ভাব ও ভাষার সৌন্দর্য্যে কবিতাগুলি বেশ চিত্তাকর্ষক হইয়াছে।"

**শ্রীযুক্ত কালিদাস রায়**:—"তোমার কবিতা আমার খুবই ভাল লাগে।"